আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২১

সূচিপত্র

৩০শে এপ্রিল, ২০২১

খোরাসান | তালিবান মুজাহিদদের হামলায় ৯০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গত ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার, আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাবুল বাহিনীর উপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছেন। এতে ৯০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গতকাল হেরাত প্রদেশের শিন্দান্দ জেলার দেহ-আমান এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অবস্থানে ব্যাপক সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। তালেবানদের তীব্র আক্রমণের ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক, একটি ফিল্ডার এবং একটি গাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, এছাড়াও জেলাটির প্রধান সামরিক ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ।

অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় দুই কমান্ডারসহ ২৮ পুতুল সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এছাড়াও ২ টি মোটরসাইকেল, ৫ টি ক্লাশিনকোভ, ১ টি ভারী মেশিনগান, তোপ-কামান ও অন্যান্য গোলাবারুদ মুজাহিদিনরা গনিমত লাভ করেছেন। বিপরীতে দু'জন মুজাহিদ শহীদ এবং অপর দু'জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন। আমিন।

একই জেলার দেহ আমান এলাকায় সকালে একদল শত্রু সেনার উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ ২টি পোস্ট বিজয়সহ ৫ সৈন্যকে হত্যা ও আরো ২ সৈন্যকে গুরুতর আহত করেন।

এদিকে বাদঘিস প্রদেশের রাজধানী কালা-ই-নওয়াজের ব্যান্ড-ই-সুজাক এলাকায় এদিন দুপুর ১১ টার সময়, হেরাত প্রদেশ ও কালা-ই-নওয়াজ থেকে আসা মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি কনভয়ে সশস্ত্র হামলা চালান তালেবান মুজাহিদগণ। অভিযানটি দুপুর ২ টা অবধি চলতে থাকে। যার ফলস্বরূপ ৯ পুতুল সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর বিস্ফোরক ভর্তি ২টি যানসহ ৩টি সাঁজোয়া যান।

এ ঘটনায় দু'জন মুজাহিদ আহত এবং অপর একজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। তাকাবালাল্লাহু রাব্বুল আলামীন।

গতকাল রাতে মুজাহিদীনরা লোঘার প্রদেশের বরাকি-বরাক জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিক স্থাপনার উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন, যা প্রায় ৬ ঘন্টা অব্যাহত ছিল। এতে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৯ এরও বেশি সৈন্য গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও বিকেল বেলায় জেলাটির সুরখাব এলাকায় ভাড়াটে শত্রুদের উপর ড্রোন হামলাও চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে এক ভাড়াটে সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে গতকাল সন্ধ্যা ৫ টায় হেলমান্দ প্রদেশের নওয়াহ জেলার তাবিলা এলাকায় এবং বিকাল ৪ টায় রাজধানী লস্করগাহে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ৯ মুরতাদ

সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন ২টি চৌকি। হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি রেঞ্জার গাড়ি।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহারের প্রদেশীক রাজধানীর মারঘান এলাকায় ভাড়াটে সৈন্যদের একটি বিলাসবহুল গাড়িতে হামলা চালিয়েছেন একদল গেরিলা তালিবান মুজাহিদিন। এই হামলায় ৪ সেনা নিহত ও আরো ৩ সেনা আহত হয়েছে। হামলার পরে মুজাহিদিনরা নিরাপদে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছেছেন।

একইভাবে সন্ধ্যা বেলায় মুজাহিদগণ তাখার প্রদেশের দস্ত-ই-কেল্লা এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে কৌশলগত আক্রমণ চালান, এ সময় শত্রুদের অস্ত্র ডিপো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৫ ভাড়াটে সৈন্য মারা গেছে এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

ইয়েমেনে হুথী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে তীব্র হামলা, মুজাহিদদের হাতে বহু অঞ্চল বিজয়

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার যোদ্ধারা ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত শিয়া হুথীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল।
আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র (AQAP) মুজাহিদগণ, গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল, ইয়েমেনের দক্ষিণে বেয়দা প্রদেশে মুরতাদ হুথী শিয়াদের অবস্থানগুলিতে তীব্র আক্রমণ চালাতে শুরু করেছেন।

বায়দা প্রদেশে হামলার পর এখন পর্যন্ত হুথী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত বহু এলাকা দখল করেছে আল-কায়েদা। এই যুদ্ধে নিহত ও আহত হচ্ছে ডজন ডজন হুথী বিদ্রোহী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুজাহিদদের হামলায় হুথীদের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করার ছবিও প্রকাশ হয়েছে।

সূত্র আরো জানিয়েছে যে, এই অঞ্চলে হুথীদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। তারা একের পর এক হুথীদের অবস্থানগুলো দখলে নিচ্ছে।

এটি খুবই আনন্দের যে, সম্প্রতি আল-কায়েদা মুজাহিদিন মধ্য এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে তাদের প্রভাব অনেকগুণ বাড়িয়েছেন। দেশটির দক্ষিণে শেবাওয়া প্রদেশেও অভিযান জারি রেখেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ।

পাকিস্তানের মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর টিটিপির সফল হামলা, হতাহত ৩ এরও অধিক

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি গাড়িতে রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদগণ । গত ২৮ এপ্রিলের এই হামলায় ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরো ২ এরও বেশি আহত হয়েছে।

সূত্র থেকে জানা গেছে, একটি মোটরসাইকেলের সাথে বোমা লাগানো ছিল। যখন মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের গাড়িটি উক্ত মোটরসাইকেলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখনই রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। টিটিপির একজন সদস্য মোহাম্মাদ উসমান গাজী এই হামলার কথা স্বীকার করেছেন।

২৯শে এপ্রিল, ২০২১

ইসরায়েলকে বর্ণবিদ্বেষী মানতে নারাজ আমেরিকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা এইচআরডাব্লিউ ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে ‘বর্ণবিদ্বেষী সরকার’ উল্লেখ করে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গত ২৭ এপ্রিল ১২৩ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইসরায়েলকে ‘বর্ণবিদ্বেষী’ সরকার আখ্যায়িত করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

সংস্থাটি জানায়, 'ইসরায়েল দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে ফিলিস্তিনিদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ, বিল্ডিং পারমিট না দেয়া, বাড়ি-ঘর ভেঙে দেয়া এবং ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবাধিকারের উপর কয়েক দশক ধরে নিষেধাজ্ঞাসহ নানা নির্যাতনের অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে'।

সংস্থাটি বলছে, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। কাজেই আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের উচিত তাদের বিচার করা।

অপরদিকে ইহুদিদের বিশ্বস্ত সহযোগী বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা প্রকাশিত প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জেন সাকি বলেছেন, এইচআরডাব্লিউ তার প্রতিবেদনে ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বর্ণবিদ্বেষী আচরণ ও তাদের প্রতি নির্যাতনের অপরাধে দায়ী করেছে। তবে মৌলিকভাবে ‘বর্ণবিদ্বেষী’ পরিভাষাটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না। তাই আমারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করবো না।

জেন সাকি বলে, আমেরিকা প্রতি বছর (তথাকথিত) মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু এসব প্রতিবেদনে কখনো এরকম পরিভাষা ব্যবহার করা হয় না।

সূত্র : ইনসাফ২৪ ডটকম।

ফটো রিপোর্ট | আম্মার বিন ইয়াসির সামরিক ক্যাম্প-খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন খোস্ত প্রদেশের হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) সামরিক ক্যাম্প থেকে শরয়ী কোর্স ও সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হয়েছেন একদল তরুন তালিবান মুজাহিদিন।

সামরিক এই ক্যাম্পটিতে প্রশিক্ষণরত যুবকদের কিছু ফটো ক্যামেরায় ধারণ করেছেন 'আল-ইমারাহ স্টুডিও' এর মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/04/29/48901/

বুর্কিনা ফাসো | মুজাহিদদের হামলায় পশ্চিমা ক্রুসেডারসহ ১৩ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফাসোতে দেশটির সামরিক বাহিনীর গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর মুজাহিদীনগণ। তাদের অপ্রতিরোধ্য হামলায় বুরকিনা ফাসোর ৩ সেনা সদস্যসহ ২ স্প্যানিশ নিহত হয়েছে। তাদের সাথে থাকা আরো ৪ এরও বেশি সেনা সদস্য আহত হয়েছে, আটক করা হয়েছে আরো ৪ সেনা সদস্যকে। একই সাথে মুজাহিদগণ পেয়েছেন বড় আকারের গনিমাহ।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার, বুর্কিনা ফাসোর নাতিয়াবোনি অঞ্চলের প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িবহরে আক্রমণ করেন আল-কায়েদা শাখা JNIM এর মুজাহিদীনরা। গাড়িবহরটিতে সরকারি বাহিনীর সেনা সদস্যরা ছাড়াও স্পেনের হয়ে এখানে কাজ করা দুই ব্যক্তি ও ফিল্মমেকার এবং বেশ কয়েকজন রেঞ্জার সদস্য ছিল।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় বুর্কিনা-ফাসোর ৩ সেনা সদস্য ও ২ স্প্যানিশ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪ এরও বেশি সৈন্য। আহত সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ১ সৈন্যকে আটকও করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বুর্কিনা-ফাসো সরকার দাবি করে যে, নিহতরা সবাই প্রথমে আল-কায়েদার যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়েছে। যাদের মাঝে দুজন ছিল স্প্যানিশ সাংবাদিক।

এবিষয়ে স্থানীয় এক সাংবাদিক 'হুসাইন এজি' তার টুইটার একাউন্টে লিখেন- আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বন্দী করার পরে তাদেরকে হত্যার পদ্ধতিটি JNIM এর অনুসারি বা আল কায়েদার যুদ্ধকৌশল নয়, বরং তারা

বন্দীদেরকে জিম্মি করে রাখে এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া আদায় করে নেয়। আমি বলতে পারি, হয়তো JNIM এই হামলার সাথে যুক্ত নয় বা তারা সাংবাদিকদের হত্যা করেনি।

এই সাংবাদিক তার পরবর্তী পোস্টে লিখেন, বুর্কিনা ফাসোতে JNIM এর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, স্পেনীয় কথিত যে সাংবাদিকরা নিহত হয়েছিল, তারা সাংবাদিক ছিল না আর তাদেরকে বন্দীও করা হয়নি বরং সংঘর্ষের সময় এই দুই স্পেনীয় নিহত হয়েছিল।

এদিকে 'ফ্রান্স-২৪' সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে আরো যোগ করেছে যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৪ সেনা সদস্য এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা তাদেরকে বন্দি করে নিয়েছে।

যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ এই অভিযান থেকে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ দুটি পিকাপ, ৩টি হেভি ও লাইট মেশিন গান, একটি একে সিরিজের রাইফেল এবং ১২টি মোটরসাইকেল গণিমাহ লাভ করেছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের পৃথক দুটি হামলায় দেশটির অন্ততপক্ষে ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যে একটি সড়কে মুরতাদ সেনাদের কাফেলার উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান, মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন একটি গাড়িসহ বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

এদিকে রাজধানী মোগাদিশুর দার্কিনালী জেলার সরকারি অধিদপ্তরেও এদিন হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

দিল্লিতে মিলছে না আগুন, মালাউনদের লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে কুকুর

ভারতের দিল্লি এখন এক মৃত্যুপুরী। মানুষের মৃত্যুর সারি এখানে এতই দীর্ঘ হচ্ছে যে, তাদের দাহ করতে পেতে হচ্ছে বেগ। শহরের শ্মশানগুলো এখন আর খালি নেই। সেখানে মরদেহের দীর্ঘ লাইন।

দীর্ঘ সময় মরদেহ বাইরে রাখায় কোথাও কোথাও দেখা গেছে রাস্তার কুকুর সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে গাজিয়াবাদ জেলায়।

আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেখানে করোনায় মারা যাওয়া আদালতের এক কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হিন্দোন শ্মশানে।

মৃত ব্যক্তির সহকর্মী ত্রিলোকী সিংহ জানান, তারা সকাল ৮টায় পৌঁছানোর পর টোকেন দেয়া হয় বেলা ১০টার। কারণ লম্বা লাইন ছিল। পরে সেই টোকেন বদলে নতুন সময় দেয়া হয় সন্ধ্যা ৬টায়। এ সময় তারা একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাদের খবর দেন, রাস্তার কুকুর এসে তাদের মরদেহ টেনেছিঁড়ে দিচ্ছে। তারা দৌড়ে যান। সেই ছবি এবং সংবাদ বিড়ম্বনায় ফেলেছে দিল্লি সরকারকে।

শুধু একটি শ্মশানেই এমন অবস্থা নয়। দিল্লির সব শ্মশানে একই অবস্থা। এই যেমন সুভাষনগরের শ্মশানে করোনায় মৃত বাবার দেহ নিয়ে গিয়েছিলেন মনমীত সিংহ। কিন্তু তিনি সেখানে বাবাকে দাহ করতে পারেনি।

সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, বাবার মরদেহ নিয়ে শ্মশানে ঢুকতে যাবেন, তার আগেই রাস্তা আটকালেন এক কর্মী। জানিয়ে দিলেন, আর দেহ নেয়া যাবে না। কারণ দাহ করার জায়গা এবং কাঠ নেই।

মনমীত বলেন, 'সরকার হাসপাতালে অক্সিজেন দিতে পারছে না। অন্তত শ্মশানে জায়গা তো দিক, যাতে পৃথিবী থেকে বিদায়টা ঠিকমতো হয়।'

বিবিসির খবরে বলা হয়, দিল্লির অবস্থা এতটাই খারাপ যে, খোলা মাঠ, পার্ক এমনকি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাতেও অস্থায়ী শ্মশান তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপরেও মরদেহ নিয়ে তীব্র গরম আর চিতার আগুণের হলকার মধ্যে পিপিইতে মোড়া স্বজনদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দিল্লির সারাই কালে খান শ্মশানের ভেতর খালি জায়গায় গত কদিনে নতুন ২৭টি দাহ করার বেদি তৈরি করা হয়েছে। শ্মশানটির লাগোয়া পার্কে আরও ৮০টি বেদি তৈরি হয়েছে।

এদিকে যমুনা নদীর তীর ঘেঁষা এলাকাগুলোতে অস্থায়ী শ্মশান তৈরির জন্য জায়গা খুঁজছে দিল্লি পৌর কর্তৃপক্ষ।

দিল্লিতে বিবিসি হিন্দি ভাষা বিভাগের সংবাদদাতা জুবায়ের আহমেদ তিনটি শশ্মান ঘুরে এসে জানান, জীবনে একসঙ্গে এত চিতা জ্বলতে তিনি দেখেননি। শবদেহগুলো সবই কোভিড রোগীদের।

এদিকে ভারতে বৃহস্পতিবার (২৯ এপ্রিল) করোনায় মৃত্যু ও শনাক্তে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে মারা গেছেন তিন হাজার ৬৪৫ জন। আক্রান্ত হয়েছেন তিন লাখ ৭৯ হাজারের বেশি মানুষ। এর ফলে দেশটিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ২ লাখ ৪ হাজার ৭৩২ জনে।

এক দশক পরেও শেষ হয়নি ছোট সেতু নির্মাণ, ব্যয় বেড়েছে ৬২%

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মাণাধীন তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর দৈর্ঘ্য সোয়া কিলোমিটারের মতো। প্রকল্প অনুমোদনের ১০ বছর পেরিয়ে গেলেও এর নির্মাণকাজ শেষ হয়নি।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ২০১০ সালে পদ্মা সেতু ও তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু প্রকল্প অনুমোদন দেয়। নদীর পরিস্থিতি অনুকূল থাকার পরও মাত্র ১ দশমিক ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর কাজ এখনো শেষ হয়নি।

গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা, নকশা ও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে পদ্মা সেতুর সঙ্গে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর তুলনা হয় না। তবে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় নির্মাণাধীন শীতলক্ষ্যা সেতুটির গুরুত্বও নেহাত কম নয়। কারণ, সেতুটি হলে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ সহজ হবে। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ সদরের সঙ্গে বন্দর উপজেলারও সংযোগ ঘটবে।

বর্তমানে প্রতিদিন বন্দর উপজেলার প্রায় এক লাখ মানুষকে নৌকা ও ট্রলারে করে নারায়ণগঞ্জ সদরে আসা-যাওয়া করতে হয়। এতে প্রতিনিয়ত যেমন ভোগান্তি থাকে, তেমনি মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটে।

এই সেতুর কাছেই ৪ এপ্রিল বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে আসা একটি কার্গো জাহাজ চাপা দেয় ছোট লঞ্চকে। এতে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়। নৌযানচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, জাহাজটির গতি যেমন বেপরোয়া ছিল, তেমনি সেতুর কাছে নৌপথ সংকুচিত হওয়াও দুর্ঘটনার একটি কারণ। লঞ্চ দুর্ঘটনার তদন্তে গঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কমিটির প্রতিবেদনেও দুর্ঘটনার অনেকগুলো কারণের একটি হিসেবে সংকুচিত নৌপথকে দায়ী করেছিল।

১০ বছরেও কেন তুলনামূলক ছোট এই সেতুর নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ার কারণ হল বাংলাদেশ সরকারের খামখেয়ালি। ফলে প্রকল্পটির ব্যয় ও মেয়াদ বাড়াতে হয়েছে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু প্রকল্পটি পাস করার সময় এর ব্যয় ধরা হয় ৩৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে এসএফডি ৩১২ কোটি টাকা ঋণ এবং সরকারের ৬৫ কোটি টাকা জোগান দেওয়ার কথা। পরের বছর সংস্থাটির সঙ্গে ঋণচুক্তি সই হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ করার কথা ছিল।

নির্ধারিত সময়ে সেতুর কাজ শেষ করতে না পারায় ৩৭৭ কোটি টাকার প্রকল্প এখন ৬১০ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। খরচ বেড়েছে ২৩৩ কোটি টাকা, যা শুরুর ব্যয়ের চেয়ে ৬২ শতাংশ বেশি। বাড়তি ব্যয়ের বড় অংশ জোগান দিতে হবে সরকারের তহবিল থেকে। নতুন ব্যয় কাঠামো অনুযায়ী, সরকার দেবে ২৬৫ কোটি টাকা, যা আগে ছিল ৬৫ কোটি টাকা। আর এসএফডি দেবে ৩৪৫ কোটি টাকা।

প্রকল্পের সার্বিক কাজ এখনো ২৫ শতাংশ বাকি। এ কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশনে চিঠি দিয়েছে সওজ অধিদপ্তর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রকল্পের নথিপত্র সূত্র জানাচ্ছে, এই প্রকল্পে পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগ দিতেই লেগে যায় সাত বছর। কারণ, সেতুর নির্মাণ ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ নিয়ে ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে অর্থায়নকারী সংস্থা এসএফডির টানাপোড়েন চলে। কালক্ষেপণ করে এভাবে ব্যয় বাড়ানো একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে সরকারের। জনগণের ভোগান্তি হলেও নিজেদের আখের গোছানোই যেন মুল উদ্দেশ্য। প্রথম আলো

গ্রেফতারের কারণ জানতে চাইলে হারুন ইজহারের বড় ছেলেকে লাথি, ছোট ছেলেকে জোরে থাপ্পড়

সদ্য বিলুপ্ত হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুফতি হারুন ইজহারকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। বুধবার (২৮ এপ্রিল) রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটার দিকে চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদরাসার পাশে তার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

লালখান বাজার মাদরাসার শিক্ষক সিরাজুল মোস্তফা ফেস দ্যা পিপলকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটার কিছু আগে র‍্যাবের একটি দল লালখান বাজার মাদরাসা ঘেরাও করে। পরে মাদরাসার উত্তরপাশে ইফতা বিভাগের নিচে হারুন ইজহারের বাসা ঘেরাও করে তাকে বের করে নিয়ে আসা হয়।

উনার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনের লোকেরা গ্রেফতার করতে এসে সরাসরি উনার বাসার একদম ভেতরে ঢুকে পড়ে। উনার পর্দানশীন আহলিয়াকে বোরকা পড়ার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। এমনকি হারুন ইযহার সাহেব বাসায় যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই নিয়ে যেতে চায়। পাঞ্জাবীটাও পড়তে দিতে চায় নি।
নিয়ে যাওয়ার সময় হারুন ইযহার সাহেবের ট্যাব সহ যাবতীয় ডিভাইস দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকে। উনার আহলিয়া দিতে না চাইলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।
শায়েখের বড় ছেলে আম্মার এসে পুলিশের পায়ে পড়ে বলে, "আব্বা তিন বছর জেলে কষ্ট করেছেন। উনি এখন জামিনে আছেন। এভাবে তাকে নিয়ে যাবেন না"। র্যাব আম্মারকে লাথি মেরে ফেলে দেয়।
ছোট ছেলে আইমান সামনে এসে দাড়ালে তাকে এত জোরে থাপ্পড় মারে যে তার চশমা বাকা হয়ে যায়।

জামিনে থাকা একজন ব্যক্তিকে কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া প্রশাসন এভাবে গ্রেফতার করতে পারে কিনা সে প্রশ্ন তোলার পরিবেশও আমাদের দেশে নেই। উনি একজন বড় মাপের আলেম। যদি ধরেও নেই হারুন ইযহার সাহেব অপরাধী, এরপরও কি এসব নির্যাতনের বৈধতা দেওয়া যায়? এসবের বিচার কি আল্লাহ করবেন না?

এরকমভাবে প্রশ্ন তুলেছেন সোস্যাল মিডিয়ায় অনেকেই!

সরকার কেমন যেন সাধারণ জনগণের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবেই সংঘর্ষে জড়াতে চাচ্ছে! একে একে সত্যের উপর থাকা সকল আলিমদের টার্গেট করে এগোচ্ছে মাফিয়া হাসিনা সরকার।

এর কারণ হিসেবে মোদির হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের কথাই চলে আসছে সবার আগে।

মধ্যরাতে মুফতি হারুন ইজাহারকে তুলে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসী র‍্যাব

চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুফতি হারুন ইজাহারকে র‍্যাব আটক করেছে বলে জানিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী। তবে র‍্যাবের কাছ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

হারুন ইজহারের ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ ওসমান সাংবাদিকদের জানান, বুধবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে নগরের লালখান বাজার মাদ্রাসা থেকে র‍্যাব তাঁকে আটক করে। তিনি ওই মাদ্রাসার শিক্ষক।

গত ২৬ শে মার্চ কথিত সহিংসতার অভিযোগ তুলে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পটিয়ায় হেফাজতের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দশটি মামলা হয়। এতে প্রায় ছয় হাজার জনকে আসামি করা হয়। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হন প্রায় ৪০ এর অধিক নেতা কর্মী।

---

১২ কেজি গাঁজাসহ পুলিশ এসআই আটক

১২ কেজি গাঁজাসহ পাবনা সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ওছিম উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে পাবনার পুলিশ সুপার তাকে আটক করেন। বুধবার বিষয়টি জানাজানি হয়।

আটককৃত এসআই ওছিম উদ্দিনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

পাবনার পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান জানতে পারে সদর থানার উপ-পরিদর্শক ওছিমের নিকট গাঁজা রয়েছে। পরে সোমবার বিকেলে সদর থানায় গিয়ে এসআই ওছিমের ব্যক্তিগত ক্যাবিনেট থেকে ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

শ্রীলঙ্কায় বোরকা নিষিদ্ধের অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভা জনপরিসরে মুখ ঢেকে রাখা বোরকা পরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। যদিও এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক কুফরি আইনেরও পরিপন্থী হতে পারে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের এক বিশেষজ্ঞ।

মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সভায় জননিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী সারাথ ভিরাসেকারার উত্থাপিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন দেয় ক্যাবিনেট। নিজের ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানায় ভিরাসেকারা।

প্রস্তাবটি এখন অ্যাটর্নি জেনারেলের বিভাগে পাঠানো হবে এবং আইন হিসেবে পাস হতে সংসদে অনুমোদিত হতে হবে। সংসদে আইনটি সহজেই পাস হবে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের দখল রয়েছে সরকারের।

মুসলিম নারীদের ধর্মীয় পোশাক বোরকাকে ভিরাসেকেরা 'ধর্মীয় চরমপন্থার পরিচায়ক' বলে উল্লেখ করেছে।

২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় বোরকা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সরকার।

গত মাসে, শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত সাদ খাত্তাক টুইটারে বলেন, এই নিষিদ্ধকরণ মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত করবে।

জাতিসংঘের ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি আহমেদ শাহেদ এক টুইটার পোস্টে বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক আইন এবং ধর্মীয় মত প্রকাশের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয়।

প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার দেশ শ্রীলঙ্কায় ৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৭০ শতাংশ। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী তামিল রয়েছে ১৫ শতাংশ। এদের অদ্ধিকাংশই হিন্দু।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের শহিদী হামলায় ২৫ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল ইস্তেশহাদী ও বোমা হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ১৫ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ এপ্রিল বুধবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সফল শহিদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের একজন আল্লাহ্ ভীরু সাহসী মুজাহিদ। যার ফলে ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১৩ এরও বেশী সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি আরো জানায়, রাজধানী মোগাদিসুতে প্রিজন গার্ড বাহিনীর সদর দফতরকে লক্ষ্য করে গাড়ি বোমা হামলার মাধ্যমে উক্ত শহিদী অভিযানটি চালানো হয়েছে। ইস্তেশহাদী মুজাহিদ এমন সময় বিস্ফোরণ ঘটান, যখন সদর দপ্তর প্রান্তরে সেনাবাহিনীর বৈঠক চলছিল।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্য অনুযায়ী, এদিন বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহদ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্

২৮শে এপ্রিল, ২০২১

ভিক্টোরি ফোর্স-২ শিরোনামে সামরিক মহড়ার ভিডিও প্রকাশ করল তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক কমিশন কর্তৃক তালেবানদের অফিসিয়াল আল-হিজরাহ স্টুডিও প্রকাশ করল সর্বাধিক উৎসাহমূলক সামরিক মহড়ার নতুন ভিডিও। 'ভিক্টোরি ফোর্স-২' (বিজয় বাহিনী) শিরোনামে এই ভিডিওটি ৩৯:১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এর আগে গত বছরের অক্টোবর মাসে এই সিরিজের ৪১ মিনিটের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করেছিল 'মানবাউল-জিহাদ স্টুডিও'।

ইংরেজি সাবটাইটেলে পুশ্তুভাষী নতুন প্রকাশিত ৩৯ মিনিটেরও অধিক সময় যাবৎ চলা দীর্ঘ এই ভিডিওটিতে তালিবান কর্তৃক (আল-ফাতাহ্ সামরিক ক্যাম্প) পরিচালিত সেরা সামরিক অনুশীলন ও উন্নত সামরিক মহড়ার হৃদয় প্রশান্তিকর দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছে। ভিডিওটিতে এমন কিছু সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে, যা তালেবানদের সামরিক মহড়ায় এর আগে কখনও দেখানো হয়নি। এক বাক্যে বলা যায়, ভিডিওটি তালেবান যোদ্ধাদের কঠোর অনুশীলনের নতুন সংস্করণ।

https://alfirdaws.org/2021/04/28/48862/

উসমান বাতুরঃ আলতাই পর্বতমালার ঈগল

উসমান বাতুরকে গ্রেফতারের ৭০ বছর পার হলো কয়েকদিন পূর্বে। ১৯৫১ সালের ২৮ এপ্রিল, ঔপনিবেশিক রাশিয়া ও পূর্ব তূর্কিস্তানে স্বৈরাচারী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা কাজাক মুসলিম বীর উসমান বাতুরকে চীনা প্রশাসন গ্রেফতার করে।

মুসলিম এই ঈগলের প্রকৃত নাম উসমান ইসলামগ্লু। অদম্য সাহসিতার দরুন মানুষ তাকে "উসমান বাতুর" বলেই ডাকতে বেশি ভালোবাসত! "বাতুর" শব্দের অর্থ "সাহসী / বীর"

কাজাকের আলতাই অঞ্চলের কোকতোগায় এর অন্তর্গত ওংদিরকারায় এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে ১৮৯৯ সালে উসমান বাতুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজাখ আইতুভগান গোত্রের। তার পিতা ছিলেন ইসলাম বে। তার শৈশব কেটেছে দ্বীনি পড়ালেখা করে। যুবক বয়সে তিনি বোকে বাতুর নামের এক উস্তাদের কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করেন। পাশাপাশি তিনি ঘোড়সওয়ারি এবং মার্শাল আর্টেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার, অভিজ্ঞ শিকারি এবং সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ এক টগবগে তরুণ।

মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর উপর ঔপনিবেশিক রাশিয়া আর চীনের আগ্রাসন ছোটবেলা থেকেই উসমানের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটে। তিনি বেশ কয়েকবার চীনা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ছোটো-বড় আন্দোলনে অংশ নেন।মধ্য এশিয়ার বিস্তৃর্ণ আলতাই পর্বতমালা ও পূর্ব তূর্কিস্তানের মজলুম মুসলিমদের অধিকার আদায়ের লক্ষে ১৯১১ সালে শ্বেত ভল্লুক রাশিয়া আর চাইনিজদের বিরুদ্ধে তিনি পর্বতসম প্রতিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার ৩ ছেলে শারদিমান, নিয়ামতউল্লাহ ও নবী তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৪১ সালে রুশ ভল্লুকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেন। আলতাই পর্বতমালায় খনিজ সম্পদ লুট করতে আসা রুশদের উপর ১৯৪১ সালের ১০ মে ওসমান বাতুর তাঁর সাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক রাশিয়ানদের সেদিন গুলি করে হত্যা করা হয়। একদিকে চীনা, অপরদিকে রাশিয়ানরা অনেক সামরিক চাপ প্রয়োগ করা স্বত্বেও উসমানদের আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। ১৯৪২ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ এর এপ্রিলের মধ্যে উসমানের নেতৃত্বে চীনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযান চালানো হয়, যার ফলে চীন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। না পেরে চীন উসমানের দ্বিতীয় স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৫ কন্যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এরপর তার একমাত্র ভাই দেলিলহান ইসলামোগ্লু কে ১৯৪২ সালে শহীদ করে দেয়।

১৯৪৩ সালের ২২ই জুলাই বুলগুনের একটি অনুষ্ঠানে উসমান বাতুরকে আলতাই কাজাকের মজলুম জনগণের শাসক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তারপর আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। মুসলিম ভূমি উদ্ধারের অদম্য স্পৃহা তাকে প্রচন্ড আন্দোলিত করতে থাকে। মজলুমদের অধিকার ফিরিয়ে আনার বাসনায় ছুটে চলা দিগ্বিজয়ী উসমান ১৯৪৫ সালে হাতে গোনা কয়েকটি শহর ব্যতীত সমগ্র পূর্ব তূর্কিস্তানকে চাইনিজ দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে দখলদার চাইনিজরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। উসমান বাতুরের বিজয়াভিযান রুখতে তারা উক্ত অঞ্চলে সদলবলে অভিযান চালায়।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আর অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণের ফলে অবশেষে ১৯৫১ সালে চাইনিজরা কানাম্বালে উসমান বাতুরকে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তারা তাকে গ্রেফতার করে পূর্ব তূর্কিস্তানের উরুমকিতে নিয়ে আসে। পরদিন অর্থাৎ ২৯ শে এপ্রিল ১৯৫১ সালে দখলদার চীনা প্রশাসন উসমান বাতুরকে জনসম্মুখে গুলি করে শহীদ করে দেয়।

আর এর মাধ্যমেই একটি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সূর্য অস্তনমিত হয়ে আসে।

গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে সাহসী বীর উসমান বাতুরের মুখসৃত শেষ উক্তিটি নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহকে আজো প্রেরণা যোগায়ঃ-

"আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি, কিন্তু জেনে রাখো! কিয়ামত অবধি আমার জাতি জিহাদ চালিয়ে যাবে।"

.

উল্লেখ্য পূর্ব তুর্কিস্থানের মুসলিমদের উপর কমিউনিস্ট চায়নার অত্যাচার নির্যাতন এখনো অব্যাহত রয়েছে। ইসলামের উপর ক্র্যাকডাওন চালাচ্ছে চীন সরকার। পূর্ব তুর্কিস্থানের জনসংখ্যা আড়াই কোটির মতো। এরমধ্যে প্রায় ৩০ লাখ মুসলিমকে চীন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। গণধর্ষণ, শুকূরের মাংস খেতে বাধ্য করা, মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট, অত্যাচার- নির্যাতন, আল্লাহকে গালি দিতে বাধ্য করা, ব্রেইনওয়াশ ইত্যাদি ক্যাম্পে বন্দী মুসলিমদের নিত্য সঙ্গী। শিশুদেরকে তাদের বাবা মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে নাস্তিক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। রোযা রাখা, পর্দা করা, দাড়ি রাখা, কুরআনের কপি রাখা এমনকি সালাম দেবার মতো নিরীহ আমলও নিষিদ্ধ করেছে চীন সরকার। অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করছে, উইঘুরদের শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করছে, উইঘুরদের জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করছে। উইঘুরদের বাড়িগুলোতে প্রায় ১০ লক্ষ এজেন্ট পাঠিয়েছে চীন সরকার। এরা উইঘুরদের সাথে আত্মীয় পরিচয়ে থাকে। রাতে উইঘুর নারীদেরকে বাধ্য করে এক বিছানায় থাকতে। চীন সরকার উইঘুর মুসলিমদের নাম নিশানা মুছে দিতে চাইছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সৌদি আরব, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ একাজে চীনকে সহায়তা করছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও নীরবতা বজায় রেখেছে। পূর্ব তুর্কিস্থানের অসহায় মুসলিমরা উসমান বাতুরের মতো একজন বীরের পথ চেয়ে রয়েছে। উসমান বাতুরের আজ বড় বেশী প্রয়োজন।

ভারতে অসুস্থ মুসলিম সাংবাদিককে হাসপাতাল বেডে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে অমানবিক নির্যাতন

সিদ্দীক কাপ্পান নামে এক মুসলিম সাংবাদিক গত ৫ ই অক্টোবর, ২০২০ উত্তরপ্রদেশের ধর্ষিত এক নারীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের তোপের মুখে পড়েন। সিদ্দীক ১৯ বছর বয়সী ঐ দলিত নারীর পরিবারের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, যে কিনা যোগী রাজ্যে ৪ জন ঠাকুর কর্তৃক দলগতভাবে ধর্ষিত হয়েছিল। এসময় সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের পালিত পুলিশ বাহিনী এসে তাকে গ্রেফতার করে।

ভারতের কেলারা রাজ্যের প্রশংসিত সাংবাদিক সিদ্দীক কাপ্পানকে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের দায়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

সিদ্দীক কারাগারে থাকাকালীন সময়ে মালাউনদের অত্যাচারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে টেস্টের মাধ্যমে তার করোনা আক্রান্তের বিষয় ধরা পড়ে। (সিদ্দীকের দেহে করোনা ভাইরাস ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে নাকি কারাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অন্য কয়েদি থেকে উনার সংক্রমণ হয়েছে, প্রকৃত তথ্য আল্লাহু আলাম।)

গত ৬ই অক্টোবর সিদ্দীকের মুক্তি চেয়ে দায়ের করা পিটিশনটি ৭ বার বিচারিক তালিকাভুক্ত থাকার পরেও বিদ্বেষী ভারতীয় আদালত অন্তত ৬ মাসের জন্য মামলাটি ঝুলিয়ে রেখেছে।

করোনায় আক্রান্ত মুমূর্ষু এই সাংবাদিক উনার স্ত্রী রায়হানা সিদ্দীককে অন্যের মোবাইল থেকে ফোন করে জানান,"হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে টয়লেটে যেতে দিচ্ছে না। তাকে হাসপাতালের বেডের সাথে হাতকড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, নড়াচড়া করার কোন অনুমতি নেই। হাসপাতালের বেডেই প্লাস্টিকের বোতলে তিনি প্রসাব করছেন।"

বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যখন করোনায় বিধ্বস্ত ভারতের প্রতি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখনো করোনায় মৃত্যুপুরী ভারতে মুসলিম নির্যাতন থেমে নেই। বরং করোনা কালে হিন্দুত্ববাদী ভারতে ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম নির্যাতনের হার বহুগুণে বেড়েছে।

কথিত "লাভ জিহাদের" নামে মুসলিম যুবকদের নির্যাতন, চুরির গুজব রটিয়ে মুসলিম নিধন, গো-মাংস বহনের ধোঁয়াশা তুলে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা, মুসলিমদের জোড়পূর্বক শিরকি বাক্য "জয় শ্রী রাম" বলানোর পাশাপাশি করোনায় যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কৌশল।

করোনার অজুহাতে আইন করে মসজিদ-মাদ্রাসাসহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া, মুসল্লীদের একত্রে নামাজ পড়তে বাঁধা দেয়া, মুসলিম ব্যবসায়ীদের হিন্দু এলাকায় ব্যবসা করতে না দেয়া ও ঠুনকো অজুহাতে মুসলিমদের প্রহার করা এখন ভারত জুড়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার!

মোদির পরিবারে করোনা: মারা গেল চাচি

করোনাভাইরাস এবার থাবা মেরেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিবারে। ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে তার চাচি।

মঙ্গলবার (২৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। গুজরাটের আহমেদাবাদের নিউ রনিপ এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকত মোদির কাকিমা নর্মদাবেন (৮০)। দিন কয়েক আগে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হল তার। নরেন্দ্র মোদির ছোট ভাই প্রহ্লাদ মোদি জানায়, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর কাকিমা নর্মদাবেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

১০ দিন আগে তাকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই আজ তার মৃত্যু হল। মার্চের গোড়া থেকেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে গোটা ভারতে। হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ।

চিন্তা বাড়ছে সুস্থতা নিয়েও। অক্সিজেনের অভাবে হাহাকার করছে ভারত। হাসপাতালে খালি নেই বেডও। কোথাও কোথাও লাশ নিতে এ্যাম্বুলেন্সও পাচ্ছেন না স্বজনরা, বাধ্য হয়েই মোটর সাইকেল বা অন্য মাধ্যমে মৃতের লাশ নিয়ে যাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতির জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের দূরদর্শিতার অভাবকেই দায়ী করছেন অনেকে। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

২৭শে এপ্রিল, ২০২১

সরকারের অসহযোগিতার ফলে ক্রেতা নেই বিপণিবিতানগুলোতে

চলমান কথিত বিধিনিষেধে দোকানপাট-শপিং মল খোলা থাকছে রাত আটটা পর্যন্ত। এ নির্দেশনায় সোমবার সন্ধ্যায় ইফতারের পরেই রাজধানীর শপিং মল-মার্কেটগুলোতে ক্রেতার ভিড় একেবারেই কম ছিল। ব্যবসায়ীরা বলছেন, গণপরিবহন কম থাকায় ক্রেতারা মার্কেটে আসতে পারছেন না।

সোমবার সন্ধ্যার পর রাজধানীর নিউমার্কেট, গাউছিয়া, চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট ও বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স ঘুরে দেখা গেছে, কোনো মার্কেটেই ক্রেতাদের ভিড় নেই। রাত আটটার পর দোকানগুলোর ঝাঁপি নেমে যায়। অধিকাংশ দোকানেই সন্ধ্যার পর বেচাকেনা হয়নি বলে জানিয়েছেন দোকানিরা।

নিউমার্কেটে কসমেটিকসের দোকান আছে আবুল কাশেমের। সন্ধ্যার পর থেকে দোকানে একদমই ক্রেতা নেই উল্লেখ করে তিনি বললেন, গণপরিবহন চালু না থাকায় মানুষ মার্কেটে আসতে পারছে না। কিছু মানুষ রিকশা করে অবশ্য আসছে। তবে বেচাকেনা একদমই হচ্ছে না। সন্ধ্যায় কিছু না বিক্রি করেই দোকান বন্ধ করতে হয়েছে তাঁকে।

নিউমার্কেটের ভেতরে নিচতলায় ক্রেতা একেবারেই কম ছিল। তবে নিউ সুপার মার্কেটের (দক্ষিণ) ভবনের দোতলা ও তিনতলার কয়েকটি দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল। এই ভবনের একটি শার্ট ও টি–শার্টের

দোকানি মো. আলামিন প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যায় ইফতারের পর তিনি দুটি শার্ট বিক্রি করতে পেরেছেন। এভাবে বিক্রি হলে তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়বেন।

জানতে চাইলে নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দেওয়ান আমিনুল ইসলাম বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী রাত আটটা পর্যন্ত বিপণিবিতান খোলা রাখা হচ্ছে। তবে বিপণিবিতানে বেচাকেনা একদমই ধীরগতিতে চলছে। এ কারণেই হয়তো মানুষ বিপণিবিতানে কম আসছে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কথিত বিধিনিষেধের কারণে ৫ এপ্রিল দোকানপাট-বিপণিবিতান বন্ধ হয়ে যায়। পরে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে বৈশাখের বিক্রির জন্য ৯ এপ্রিল থেকে সীমিত পরিসরে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলতে বাধ্য করা হয়। সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচ পর্যন্ত দোকানপাট ও বিপণিবিতান চালু আছে। তবে ১৪ এপ্রিল তা বন্ধ হয়ে যায় সরকারি নির্দেশনায়।

পরে ব্যবসায়ীদের আবারও প্রতিবাদের মুখে গত রোববার থেকে সারা দেশে দোকানপাট ও শপিং মলগুলো চালু হয়। সেদিন রাতেই ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজধানীতে শপিং মল–দোকানপাট রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। পরে প্রজ্ঞাপন হয়, রাত আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা যাবে।

নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে গাউছিয়া মার্কেটে এসে দেখা যায়, নিচতলার দোকানগুলোতে ক্রেতাদের কিছুটা ভিড় আছে। তবে মার্কেটের ভেতরের দোকানগুলোতে একদমই ক্রেতার আনাগোনা নেই। দোকানিরা চুপচাপ বসে আছেন।
গাউছিয়া মার্কেট, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট–সংলগ্ন ফুটপাতে অবশ্য ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল। গাউছিয়া মার্কেটের সামনের সড়কে ফুটপাতে চাদর বিক্রি করছিলেন ২৬ বছর বয়সী মো. রাজু। তিনি জানান, ক্রেতার সংখ্যা একেবারেই কম। তবে তিনি সন্ধ্যার পর দুটি চাদর বিক্রি করতে পেরেছেন। সাড়ে আটটার পর তিনিও বেচাকেনা গুটিয়ে ফেলেন।

রোজার মাসে সাধারণত মার্কেটে এক দিনে প্রায় এক লাখ দর্শনার্থী আসে। সে তুলনায় আজ মার্কেটে অনেক কম দর্শনার্থী এসেছে।

প্রথম আলো

টাঙ্গাইল থেকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হেফাজত ইসলামের নেতা

মিথ্যা মামলায় হেফাজতে ইসলামের নেতা নোমানি ইসলাম হুজুরকে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে হিন্দুত্ববাদী মাফিয়া বাহিনীর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। নুরুল ইসলাম নোমানি হুজুরকে গতকাল সোমবার রাতে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঢাকার ভাষানটেক এলাকার একটি জামে মসজিদের খতিব।

ডিবির মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার মো. আসাদুজ্জামান রিপনের মতে, নুরুল ইসলাম হুজুর ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনার ও সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের প্রতিবাদে সহিংস বিক্ষোভের ঘটনার মতিঝিল থানার মামলার আসামি।

তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে রিপন জানায়। সে জানায়, নুরুল ইসলাম হুজুর হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় না ঢাকা মহানগরের নেতা সে বিষয়েও জানা হচ্ছে। প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের ভিক্টোরি ফোর্স-২ এর আকর্ষণীয় দৃশ্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে আল-হিজরাহ স্টুডিও কর্তৃক Victorious Force 2 (বিজয় বাহিনী-২) শিরোনামে আকর্ষণীয় একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিডিওটিতে তালেবান মুজাহিদদের আশ্চর্যজনক এবং নজরকাড়া মহড়া এবং দুর্লভ সামরিক প্রশিক্ষণ দেখানো হয়েছে।

ভিডিওটির আকর্ষণীয় কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/04/27/48840/

মালি | মুজাহিদদের হামলায় জাতিসংঘের ৩ এরও বেশি সৈন্য গুরুতর আহত

মালি উত্তরাঞ্চলে ক্রুসেডার জাতিসংঘের সামরিক ঘাঁটিতে রকেট হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা, এতে ৩ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বামাকো নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গত রবিবার, দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় টেসালিট শহরে কুফফার জাতিসংঘের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী রকেট হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন। এতে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী মিশনের ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা।

মালিতে ইউএন (UN) মিশনের মুখপাত্র (মিনুসমা) বলেছে, উত্তর মালির টেসালিট শহরে গত রবিবার বিকেলে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার সময় সেখানে মালিয়ান সেনা, জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং ক্রুসেডার ফরাসি সৈন্যরা অবস্থান করছিল। সেনাদের জাতীয়তা প্রকাশ না করে মুখপাত্র যোগ করেছে, উক্ত হামলায় জাতিসংঘের ৩ শান্তিরক্ষী "গুরুতর আহত" হয়েছে। যাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

টেসালিটের একজন স্থানীয় বাসিন্দার বরাত দিয়ে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম আরো জানায় যে, শিবিরটিতে বেশ কিছু ভারি রকেট হামলা চালানো হয়েছিল। যার ফলে ঘাঁটির অনেক স্থানই আগুনে পুড়ে গেছে। এসময় চাদিয়ান সেনাদের ব্যারাকেও আগুন লাগতে দেখা গেছে। তার ভাষ্যমতে, জাতিসংঘ হতাহতের যেই সংখ্যা প্রকাশ করেছে এটিকে আমি সম্পূর্ণ সঠিক মনে করিনা। এখানে হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও বাজোর এজেন্সীতে মুরতাদ সেনাদের বিরুদ্ধে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং অপর ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইটার বার্তায় জানান, গত সোমবার উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন-তাল অঞ্চলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত এবং অপর এক সৈন্য আহত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, কিছুদিন আগে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ বাহিনী কর্তৃক শহীদ হওয়া মুজাহিদ শহিদ জসিম (রহঃ)র প্রতিশোধ নিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।

খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ আরো জানান, এদিন বাজোর এজেন্সির লুই মুম্যান্ড সীমান্ত এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা সদস্যকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় উক্ত মুরতাদ সৈন্য। আলহামদুলিল্লাহ

মালি | সরকারের পালিত সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর আল-কায়েদার হামলা, অস্ত্র ও মোটরসাইকেল গনিমত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ও যেসব অঞ্চলে তাদের প্রভাব রয়েছে, সেসব অঞ্চলের শান্তি ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু অভিযান চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সম্প্রতি মালিতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর হামলা চালাতে শুরু করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। হামলার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, সেসব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো জনসাধারণকে হয়রানী

করে। তাদের মালামাল লুণ্ঠন করে। নিরপরাধ মানুষকে হত্যার মত জঘণ্যতম কাজের সাথে যুক্ত। তাই এসব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকেই টার্গেট করে মুজাহিদগণ হামলা চালাচ্ছেন।

এরই ধারবাহিকতায় মালির সেগু রাজ্যের ফারাবুগু গ্রামে "ডোযো" সন্ত্রাসী গ্রুপের উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর মুজাহিদীনরা। এসময় মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী গ্রুপটি থেকে অনেকগুলো স্থানীয় শটগান, শিকারী বন্দুক, গুলি এবং ৭টি মোটরসাইকেল গণিমত লাভ করেছেন।

ডোযো নামক সন্ত্রাসী গ্রুপটি উত্তর আইভোরি-কোস্ট, মালির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও বুরকিনা ফাসোতে বসবাস করে থাকে। পূর্বে এদের পরিচয় শুধু শিকারি হলেও মালিতে ২০১৭ সাল থেকে এরা মুরতাদ সরকারের সাথে যোগ দেয় এবং সরকার এদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে মালির মধ্যাঞ্চলের ওগোসাগো এবং ওয়েলিংগারা গ্রামে ফুলানি গোত্রবাসীর উপর গণহত্যা চালায় ডোযো নামক মুরতাদ সরকারের পোষা এই সন্ত্রাসী বাহিনী। তাদের নৃশংস আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারান নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ১৪০ জনের বেশি নিরপরাধ মানুষ।

ক্রুসেডার ফ্রান্স ও মালি সরকার মুজাহিদদের সাথে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে না পেরে বর্তমানে মুজাহিদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ও মুজাহিদ সমর্থক নিরপরাধ মুসলিমদের শহিদ করতে এসব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করছে।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে ফান্স ও তাদের গোলাম সরকার। মূলত এজন্যই বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর উপর প্রায়ই আক্রমণ করে থাকেন জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের জানবায মুজাহিদীনরা।

https://ibb.co/VNRsLDY

https://ibb.co/CBKSBmT
https://ibb.co/rbFxMMK
https://ibb.co/3RD1tT8
https://ibb.co/Y0Zh98N

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের একাধিক হামলায় ১২৭ কাবুল সৈন্য হতাহত

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এতে ১২৭ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

তালেবান কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ মার্চ সকাল ৯:৪৫ মিনিটের সময়, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদগণ উরুজান প্রদেশের দেরাদুন জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অত্যাচারী কমান্ডার 'শের আঘা'র অধীনস্থ একটি চেকপোস্টে হালকা ও ভারী লেজার অস্ত্র দিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ অল্প সময়ের মধ্যেই চেকপোস্টটি বিজয় করেন, হত্যা করেন ৬ সৈন্যকে, আহত হয় আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও অভিযান শেষে শের-আঘাকে আহত অবস্থায় মুজাহিদগণ জীবিত বন্দি করেছেন।

তবে এই অভিযানে দুজন মুজাহিদ ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। اناالله وانااليه راجعون

এদিন খোস্ত প্রদেশের নাদিরশাহ জেলাতেও মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ২টি পোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৬ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে লোঘার প্রদেশের মুহাম্মদ আগা ও জাহেদাবাদ এলাকায় দুপুর ২ টা ও বিকাল ৫ টায় , মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের বিরুদ্ধে আরো ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ও অনেক সরঞ্জামাদি।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেলা বলখ ও আলম-খাইল এলাকায় দুপুর বেলা ও বিকাল বেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে ৩ কমান্ডারসহ ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১৫ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক।

এদিকে রাজধানী কাবুলের দেহ-সাবাজ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের গুপ্তচর নেটওয়ার্কের চতুর্থ বিভাগের কয়েকটি গাড়িতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে গোয়েন্দা সদস্যদের ৩টি গাড়ি ধ্বংস এবং ১০ এরও অধিক গোয়েন্দা সদস্য হতাহত হয়েছে।

বেলা তিনটায় রাজধানীর মুসাহী জেলা ও কারবাগ জেলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি চেকপোস্টে কমান্ডারদের টার্গেট করে সফল ড্রোন হামলাও চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৩ কমান্ডারসহ বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এর আগে ভোর ৬টায় হেরাত প্রদেশের দায়াদি ও আবদুল গনী এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হাতে ২ সৈন্য বন্দী হওয়া ছাড়াও ৪ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে এদিন দুপুর ১২টায় গজনী প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর ও দাহ-এক এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এতে ৫ সৈন্য নিহত এবং ৪ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে এদিন নানগারহার, বদাখশান, লাগমান ও জাউজান প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ প্রতিটি অভিযান শেষেই মুরতাদ বাহিনী থেকে বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেছেন।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় বেশ কিছু সন্ত্রাসী মিলিশিয়া নিহত, ১০টি মোটরবাইক গনিমত

আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি রাজ্যে একটি স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়া গ্রুপের উপর বাধ্য হয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে বেশ কিছু সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। মুজাহিদগণ জব্দ করেছেন অনেক অস্ত্র ও মোটরবাইক।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, মালির মোপ্তি প্রদেশের বানদিয়াগারা অঞ্চলে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী "দান-না-আমবাসাগোউ" মিলিশিয়ার আস্তানায় বাধ্য হয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের মুজাহিদীনগণ। এসময় বেশ কিছু মিলিশিয়া নিহত হওয়ার পাশাপাশি মুজাহিদগণ অনেকগুলো মোটরসাইকেল ও বিভিন্ন মডেলের অস্ত্র এবং গুলি গণিমত লাভ করেছেন।

এই মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যরা প্রায়ই অন্যান্য নিরপরাধ মুসলিম গোত্রগুলোর উপর আক্রমণ করে জানমালের ক্ষতিসাধন করে। এজন্য মুজাহিদীনরা বিভিন্ন সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে এদের উপর আক্রমণ করে থাকেন। এসব মিলিশিয়ারা বন-জঙ্গলে শিকার করে এবং ডাকাতি ও লুটতরাজ করে।

আঞ্চলিক বিশ্লেষকদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, ২৩শে এপ্রিল মধ্যরাতে বানদিয়াগারা অঞ্চলের জোমবোলো কানডা গ্রামে দান-না-আমবাসাগোউ এর একটি আস্তানায় এই হামলা চালান মুজাহিদীনরা। তাদের পরিকল্পিত আক্রমণে অল্প সময়েই ৩ সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

মুজাহিদ সমর্থক একাউন্টগুলোর রিলিজ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রায় ৮-১০টি মোটরসাইকেল, Zastava-M70 মডেলের রাইফেল এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি শিকারের রাইফেল গণিমত লাভ করেছেন মুজাহিদীনরা।

https://ibb.co/C8DLQYM
https://ibb.co/FqwVDK4
https://ibb.co/qr54DK5
https://ibb.co/LRq5mB4

২৬শে এপ্রিল, ২০২১

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বাড়ি ভাঙচুর করে আটক চেয়ারম্যান-মেম্বার

বাড়িঘর ভাঙচুর ও প্রতিপক্ষের লোকজনকে মারধর করে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা বিআরডিবির চেয়ারম্যান ও এক ইউপি সদস্য ধরা খেয়েছে।

থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ এপ্রিল রাতে বোয়ালমারী উপজেলা বিআরডিবির চেয়ারম্যান, ময়না ইউনিয়নের বানিয়াড়ী গ্রামের বাসিন্দা নবীর হোসেন চুন্নু (৫০) ও ময়না ইউনিয়ন ৫নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. জামাল মোল্যার (৪৫) নেতৃত্বে তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়াড়ী গ্রামের পান্নু শেখ, নওশের শেখসহ ৬টি বসতবাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে তাদের লোকজনদের মারধর করে। এ ঘটনায় রবিবার পান্নু শেখ বাদী হয়ে নবীর হোসেন চুন্নুকে ১নম্বর ও মো. জামাল মোল্লাকে ২নম্বর আসামি করে ২৫ জনের নামে মারামারি ও ঘরবাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন।

সোমবার দুপুরে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক আক্কাচ আলী বলেন, বাড়ি ঘরে হামলা ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। মারামারি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ময়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির মো. সেলিম বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বানিয়াড়ী গ্রামে দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে। চেষ্টা করেছিলাম মীমাংসা করে দেওয়ার শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। পরে এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। কালের কণ্ঠ

শহীদবাড়িয়ায় হেফাজতের সহকারী প্রচার সম্পাদক গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘটনায় জড়িত থাকার কথা বলে হেফাজতে ইসলামের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে আওয়ামী পুলিশ। তিনি হলেন, সংগঠনটির সহকারী প্রচার সম্পাদক মুফতি জাকারিয়া। রবিবার (২৫ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার জাতীয় বীর আব্দুল কুদ্দুস মাখন পৌর মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জুলুমের প্রতিবাদের ঘটনায় প্রথম হেফাজতের কোনো পদধারী নেতাকে গ্রেপ্তার করায় ঘটনায় বিষয়টি নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে ইসলাম বিরোধী মহলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মো. রইছ উদ্দিন গ্রেপ্তারের বিষয়টি সাংবাদিকদেরকে নিশ্চিত করেছেন। সে জানায়, রাতে জেলা মুরতাদ পুলিশের বিশেষ একটি অভিযানিক দল জাকারিয়া হুজুরকে গ্রেপ্তার করে। গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত চালানো কথিত তাণ্ডবের ঘটনায় তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানায় সে।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের ঘটনায় মোট ৫৬টি মামলা দায়ের হয়। মামলাগুলোতে এজহারনামীয় আসামি ৪১৪ জন আর অজ্ঞাতনামা আসামি ৩৫ হাজারেরও বেশি। গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৬০ জন। কালের কণ্ঠ

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালেবানের তীব্র হামলা, হতাহত ৪ এরও বেশি

পাকিস্তানের দুটি পৃথক অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যার একেটিতেই ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহতের ধারণা করা হচ্ছে।

তেহরিক-ই-তালেবান সমর্থক টুইটার একাউন্টগুলো থেকে জানা গেছে, গত ২৫ মার্চ, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের টিটি মাদাখাইল এলাকায়, মুরতাদ বাহিনীর কনজাক পোস্টের জন্য পণ্য সরবরাহকারী ৪ মুরতাদ সৈন্যকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলস্বরূপ ৪ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানায় মুজাহিদ সমর্থক একাউন্টগুলো।

একইদিন পাকিস্তানের দির জেলার খারিকক-সার এলাকায় মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি চৌকিতে গেরিলা হামলা চালানোর কথাও জানায় টিটিপি সমর্থকরা। এতে বেশ কিছু মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে বলেও জানান।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় জাতিসংঘের ২ চাদিয়ান সৈন্য গুরুতর আহত

মালি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই মুজাহিদদের একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছে মুরতাদ চাদিয়ান বাহিনী। হতাহত হচ্ছে ডজন ডজন সৈন্য।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৫ মার্চ বিকাল ৫টার সময়, মালির কাইদাল রাজ্যের তাইসালীত এলাকায় ক্রুসেডার জাতিসংঘের মিনোসুমা সামরিক জোটের অংশীদার মুরতাদ চাদিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলায় তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

মুরতাদ চাদিয়ান সামরিক বাহিনী দাবি করছে যে, এতে তাদের ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। তবে আঞ্চলিক সূত্র বলছে, হতাহতের এই সংখ্যা অনেক বেশি। যুদ্ধে নিজেদের লাঞ্চনাকর পরাজয় ঢাকতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের মত চাদের সামরিক বাহিনীও হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করতে শুরু করেছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, তাইসালীত মুরতাদ চাদিয়ান বাহিনীর উক্ত সামরিক কাফেলাকে টার্গেট করে প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ অভিযান চালিয়েছে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে সামরিক যান থেকে একবারের জন্যেও বের হয়নি। লড়াইয়ের পুরোটা সময়ই সাঁজোয়া যানের ভিতরেই অবস্থান করছিল মুরতাদ বাহিনী, যতক্ষণ না যুদ্ধের ময়দান থেকে তারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়।

ফটো রিপোর্ট | শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে পবিত্র কোরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

হারাকাতুশ শাবাবের মিডিয়া শাখা 'আল-কাতায়েব ফাউন্ডেশন' মাহে রমজান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পবিত্র কোরআনুল কারীমের ধারাবাহিক প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেছে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে অংশগ্রহণ করেছে ১-১০ তম পারা মুখস্তকারী ছাত্ররা। দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করেছে ১-১৫ তম পারা হিফজকারী ছাত্ররা।

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই খুবই তারতিলের সাথে হৃদয় জোড়ানো কণ্ঠে কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

কোরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/04/26/48808/

ফটো রিপোর্ট | বা'দাউইন বিজয়ের প্রথম সপ্তাহতেই ৬০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিল আশ-শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত বা'দাউইন জেলায় ৬০০ এরও বেশি অভাবী পরিবারকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে।

মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বেও এই জেলাটি নিয়ন্ত্রণ করত সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনী। আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ জেলাটি বিজয়ের মাত্র ১সপ্তাহের মাথায় জেলাটির এই বিপুল সংখ্যক অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন।

বা'দাউইন জেলা ছাড়াও রমজান উপলক্ষ্যে এই সহায়তা পেয়েছেন মাদাক রাজ্যের শাবিলো, জাইদেরি, লাসাগামি, কাইয়াদ এবং বা'দাউইনের আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা।

প্রত্যকটি পরিবারকেই ৩ বস্তা পরিপূর্ণ খাদ্য, তেল, খেজুর ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

নগরীর প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রাথমিক দিনগুলো সত্ত্বেও হারাকাতুশ শাবাব জনগণের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল করে এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। যা হারাকাতুশ শাবাবের খুবই প্রশংসনীয় একটি সিদ্ধান্ত।

হারাকাতুশ শাবাব জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে খাদ্য সহায়তা করে চলছেন।

https://alfirdaws.org/2021/04/26/48802/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২ মেয়র ও তাদের ৩ দেহরক্ষী নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনা অফিসার ও এক মেয়রসহ তাদের ৩ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ এপ্রিল সোমালীয় মুরতাদ সরকারের লাইকু শহরের মেয়রকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে উক্ত মেয়রসহ তার আরো ২ দেহরক্ষী নিহত হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে যে, এই মুরতাদ একজন মেয়র হওয়ার পাশাপাশি ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের একজন উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারও ছিল।

একইদিন জালকায়ু জেলার মেয়র 'উসমান আবদী আদম' কে টার্গেট করেও সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদগণ। এসময় মেয়র অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হয়। অপরদিকে হতাহত হয় তার কয়েকজন দেহরক্ষী।

২৫শে এপ্রিল, ২০২১

আমেরিকায় পুলিশ কর্তৃক ধর্মীয় প্রতিহিংসার শিকার এক কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম, অতঃপর হত্যা

ধর্মীয় স্বাধীনতা আর মানবতার সবক শেখানো পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় মুসলিমরা থাকবে আর ক্রুসেডার রাষ্ট্রদ্বয়ের আক্রোশের শিকার হবে না, তা কী হয়?

বর্ণবাদী আমেরিকা যখন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যা নিয়ে আন্দোলনে মুখরিত, তখন প্রতিহিংসার শিকার আরেক কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম মোহাম্মাদ মুহাইমিনের শোকগাথা ঘটনা কতজনইবা জানে?

৪ই জানুয়ারী ২০১৭, নাগরিক পরিসেবা কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া সহায়সম্বলহীন মোহাম্মদ মুহাইমিন (৪৩) তার পোষা কুকুর নিয়ে পাবলিক টয়লেটের দিকে যাচ্ছিলেন। কেন্দ্রের আধিকারিক এসে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মুহাইমিনের পথরুদ্ধ করে। কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে ৯১১ এ ফোন দিয়ে পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশ এসে সবকিছু মিটমাট করে ও তার সম্পর্কে পুরনো ফাইল ঘাটতে থাকে।

নিষিদ্ধ মারিজুয়ানা ড্রাগ রাখার দায়ে রাজ্য আদালতে প্রমাণে ব্যর্থ মুহাইমিনের নামে ভুয়া একটি ওয়ারেন্ট পুলিশ খুঁজে পায়।

টয়লেট থেকে ফিরলে বিদ্বেষী পুলিশ নতুন ফন্দি আঁটে। ঘটনাটি নাটকীয়ভাবে ভিন্ন খাতে মোড় নেয়। তারা মুহাইমিনের দুই হাত পিছনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয় ও হাটু গেড়ে বসতে আদেশ করে।

বর্ণবাদী তিনজন পুলিশ তাদের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মুহাইমিনের পা ও মেরুদণ্ড চেপে ধরে। আরেকজন পুলিশ হাঁটু দিয়ে মুহাইমিনের মাথা ও ঘাড়ে চাপ দেয়।

মোহাম্মদ মুহাইমিন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। "আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না"- বলে অনুনয় বিনয় করেন।

"দয়া করো আল্লাহ!"- বলে আকুতি জানান।

"আল্লাহ?" "তিনি এখন আর তোকে সাহায্য করবেন না"- মুহাইমিনকে চেপে ধরা এক নির্দয় পুলিশ অফিসার প্রতি উত্তরে বলে উঠে।

কিছুক্ষণ পর নড়াচড়া থেমে যায়! সব নিস্তব্ধ হয়ে উঠে! মুহাইমিনের নিথর দেহ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমেরিকার অন্যতম স্পর্শকাতর ও বেদনাবিধুর এই হত্যাকান্ডটি মিডিয়া সহ সবাই চেপে যায়। অপরদিকে এরিজোনা রাজ্যের ফনিক্স পুলিশ বিভাগ লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেরাই তদন্ত করে দোষী অফিসারদের মুক্ত করে দেয়।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১৪২ এরও বেশি কাবুল সৈন্য হতাহত

ক্রুসেডার আমেরিকা ও কাবুল বাহিনীর চুক্তি লঙ্ঘনের ফলে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে আফগান তালেবান। একদিনেই প্রায় অর্ধশত কাবুল সৈন্য হতাহত।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ এপ্রিল সকাল ১০ টার দিকে গজনী প্রদেশের ওয়াঘাজ জেলার সরবাগ এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সামরিক বাহিনীর অপারেশনাল ফোর্সের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মুজাহিদদের মাত্র ১৭ মিনিটের অপারেশনে মুরতাদ বাহিনীর ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন ২টি সাঁজোয়া যান।

এমনিভাবে কুন্দজ প্রদেশের খান-আবাদ ও ইমাম সাহেব জেলায় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে লোঘার প্রদেশের আরওয়ান্দ জেলাতেও মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে এদিন ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি সাঁজোয়া যান।

এদিকে নানগারহার প্রদেশের খোগিয়ান ও পাচিরাগাম জেলার পৃথক ৩টি এলাকাতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক ৪টি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে ১৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৯ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ২টি রেঞ্জার গাড়ি ও ২টি সাঁজোয়া যান।

এমনিভাবে নাওয়াহ জেলায় সকাল ৬টায় আরো একটি অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যাতে ২টি রেঞ্জার গাড়ি, ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও ২ কমান্ডারসহ ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ২টি ট্যাঙ্কসহ অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

একইভাবে দুপুর ১১টার দিকে তাখার প্রদানের বাঙ্গী জেলায় কাবুল সেনাদের একটি পোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ৯ মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিক এদিন রাজধানী কাবুলের পাগমান ও পাকতিয়া প্রদেশের আহমদাবাদ জেলায় আরো ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে পাকতিয়ায় ৬ সৈন্য নিহত এবং ২ সৈন্য আহত হয়েছে। এমনিভাবে পাগমানে নিহত হয়েছে আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য।

উল্লেখ্য যে, এদিন লাগমান এবং ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশেও আরো ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ৩৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অন্য এক সৈন্য আহত হয়েছে।

খোরাসান | তালেবানের পৃথক দুই হামলায় ৩৯ কাবুল সৈন্য নিহত, ৯টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক ও লাগমান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ৩৮ সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ এপ্রিল সকাল বেলায় ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশ হয়ে ২০০ সেনা সদস্যের একটি কাফেলা জলরেজের দিকে যাচ্ছিল। সামরিক কাফেলাটি প্রদেশের টাকানা এলাকায় পৌঁছলেই মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়। মুজাহিদগণ দু'দিক থেকে কাবুল সৈন্যদের টার্গেট করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন।

যার ফলে ঘটনাস্থলেই ৩ কমান্ডারসহ স্পেশাল ফোর্সের ২৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। এসময় মুজাহিদগণ ধ্বংস করতে সক্ষম হন মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্কসহ অনেক সরঞ্জামাদি।

এদিন লাগমান প্রদেশের আলিশাং জেলায় কাবুল সৈন্যদের একটি পোস্টেও হামলা চালান। যার ফলে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর ১ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ৬টি ট্যাঙ্ক।

ক্রুসেডার বাহিনীর উপর শাবাব মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের ভিডিও প্রকাশ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল আল-কাতাইব মিডিয়া ফাউন্ডেশন 'মুজাহিদদের আখলাক' শিরোনামে প্রকাশিত ভিডিওটির দ্বিতীয় পর্বও সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। প্রায় আধা ঘন্টার এই ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাবেন কিনিয়ায় ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত ৬টি অভিযান ও সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ৩টি অভিযানের ভিডিও চিত্র।

ভিডিওটিতে আপনারা আরো দেখবেন অভিযানে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী থেকে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমত, গনিমত প্রাপ্ত অস্ত্রের মধ্যে দেখা যাবে সেক্যুলার তুরস্কের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও আরব আমিরাতের সাঁজোয়া যানগুলো। যেগুলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ক্রুসেডার ও মুরতাদ সরকারদের দিয়েছিল মুসলিম নামধারী এসব শাসকরা। এছাড়াও ভিডিওটিতে মুজাহিদদের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/04/25/48785/

চীন সরকারের ভয়ে রোজা রাখতে পারছেন না উইঘুর মুসলিমরা

চীনের জিনজিয়াং এর উইঘুর অঞ্চলে পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমদের রোজা রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল আগেই। পরে লোক দেখানোভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। বর্তমানে অঞ্চলটিতে মুসলিমরা রোজা রাখতে পারছেন না। কারণ চীন সরকার মুসলিমদের রোজা পালন করাকে উগ্রপন্থার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই ভয়ে মুসলিমরা রোজা রাখতে পারছেন না।

রেডিও ফ্রি এশিয়ার এক প্রতিবেদনে জানায়, চীন সরকার কর্তৃক আরোপিত ধর্মীয় নিপীড়ন ও বিধিনিষেধের কারণে বছরের পর বছর উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কি মুসলমানদের রমজান পালন করা নিষিদ্ধ ছিল। অঞ্চলটির নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে মসজিদে প্রবেশাধিকার আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রেস্তোঁরাগুলিকে উন্মুক্ত রাখার আদেশ দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উইঘুররা প্রায়শই রমজানের আগে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে তারা ইবাদত করবেন না।

রেডিও ফ্রি এশিয়া সম্প্রতি তোককুযাক (তিউকেজাহেক) জনপদে এক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছে। তিনি বলেন, পর পর তিন বছর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞার পরে ২০২০ সাল থেকে তার অঞ্চলে উপবাসের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি 'হ্রাস' হয়েছিল।

কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট সরকারের নিষেধাজ্ঞা তথাকথিত শিথিলের দাবি সত্ত্বেও একই পুলিশ অফিসার বলেছেন, তার পর থেকে তিনি এখনও কাউকে তার অঞ্চলে রোজা রাখতে দেখেননি।

তিনি বলেন, কেউ রোজা রাখছে এমন অনুভব করিনি। আমি এমন কোনো ব্যক্তির মুখোমুখি হইনি যার সম্পর্কে আমি ভেবেছি যে সে রোজা রাখছে। তারা 'উগ্রবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরায়েল

প্রবীণ ফিলিস্তিনি সাংবাদিক আলা রিমাউইকে গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম 'জিএমডিয়ার' পরিচালকের আটকের প্রতিবাদ করায় গ্রেফতার হোন তিনি।

বুধবার (২১ এপ্রিল) ভোরে প্রচুর ইসরায়েলি সৈন্য রামাল্লায় এ সাংবাদিকের বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে অজানা স্থানে নিয়ে যায়।

রিমাউইকে এর আগে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। সবশেষ ২০১৮ সালে গ্রেফতারের পর শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এ শর্তে মুক্তি পেয়েছিল যে তিনি কয়েক মাস তার বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না বা সাংবাদিকতায় কাজ করবেন না।

বুর্কিনা ফাসো | আল-কায়েদার হামলায় ৪ মুরতাদ সেনা নিহত, গাড়ি ও ৭টি মোটরবাইক গনিমত লাভ

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ বুর্কিনা ফাসোতে দেশটির মুরতাদ ও কুফফার সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদীন, এতে অন্তত৪পক্ষে ৪ সেনা নিহত হয়েছে। হামলার পর পাওয়া গেছে বিপুল পরিমাণ গনিমাহ।

আফ্রিকা ভিত্তিক একাধিক টুইটার একাউন্ট থেকে জানা গেছে, গত ২১শে এপ্রিল বুধবার, বুর্কিনা ফাসোর সানমাতেনগা অঞ্চলের ইরগো এলাকায় একটি সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদীনরা। অভিযানের সময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় সামরিক ক্যাম্পে থাকা ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। এরপর মুজাহিদগণ ক্যাম্পে থাকা অস্ত্র ও যানবাহন জব্দ করে নিয়ে আসেন।

মুজাহিদ সমর্থকদের শেয়ার করা একটি ভিডিও ক্লিপ হতে জানা গেছে, এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ সামরিক ক্যাম্প থেকে ৭টি মোটরবাইক ও একটি জীপগাড়ি গনিমত লাভ করেছেন। এছাড়াও একটি হেভি মেশিনগান, অনেকগুলো একেএম সিরিজের রাইফেল, পিস্তল, আরপিজি ও রকেট শেল, ম্যাগাজিন এবং অনেক গুলি মহান আল্লাহর রহমতে মুজাহিদীনদের হাতে এসেছে। ইনশাআল্লাহ, মুজাহিদগণ এসব গনিমাহ ইসলামের দুশমনদের উপর ব্যবহার করে তাদের বড় থেকে বড় ক্ষতিসাধন করবেন এবং পশ্চিম আফ্রিকার ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়কে তরান্বিত করবেন।

https://ibb.co/KGyQm9B

https://ibb.co/kXQsVjv
https://ibb.co/5kjqHQ6
https://ibb.co/zxyQw82
https://ibb.co/Jn33HW1

ফটো রিপোর্ট | কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করছে তালেবানদের কৃষি মন্ত্রণালয়

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কৃষি মন্ত্রণালয়, তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের ময়দানে-ওয়ার্দাক প্রদেশের নারাখ জেলার আটশত (৮০০) কৃষক পরিবারকে রমজান উপলক্ষ্যে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2021/04/25/48768/

২৪শে এপ্রিল, ২০২১

আমেরিকায় আবার মুসলিম-বিদ্বেষী হামলা; এসিডে ঝলসে গেল এক নারী

আমেরিকায় এবার ক্রমবর্ধমান ইসলাম-বিদ্বেষী হামলার শিকার হয়েছেন ২১ বছর বয়সি মুসলিম নারী নাফিয়া ইকরাম। নিউ ইয়র্ক শহরের লং আইল্যান্ড এলাকায় গত ১৭ মার্চ এ হামলার ঘটনা ঘটলেও তা শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ওই দিন নাফিয়া ও তার মা তাদের গাড়ি থেকে নামতে গেল অজ্ঞাত হামলাকারী তার মুখে এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। হোফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নাফিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এসিডে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এ মুসলিম নারীর মুখ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায় এবং তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হন। খবর এবিসি নিউজের।

আমেরিকার মুসলিম মানবাধিকার সংস্থা কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (কেয়ার) এক বিবৃতিতে বলেছে, মুখ, চোখ, ঘাড় ও দুই হাতে পোড়া ক্ষত নিয়ে নাফিয়াকে ১৫ দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। এসিড হামলার সময় এই মুসলিম নারী চিৎকার করলে তার মুখের মধ্যে এসিড ঢুকে গেলে তিনি শ্বাসকষ্টেও ভোগেন। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে তার বাবা ও মা। তারাও হাত ও বাহুতে এসিডে আক্রান্ত হয়।

পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে এখনো ধরতে পারেনি।

জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি-ইহুদি সংঘর্ষ; আহত শতাধিক

পূর্ব জেরুজালেমে পবিত্র রমজান মাসকে ঘিরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের মধ্যেই গতকাল রাতে ইহুদিদের সাথে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে শতাধিক ফিলিস্তিনি আহত এবং ৫০ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় দখলদার ইসরায়েল পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) রাতে এ ঘটনা ঘটে। খবর ওয়াফা নিউজের।

জানা যায়, ফিলিস্তিনিরা আল-আকসায় তারাবিহ নামাজ আদায় করছিলেন। এ সময় ইহুদি জাতীয়তাবাদী দল লেহাভারের অন্তত ৩০০ সদস্য জেরুসালেমে একটি প্রবেশ গেইটে এসে অবস্থান নেয়। গেইটে এসেই ‘আরবদের মৃত্যু চাই’ (Death to the Arabs) 'আরবরা বেড়িয়ে যা' (Arabs get out) বলে স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পাথর ও বোতল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়।

সংঘর্ষটি শেখ জাররাহ, মুসারার, আল-তুর ও ওয়াদি আল-জোজ সহ জেরুজালেমের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং শুক্রবার সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

ইসরায়েলি পুলিশ ইহুদিদের না থামিয়ে উল্টো ফিলিস্তিনিদের রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস, জল-কামান ব্যাবহার করে। এছাড়াও ফিলিস্তিনিদের কয়েক হাজার লোককে সংঘর্ষের জন্য দায়ী করে গ্রেফতার অভিযান চালায়। এতে কমপক্ষে ৫০ জন ফিলিস্তিনি গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরায়েল পুলিশ।

দখলদার ইসরায়েল এখন এতটাই বেপরোয়া হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক কোন আইনেরই তোয়াক্কা করে না তারা। পবিত্র রামাদান মাসের শুরু থেকেই জেরুজালেমে প্রতি রাতেই ইহুদিদের সাতে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। করোনা ভাইরাসের অজুহাতে মসজিদুল আকসাতে নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করা, আল-আকসা মসজিদে মাইকে আযান নিষিদ্ধ করা, মুসল্লিদের মসজিদে প্রবেশে বাধা দেয়া, মসজিদের বিদ্যুতের তার কেটে দেয়ার মতো মানবতা বিরোধী ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এখন নিয়মিত ঘটনা।

"আরবদের মারো" স্লোগান দিয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর ইহুদী হামলা, ১০৫ ফিলিস্তিনি আহত

জায়োনিস্ট ইসরাইলের ইহুদিরা ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে ১০৫ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে আহত করেছে, যাদের মধ্যে ২২ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমে উগ্রবাদী ডানপন্থী ইহুদীরা মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে। এতে জানমালের ব্যপক ক্ষতিসাধন হয়।

ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট মতে, ভয়াবহ এই হামলায় ১০৫ জন ফিলিস্তিনি আহত হন, যাদের ২২ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, মুসলিম বিরোধী ইসরাইলি ডানপন্থী দল লেহাভা একটি মার্চ ফাস্টের মাধ্যমে বিদ্বেষের সূচনা করে। "আরবদের (মুসলিমদের) মারো" স্লোগান দিয়ে তারা দখলবাজ ইসরাইলি সৈন্য ও বর্বর ইহুদীদের সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়।

উত্তিজিত ইহুদীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে ফিলিস্তিনের মূল ভূখন্ডে প্রবেশ করে। মধ্য জেরুজালেমের মুসলিম বসতি সহ বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

এসময় ইহুদীরা পূর্ব জেরুজালেমের মুসলিম অধ্যুষিত শাইখ জাররায় প্রবেশের চেষ্টা চালায় কিন্তু আল্লাহর করুণায় তাতে প্রবেশে ব্যার্থ হয়।

বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনে ঘটে যাওয়া এই ন্যাক্কারজনক হামলার পূর্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উগ্রবাদী দলটি তার সমর্থকদের সহিংসতা বৃদ্ধিতে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র বহনে উৎসাহিত করে।

সামাজিক মেসেজ গ্রুপে দলটির এক কর্মী লিখে,"যদি একজনও বেঁচে যায়, তবে আমাদের কাজ অসমাপ্ত রবে।"

আরেকজন গ্রুপে লিখে,"আজ আমরা আরবদের (মুসলিমদের) পুড়িয়ে মারবো। মোলটোভ ককটেল ট্রাঙ্কে মজুদ আছে।"

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতের এই ঘটনায় বিচারের নামে উলটো অর্ধশত নিরপরাধ মুসলিমকেই গ্রেফতার করেছে অভিশপ্ত ইহুদী প্রশাসন।

https://ibb.co/zrr1DY0
https://ibb.co/7GXHhjs

মালি | ক্রুসেডার ফ্রান্সের টাস্ক ফোর্সের উপর মুজাহিদীনের বীরত্বপূর্ণ হামলা

আফ্রিকার দেশ মালির মিনাকা অঞ্চলে ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন তাকুবা টাস্ক ফোর্সের উপর আইইডি বোমা হামলা চালিয়েছেন জা'মায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর জানবায মুজাহিদীনগণ।

স্থানীয় বিশ্লেষকদের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মালির মিনাকা অঞ্চলে অবস্থিত কুফফার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনী (MINUSMA) এর যৌথ সামরিক ক্যাম্প থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে মালিতে কর্মরত ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্স "তাকুবা" এর উপর হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদীনগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় তাকুবা বাহিনীর ৩ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এই হামলাটি ছিল তাকুবা বাহিনীর উপর জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর প্রথম আইইডি হামলা।

উল্লেখ্য, তাকুবা হলো মালিতে কর্মরত ক্রুসেডার ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত সামরিক টাস্ক ফোর্স। যাদের কাজ হলো মালির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা এবং প্রয়োজন হলে তাদের সাথে মিলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা। উচ্চ প্রশিক্ষিত সম্মিলিত এই বাহিনীর উপর হামলা চালানো জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর কৌশলগত দক্ষতা ও নৈপূন্যকে নির্দেশ করে।

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর স্নাইপার হামলা চালিয়েছে পাক-তালিবান। এতে এক সৈন্য নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্র জানা গেছে, গত ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর চারমাঙ্গ সীমান্তের হাশেম-কোট এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা পোস্টে দাড়িয়ে থাকা সৈন্যকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে। এতে পোস্টে নিয়োজিত উক্ত সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

২৩শে এপ্রিল, ২০২১

জনগণের কাছে করোনার নাটক উন্মোচিত, বেকায়দায় আওয়ামী সরকার

কৃত্রিমভাবে করোনা সংক্রমণ দেখানোর চেষ্টা করেছিলো মাফিয়া সরকার আওয়ামী লীগ। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই সাধারণ জনগণের কাছে সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে করোনার আসল ঘটনা। ন্যায়ের পক্ষে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনকে স্তিমিত করা আর করোনার দোহাই দিয়ে ভ্যাক্সিন ব্যবসার মাধ্যমে জনগণের কষ্টের টাকা হাতিয়ে নেয়াই যে কথিত এই লকডাউনের উদ্দেশ্য তা আজ প্রমাণিত।

ঘটনা শুরু হয় মালাউন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের কসাই খ্যাত নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি এই কসাইয়ের আগমনকে। প্রতিবাদ জানানো হয়েছে দেশটির সকল ঘরানার প্রান্ত থেকে। তাই জনগণের বাস্তব অনুভূতির জায়গা থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। কিন্তু গোলাম হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী সরকার তার ভারতীয় প্রভুকে খুশি করতে জনগণের চাওয়াকে তোয়াক্কা না করে হামলা, মামলা, হত্যার জঘন্য রাজনীতি শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে আন্দোলনের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় আলিমদের। আর গ্রেফতারের পরপরই কথিত সর্বাত্মক লকডাউন শিথিল করার মাধ্যমেই প্রমানিত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী মাফিয়া সরকারের আসল উদ্দেশ্য। আর সোস্যাল মিডিয়ায় সাধারণ জনগণের অভিব্যক্তিও এটাই। জনগণের সাথে প্রহসনের লকডাউন লকডাউন খেলতামাসা করে কালো চমশা পরে পায়তারা করছে এই সরকার।

অন্যদিকে করোনার নাম করে আগের মতোই সরকারিভাবে ব্যাপক দুর্নীতি করে যাচ্ছে এই সরকার। করোনাভাইরাসের কথিত মহামারির মাধ্যমে দেশের বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের কলঙ্কের মাধ্যমে নিত্যনতুন কেলেঙ্কারি প্রকাশ পাচ্ছে। সর্বশেষ ঢাকায় করোনা চিকিৎসায় বিশেষায়িত হিসেবে বিবেচিত ৯টি হাসপাতালে কেনাকাটায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরেছে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ। এই ৯টি হাসপাতালে ৯৫ খাতে কেনাকাটায় ৩৭৫ কোটি টাকার অনিয়ম পাওয়া গেছে। ২০ ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কয়েক গুণ বেশি দামে ওষুধ-সরঞ্জাম কেনা, ৩৫০ টাকার কম্বল দুই হাজার ৪১৮ টাকায় কেনা, ওষুধ-সরঞ্জাম বুঝে না পেয়েই বিল পরিশোধ, ব্যবহারের অযোগ্য পণ্যও কেনা, একই মালিকানার তিন প্রতিষ্ঠানকে দরপত্রে অংশ নেওয়ার জন্য বাছাই করা, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া এবং প্রয়োজন ছাড়াও কেনাকাটা করা ইত্যাদি। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে ১১ সদস্যের একটি দল এই নিরীক্ষা কার্যক্রম চালায়।

হাসপাতালগুলো হচ্ছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল। তবে সব হাসপাতালেই ৯৫টি খাতের সব অনিয়ম ঘটেনি, কমবেশি হয়েছে।

কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ কয়েকটি হাসপাতালে কেনাকাটার সময় নিয়ম অনুযায়ী ১০ শতাংশ হারে জামানত না রেখেই কার্যাদেশ ও বিল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে একটি ব্যয়বহুল এক্স-রে মেশিন বুঝে না পেয়েই দুই কোটি ৮০ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে কিছু রি-এজেন্ট এবং ডেঙ্গু ডিভাইস বুঝে পাওয়ার আগেই বিল পরিশোধ করার ঘটনা ঘটেছে। সব হাসপাতালেই মেরোপেনেম ইনজেকশন কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে। কোনো কোনো হাসপাতাল বাজারমূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে এই ইনজেকশন কিনেছে। এরকম শ শ দুর্নীতির পাহাড়ে আসীন এই ক্ষমতাসীন মাফিয়া আওয়ামী সরকার।

কথিত এই লকডাউনের ভিন্ন আরেকটি উদ্দেশ্যও সামনে আনছেন অনেক বিজ্ঞজন। চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে গুলি করে হত্যা করা হয় পাঁচজন শ্রমিককে। আহত হয়েছেন অন্তত আরো ২৩জন। মাফিয়া বাহিনী পুলিশ এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সওগাত ফেরদৌস বলেন, 'আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে চারজন মারা গেছেন।' তিনি জানান, নিহত চারজন হলেন আহমেদ রেজা (১৮), রনি (২২), শুভ (২৪) ও মো. রাহাত (২২)। আহত ব্যক্তিদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাবিবুল্লাহ (১৯) নামের একজন মারা যান। বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিউর রহমান মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের মুহুর্তে বাশখালির এই ঘটনা জালিম সরকারের ক্ষমতার মসনদ অনেকটাই কেপে ওঠে। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারতে জনগণের দূর্ভোগের কথা চিন্তা না করে চাপিয়ে দেয়া হয় এই লকডাউন। রাস্তার টোকাই থেকে শুরু করে প্রায় সকল পেশাজীবি নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হন। তবে জনগণ আর বোকা নেই। সোস্যাল মিডিয়ায় একজন বাচ্চা টোকাইয়ের ঘটনা তা চোখে আংগুল দিয়ে খুব সহজেই তা প্রমাণ করে।

জনগণকে বোকা ভাবা মাফিয়া সরকার নিজেই আজ বেকায়দায়। সরকার পতনের ডাক যেন বাজছে প্রতিদিনই। তাই সকল জায়গা থেকেই কথা উঠেছে কতোদিন টিকে থাকতে পারবে হিন্দুত্ববাদী জালিম এই সরকার?

ভারতে অক্সিজেন না পেয়ে মৃত ২৫, বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

অক্সিজেন নেই, নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না তারা। হাফ উঠে গিয়েছিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসেও প্রাণটুকু বাঁচাতে ব্যর্থ হল ২৫ মুমূর্ষ রোগী। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মুখের কাছে ধরার মতো কোনও অক্সিজেন ছিল না হাসপাতালে। এমনই ঘটনা ঘটেছে দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে। সেখান থেকে জানান হয়েছে, যতটুকু অক্সিজেন মজুত রয়েছে, তা দিয়ে শুধুমাত্র ২ ঘণ্টা চালান যাবে। তারপর ? জানা নেই উত্তর।

এদিকে, হাসাপাতালে এখনও ভর্তি রয়েছে ৬০ জন মুমূর্ষ রোগী, ৫০০-র বেশি কোভিড রোগী। গত তিন দিন ধরে অক্সিজেনের জন্য কাতর আর্জি জানাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহদের টুইট করে হরিয়ানার ফর্টিস হাসপাতাল কাতর আর্জি জানিয়ে বলে, আর মাত্র ৪৫ মিনিটের অক্সিজেন পড়ে আছে। রোগীদের প্রাণ বাঁচানোর অবিলম্বে সাহায্য করুন। অন্যদিকে, অক্সিজেনের ঘাটতি নিয়ে বলতে বলতে ভেঙে পড়েছে দিল্লিতে

অবস্থিত শান্তি মুকুন্দ হাসপাতালের সিইও সুনীল সাগর। সে জানায়, দুই ঘণ্টার মতো অক্সিজেন রয়েছে আমাদের এখানে।

উল্লেখ্য, বেশকিছু দিন ধরে ভারতে মৃতের সংখ্যা রেকর্ডহারে শুধু বেড়েই চলেছে।

সন্ত্রাসী র‍্যাবে করোনা আক্রান্ত ২৬৭৮ সদস্য, ৭৩৩ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি

বৈশ্বিক মহামারি ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবল লেগেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নেও (র‍্যাব)। এখন পর্যন্ত তাদের ২ হাজার ৬৭৮ জন আক্রান্ত হয়েছে। এরমধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দুই র‍্যাব সদস্যও রয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বা ১ হাজার ৭৩ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, যারা বর্তমানে র‍্যাবে সংযুক্ত আছে। পুলিশ সদর দপ্তরের অপারেশনস কন্ট্রোল অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টার সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

কন্ট্রোল সেন্টার সূত্রে জানা যায়, সবশেষ বুধবার (২১ এপ্রিল) পর্যন্ত র‍্যাবে আক্রান্তের মধ্যে ১ হাজার ৭৩ জন সেনা সদস্য, ৫১ জন বিমান বাহিনীর, ৪৬ জন নৌ বাহিনীর, ২৯৯ জন জিবির, ১৫৪ জন আনসার এবং ৩৯ জন বেসামরিক কর্মকর্তা রয়েছে। তবে কোভিডে প্রাণ দিয়েছে ৬ জন।

এ দিকে, বর্তমানে আক্রান্ত ৭৩৩ সদস্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এছাড়া কোভিড- টেস্ট করানো ৬০ জন র‍্যাব সদস্যকে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৭ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বাহিনীটির মোট ১৭ হাজার ৮৬৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণের শুরু থেকে একক পেশা হিসেবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন পুলিশের সদস্যরা।

পুলিশ সদর দপ্তর ও ডিএমপি সূত্রে জানা গেছে, চলমান করোনাযুদ্ধে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত ও সংযুক্ত মোট ৮৬ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এরমধ্যে ৮৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা বাকি ৩ জন সিভিল কর্মকর্তা। যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশে সংযুক্ত ছিলেন।

এছাড়া সুচিকিৎসা ও সুনিবিড় পরিচর্যায় বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের ১৭ হাজার ১৩৬ জন পুলিশ সদস্য করোনা জয় করে সুস্থ হয়েছেন। বাহিনীটির মোট ৩৬৮ সদস্য বর্তমানে করোনার উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি রয়েছে। আর আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ২১৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা।

মসজিদ-উল-হারামে নারী নিরাপত্তা-রক্ষী নিয়োগ দিল ত্বাগুত সৌদি প্রশাসন

মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কায় হজ্জ ও ওমরাহ চলাকালীন মসজিদ-উল-হারামে নারী নিরাপত্তা-রক্ষী নিয়োগ দিয়েছে ত্বাগুত সৌদি প্রশাসন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের এই পবিত্র স্থানে নারী নিরাপত্তা-রক্ষী নিয়োগ দেয়া হলো।

'আল-আরব নিউজ' এক ভিডিও প্রতিবেদনে মক্কার মসজিদ-উল-হারামের চত্বরে নারী নিরাপত্তা-রক্ষী কর্মকর্তাদের টহল দেয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এর আগে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও নারী নিরাপত্তা-রক্ষীদের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে । খবরে বলা হয়, সৌদি যুবরাজ ত্বাগুত মোহাম্মদ বিন সালমান আলে-সৌদের ২০৩০ সালের ভিশন অনুসারে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম এবং নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকে পণ্য বানানো আওতায় এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

নারী নিরাপত্তা-রক্ষী কর্মকর্তাদের টহল দেয়ার ছবি টুইটারে প্রকাশ করে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এখন থেকে হজ আর ওমরাহর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নারী নিরাপত্তা-রক্ষীরাও অংশ নেবে।

নারী নিরাপত্তা-রক্ষীদের নিয়োগের এ ছবিগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নিউজসাইটে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছে। এমনকি মার্কিন সংবাদ সংস্থা সিএনএনও এ ছবিগুলো খুবই আনন্দের সাথে প্রকাশ করেছে।

'আল-আরব নিউজ' কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, মসজিদ-উল-হারামের মূল চত্বরে পুরুষ নিরাপত্তা রক্ষীদের তুলনায় নারী নিরাপত্তা রক্ষীদের আধীক্য। এমন দৃশ্য আগে মুসলিমরা কখনোই কল্পনাও করেনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মক্কার মসজিদ-উল-হারামের নিরাপত্তায় নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের তীব্র সমালোচনাও করেছেন।

সৌদি আরবের শিক্ষাবিদ তুর্কি আল-হামিদ এক ছবির বিষয়ে মন্তব্য করে বলে, ‘এ একটি ছবি হাজারো কথা বলছে... এ ছবিটি এমন একটি চিত্র যার অনেক অর্থ... এর মানে এটা নতুন সৌদি আরব। এ দেশটি দ্রুত আধুনিক (পশ্চিমাদের নোংরা) যুগে প্রবেশ করেছে।

https://ibb.co/VBM2cwv

https://ibb.co/HYftPf1

https://ibb.co/tM7CMQ3

https://ibb.co/h88FSHm

ফটো রিপোর্ট | প্রশিক্ষণ শেষে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদের স্নাতকোত্তর অর্জন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তিনে নিয়ন্ত্রিত কুন্দুজ প্রদেশের একটি সামরিক ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর হয়েছেন বিপুল সংখ্যক তরুন তালেবান মুজাহিদ।

এসব প্রশিক্ষিত তরুন তালেবান যোদ্ধারা দেশ ও জাতী বিনির্মাণে বড় ভূমিকা পালন করবেন। যারা দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার জন্য মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2021/04/23/48731/

২২শে এপ্রিল, ২০২১

বি-বাড়িয়ায় আরও ৮ জন সাধারণ মুসলিমকে গ্রেফতার

শহীদবাড়িয়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) হেফাজত ইসলামের কর্মী-সমর্থকদের গত ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ শহরজুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালানোর কথা বলে আরও ৮ জন সাধারণ জনগণকে গ্রেফতার করেছে মাফিয়া বাহিনী পুলিশ। গতকাল বুধবার (২১ এপ্রিল) রাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্যায়ভাবে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি গ্রেফতারকৃতরা সবাই হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থক। এ নিয়ে ৫৫ মামলায় ৩৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হলো।

বৃহস্পতিবার (২২ এপ্রিল) সকালে জেলা পেটুয়া বাহিনী পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাণ্ডবের ঘটনায় জেলার বিভিন্ন থানায় মোট ৫৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় ৪৯টি, আশুগঞ্জ থানায় ৪টি, সরাইল থানায় ২টি। ৫৫টি মামলায় এজাহারনামীয় ৪১৪ জনসহ অজ্ঞাতনামা ৩৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত মামলার ৩৩৬ জন নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করেছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনাকে আরো ৭ দিনের রিমান্ড

মাওলানা রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় কথা বলে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছে জালিম সরকারের আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ বৃহস্পতিবার এ অন্যায় আদেশ দেয়।

আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, মতিঝিল থানায় করা কথিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় রফিকুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। পরে আদালত রফিকুল ইসলামকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেয়।

৮ এপ্রিল মাওলানা রফিকুল ইসলাম হুজুরের বিরুদ্ধে রাজধানীর মতিঝিল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়। আদনান শান্ত নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে ওই মামলা করে।

মতিঝিল থানার পুলিশ জানায়, রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে করা মামলায় বলা হয় রফিকুল ইসলাম হুজুর ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা শেয়ার হওয়ায় তাঁদের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে দাবি করে মাফিয়া সরকারের গোলাম বাহিনী পুলিশ।

৭ এপ্রিল নেত্রকোনার নিজ বাসা থেকে রফিকুল ইসলাম হুজুরকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। গাজীপুরেও রফিকুল ইসলাম হুজুরের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়। এ ছাড়া গতকাল বুধবার মতিঝিল থানায় আরেকটি মামলায় রফিকুল ইসলামকে চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেয় ঢাকার সিএমএম আদালত। প্রথম আলো

করোনায় হিন্দুত্ববাদী বাহিনী পুলিশের আরও এক সদস্যের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোশাররফ হোসেন (৪৬) নামের এক ট্রাফিক কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মোশাররফ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক উত্তর বিভাগের কনস্টেবল ছিলো। ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) আবু সালেহ মোহাম্মদ রায়হান বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মাফিয়া পুলিশ বাহিনীর ৯৩ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, মোশারফ হোসেন স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছে। তাঁর বাড়ি চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার আশ্বিনপুর গ্রামে। প্রথম আলো

পাকিস্তান | কোয়েটায় পাক-তালিবানের বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা, দুই কমিশনারসহ ১৭ এরও বেশি হতাহত

পাকিস্তানের কোয়েটা শহরে "ফাইভ স্টার সেরেনা হোটেল" এ একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে মুরতাদ বাহিনীর ১২টি গাড়ি ধ্বংস এবং ১৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্র জানা গেছে, গত ২১ এপ্রিল রাত ইশার সময় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটারের সেরেনা পুলিশ স্টেশনের কাছে "ফাইভ স্টার সেরেনা হোটেল" এ একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে শহিদী হামলা চালানো হয়েছে।

সূত্র আরো জানায় যে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) ইস্তেশহাদী ইউনিটের 'মোহাম্মদ আব্বাস ফারুক' (রহিমাহুল্লাহ) পাকিস্তানের মুরতাদ পুলিশ স্টেশনের নিকটস্থ "ফাইভ স্টার সেরেনা হোটেল" এ একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে শহিদী হামলা চালিয়েছেন।

গাড়ি বোমাটি সফলভাবে বিস্ফোরীত হলে কোয়েটার সহকারী কমিশনার এবং জাফরাবাদের সহকারী কমিশনারসহ মুরতাদ বাহিনীর বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিহত হয়েছে। তালেবান সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ না করে আরো জানিয়েছে যে, এই হামলায় নিহত এবং আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজনেরও বেশি মুরতাদ পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তা।

এছাড়াও ধ্বংস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সিটিংয়ের জন্য আসা মুরতাদ প্রশাসনের ১২টিরও অধিক গাড়ি। ধ্বসে পড়েছে হোটেলটির বিভিন্ন অংশ।

অপরদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা 'ট্রাবেল নিউজ' জানিয়েছে, এই হামলায় বিলাল ও ইজাজ নামক দুই সহকারী কমিশনারসহ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ১৫ এরও বেশি পুলিশ সদস্য ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা। সংবাদ সূত্রগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, হামলার সময় ঘটনাস্থলে চীনা রাষ্ট্রদূতসহ অনেক ভিনদেশী ক্রুসেডার কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিল।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করে বলেছিলেন যে, এটি পুলিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করে পরিচালনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত দু'বছরে পাকিস্তানি তালেবানদের দ্বারা এটি প্রথম বড় ধরণের বিস্ফোরণ। গত বছরের আগস্টে জামায়াত-উল-আহরার, হিযব-উল-আহররসহ বেশ কয়েকটি দল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল, আর এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানে টিটিপির আক্রমণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/04/22/48716/

খারেজি আইএসের হামলায় শহিদ হলেন তালেবানের প্রাদেশিক সেনা প্রধান মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্বশীল মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবারকে (রহঃ) শহিদ করার দাবি করেছে খারেজি গোষ্ঠী আইএস।

খারেজি আইএসের অফিসিয়াল সংবাদ মিডিয়ায় প্রকাশিত এক খবরে দাবি করা হয়েছে যে, গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায়, আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখুয়ার রাজধানী পেশোয়ারে তালেবানদের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবার (রহঃ) কে শহিদ করেছে খারেজি আইএসরা। পেশওয়ারের 'হাজী ক্যাম্প' এলাকায় এই হৃদয়বাদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবার (রহঃ) ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন প্রাদেশিক সেনা প্রধান হিসাবে নানগারহারে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি প্রদেশটির খোগিয়ান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আফগানিস্তানের সুরখারোড, খোগিয়ান ও শেরজাদ জেলায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও আইএস বিরুধী যুদ্ধে তিনি সবাচাইতে বেশি সক্রিয় ছিলেন। একসময় তিনটি জেলার সিংহভাগ অঞ্চলই খারেজি আইএসদের দখলে ছিল। এই জেলাগুলো থেকেই খারেজি আইএসরা আফগানিস্তান জুড়ে সবাচাইতে বেশি সন্ত্রাসী কার্মকান্ড পরিচালনা করতো এবং অনেক মুজাহিদ ও সাধারন আফগানীদের শহিদ করতো। তবে মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবারের দক্ষ রণকৌশলের কারণে এই জেলাগুলোর উপর আইএস বেশিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখতে পারেনি। কেননা মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবার তাঁর রণকৌশল আর সাহসীকতার মাধ্যমে নানগারহারের প্রতিটি জেলায় আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালান এবং প্রদেশটির প্রতিটি অঞ্চলে খারেজি আইএসদের ঘাঁটিগুলোকে কবরস্থানে রুপান্তর করেন। যেসব খারেজি সদস্যগুলো তখন প্রাণে বেঁচে গিয়েছি, তারা মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ছত্রছায়ায় নানগারহার থেকে লেজগুটিয়ে পলায়ন করে। এভাবেই মোল্লা নেইক মোহাম্মদ রাহবার (রহ) খারেজীদের ফেতনা নির্মূলে আফগানিস্তানে সবাচাইতে বড় ভূমিকা পালন করেন। একথায় আফগানিস্তানে আইএস সন্ত্রাসীদের নির্মূলে তিনি অধম্যসাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্রুসেডার আমেরিকা ও কাবুলের মুরতাদ বাহিনীর পাশাপাশি আইএসদের জন্য এক আতংকের নাম।

মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবারকে (রহঃ) শহিদ করতে বেশ কয়েকবার ক্রুসেডার আমেরিকা বিমান ও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। অপরদিকে খারেজি আইএসরা ২টি আত্মঘাতী হামলাসহ অনেক গুপ্ত হামলাও চালিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তিনি প্রতিবারই বেঁচে গিয়েছিলেন।

একজন তালেবান কমান্ডার 'হামাদ আফগান শেরজাদ' লিখেন- কিছুদিন পূর্বে আমি তাকে বলেছিলাম, তিনি যেন নিজের নিরাপত্তা আরো জোরদার করেন, পরিস্থিতি খুব ভালো না। তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, মৃত্যু জীবনে একবারই আসে, যা থেকে আমরা নিজেকে যতটাই লুকিয়ে রাখিনা কেন সে আমাদের পিছু ছাড়বেনা, তবে আমার ইচ্ছা শাহাদাত বরণ করা।

আল্লাহু আকবার, এভাবেই নেতারা শাহাদাত কামনার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে নিজেদের দো'আ কবুল করিয়ে নিয়েছেন এবং শাহাদাতের গৌরব লাভে ধন্য হয়েছেন।

তালেবান সংশ্লিষ্ট টুইটার থেকে জানা যায় যে, মোল্লা নেইক মোহাম্মাদ রাহবার হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর ভাইদের মধ্যে পঞ্চম ও শেষ শহিদ ব্যাক্তি, ইতিপূর্বে তার আরো ৪ ভাই পবিত্র এই জিহাদে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর এক ভাই তোরাবোরা যুদ্ধের সাহসী মুজাহিদ ছিলেন। যিনি শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) ও আরব মুহাজির মুজাহিদ ভাইদেরকে ক্রুসেডার আমেরিকার ভারী বোমাবর্ষণ থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিলেন।

শহিদ নেইক মোহাম্মদ রাহবার ও তার ভাইরা।

https://ibb.co/tZPQP7X

ওস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, শহীদরা হল চলমান জিহাদের জন্য পেট্রোল, আর পেট্রোল জিহাদ নামক এই যন্ত্রটিকে তার গন্তব্যে চালিত করে।

https://ibb.co/4Vm4HQs
https://ibb.co/Jm80ZHJ

ফিলিস্তিনে বেড়েছে ইহুদি বাসিন্দাদের আক্রমণ

ফিলিস্তিনে অবৈধ দখলদার জালিম ইসরায়েলি সেনা ও পুলিশের নির্যাতনের পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাসিন্দাদের সম্মিলিত আক্রমণ। সময় ও সুযোগমত দলবেঁধে ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা চালায় ইহুদি বাসিন্দারা। তাদের আক্রমণের শিকার কাজ করা কৃষক, শ্রমিক ও পথচারী ফিলিস্তিনিরা।

এছাড়াও ফিলিস্তিনিদের নিজ কৃষি-খামার থেকে কৃষকদের তাড়িয়ে দেয়া, ফিলিস্তিনিদের সম্পদ চুরি করা, ফল গাছ কেটে দেয়া এখন নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতিসম্প্রতি আরও আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে ইহুদি বাসিন্দাদের আক্রমণ। গেল কয়েক সপ্তাহ আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল এক ফিলিস্তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ একদল ইহুদি যুবকদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। ঐ সময় ইহুদিরা চারদিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে ফিলিস্তিনিসহ তার স্ত্রী-সন্তান মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল এবং তাদের গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এদিকে, গতকাল (২১ এপ্রিল) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা 'ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম'(DOAM) ইহুদি যুবকদের আরও একটি হামলার ভিডিও পোস্ট করে। ভিডিওতে দেখা যায় অধিকৃত জেরুজালেমে এক ফিলিস্তিনির গাড়িটিকে ঘিরে ধরেছে এক ডজন ইহুদি যুবক। শুরু করে মৌখিকভাবে গালাগালি। এর পরপরই এক ইহুদি ফিলিস্তিনির চোখেমুখে কিছু একটা স্প্রে করে দেয়। এতে হামলাকারী ইহুদিরা আনন্দে ফেটে পরে এবং ফিলিস্তিন বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় ফিলিস্তিনি যুবকটি গাড়ি নিয়ে পালাতে শুরু করলে পিছন থেকে কয়েকজন যুবক গাড়িটিকে আক্রমণ করে।

অন্যদিকে, ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের হেনস্তার একটি টিকটিক ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত ভিডিওটিতে দেখা যায় কয়েকজন ইহুদি বাসিন্দা জেরুজালেমের রাস্তায় এক ফিলিস্তিনি যুবককে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেছে। যুবকটি ইহুদিদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পালাতে থাকলে কয়েকজন ইহুদি একসাতে লাথি, ঘুসি দিতে থাকে। ফলে কোন উপায় না পেয়ে ফিলিস্তিনি দৌড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এ দৃশ্য দেখে ইহুদিরা আনন্দে ফেটে পরে।

https://ibb.co/R45VqTy

https://ibb.co/TWpHW9P

https://ibb.co/t2gKffm

২১শে এপ্রিল, ২০২১

শুধু করোনার ৯ হাসপাতালেই ৩৭৫ কোটির দুর্নীতি

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে বিপর্যস্ত দেশের স্বাস্থ্য খাত দুর্নীতি ও অনিয়মের কলঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, বরং নিত্যনতুন কেলেঙ্কারি প্রকাশ পাচ্ছে। সর্বশেষ ঢাকায় করোনা চিকিৎসায় বিশেষায়িত হিসেবে বিবেচিত ৯টি হাসপাতালে কেনাকাটায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরেছে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ। এই ৯টি হাসপাতালে ৯৫ খাতে কেনাকাটায় ৩৭৫ কোটি টাকার অনিয়ম পাওয়া গেছে। ২০ ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কয়েক গুণ বেশি দামে ওষুধ-সরঞ্জাম কেনা, ৩৫০ টাকার কম্বল দুই হাজার ৪১৮ টাকায় কেনা, ওষুধ-সরঞ্জাম বুঝে না পেয়েই বিল পরিশোধ, ব্যবহারের অযোগ্য পণ্যও কেনা, একই মালিকানার তিন প্রতিষ্ঠানকে দরপত্রে অংশ নেওয়ার জন্য বাছাই করা, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া এবং প্রয়োজন ছাড়াও কেনাকাটা করা ইত্যাদি। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে ১১ সদস্যের একটি দল এই নিরীক্ষা কার্যক্রম চালায়।

হাসপাতালগুলো হচ্ছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল। তবে সব হাসপাতালেই ৯৫টি খাতের সব অনিয়ম ঘটেনি, কমবেশি হয়েছে।

কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ কয়েকটি হাসপাতালে কেনাকাটার সময় নিয়ম অনুযায়ী ১০ শতাংশ হারে জামানত না রেখেই কার্যাদেশ ও বিল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে একটি ব্যয়বহুল এক্স-রে মেশিন বুঝে না পেয়েই দুই কোটি ৮০ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে কিছু রি-এজেন্ট এবং ডেঙ্গু ডিভাইস বুঝে পাওয়ার আগেই বিল পরিশোধ করার ঘটনা ঘটেছে। সব হাসপাতালেই মেরোপেনেম ইনজেকশন কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে। কোনো কোনো হাসপাতাল বাজারমূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মূল্যে এই ইনজেকশন কিনেছে।

অন্যদিকে সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইডিসিএল প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উৎপাদন বন্ধ রেখে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমূল্যে সরকারি হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহের সুযোগ করে দিয়েছে। এ ছাড়া কোনো কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কেনার পর অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখে সরকারের কোটি কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি করেছে। ঠিকাদার চুক্তি অনুযায়ী সময়মতো মালপত্র বুঝিয়ে না দিলেও কার্যাদেশ বাতিল না করে তাদের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএলের উৎপাদিত চিকিৎসাসামগ্রীর মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ না কিনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে কেনার ফলে সরকারের বিপুল অঙ্কের টাকা ক্ষতি হয়েছে। ব্যবহার অনুপযোগী এক্স-রে ফিল্ম কিনে সরকারের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা দল জেনেছে, হাসপাতালগুলো কেনাকাটায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট কাটেনি বা কম কাটা হয়েছে। প্রকৃত বাজারমূল্যের চেয়ে উচ্চমূল্যে পথ্য সরবরাহ করে অতিরিক্ত পরিশোধ, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এমএসআর সামগ্রী বা যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, দরপত্র আহ্বান ছাড়াই যন্ত্রপাতি কেনা ও মেরামত, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে এমএসআর সামগ্রী কেনা হয়েছে, স্টোরে মালামাল পাওয়া যায়নি বা কম পাওয়া গেছে, পিপিআর ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়নি। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে মালপত্র কেনা, অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করা, সরকারি ইডিসিএল ও জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ওষুধ, স্যালাইন ও স্যালাইন সেট থাকা সত্ত্বেও স্থানীয়ভাবে ঠিকাদারের মাধ্যমে কেনাকাটা, এমএসআর সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত পরিমাণে ওষুধ ছাড়াও এমএসআর সামগ্রী কেনা হয়েছে।

কাজ শেষ না হতেই ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ, দেরিতে কাজ সম্পাদনের জন্য জরিমানা আদায় না করা, প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি থেকে পাঠানো ভারী যন্ত্রপাতি গ্রহণ করে ফেলে রাখা, কার্য সম্পাদন জামানত না কেটেই কার্যাদেশ ও বিল পরিশোধ করা, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি না পেয়েই বিল পরিশোধ করা, টিইসি কমিটির সুপারিশ বা প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ অমান্য করে মালপত্র গ্রহণ করা, বাজারমূল্য যাচাই না

করেই দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা, চুক্তি না করেই কার্যাদেশ দেওয়া ও বিল পরিশোধ এবং দরপত্র দাখিলে সময় যোগসাজশ করে উচ্চমূল্য প্রস্তুত করে যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এমএসআর সামগ্রী কেনার দরপত্র আহ্বান করা হলে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ওষুধ, লিনেন ও আসবাবসংক্রান্ত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত (সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও ওষুধের চারটি গ্রুপ, লিনেন তিনটি এবং আসবাবের পাঁচটি গ্রুপ) দরপত্রগুলোর মধ্যে তিনটি দরপত্রকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। বৈধ তিনটি দরপত্র দেওয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স অরবিট ট্রেডিং, মেসার্স গোল্ডেন ট্রেডিং ও ইউরো ট্রেডিং দাখিলকৃত তিনটি দরপত্র যাচাই করে দেখা যায়, সব কটিই একই হাতে লেখা। এ ছাড়া ওই তিন প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের মালিকের পিতা ও মাতা একই। অফিস ও বাসার ঠিকানা একই। অর্থাৎ ওই তিনটি প্রতিষ্ঠান একই সূত্রে গাঁথা এবং তারা যোগসাজশ করে দরপত্র জমা দিয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা ইউরো ট্রেডিংয়ের একটি কম্বলের দাখিল করা দর দুই হাজার ৪১৮ টাকা দেখানো হয়েছে। বাজারদর যাচাই করে দেখা গেছে, ওই মানের কম্বলের সর্বোচ্চ বাজারমূল্য ৩৫০ টাকা। পক্ষান্তরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এর চেয়ে ভালো মানের কম্বল প্রতিটি ৪৩২ টাকায় কিনেছে। ডায়ালিসিসের জন্য ব্যবহার করা রেনাল কেয়ার 'এ' এবং রেনাল কেয়ার 'বি' ও 'এফ' ক্যাথেটার দ্বিগুণ থেকে পাঁচ গুণ বেশি দামে কেনা হয়েছে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, একটি হাসপাতালে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য আহ্বান করা দরপত্র এবং চুক্তি সম্পাদন বা সরবরাহ আদেশের বিপরীতে সরবরাহ কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, কিন্তু এই কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে চলতি অর্থবছরে। এই বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমোদন নেওয়া হয়নি, যা নিতে হতো। আবার কেমিক্যাল রি-এজেন্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে লেক্সিকন মার্চেন্ডাইজ বরাবর চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি করা হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি না করেই সরবরাহ আদেশ ও বিল দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই হাসপাতাল মালপত্র গ্রহণ না করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করেছে বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর উপর তালেবানের তীব্র হামলা, নিহত ৭৪ এরও বেশি

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিতায় আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে একেরপর এক সফল অভিযান চালাতে শুরু করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। যার ৭ টিতেই মুরতাদ বাহিনীর ৭৪ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গতকাল সকাল ১০ টায় মুরতাদ কাবুল সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তালেবান নিয়ন্ত্রিত লঘমান প্রদেশের আলিশাং জেলায় নতুন একটি পোস্ট স্থাপন করার চেষ্টা করে। এসময় কাবুলের পুতুল সৈন্যদের উপর তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংঙ্ক ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র।

একইদিন সকাল ৮টায় পাকতিয়া প্রদেশের গার্ড-চেরি ও ইব্রাহীম-খাইল জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৩টি চেকপোস্টে পৃথক হামলা চালান তালেবিন মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত এবং অপর ৬ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে বদখশন প্রদেশের জেবাক জেলার সরাই মোহাম্মদ জান এলাকায় গত রাতে মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের ২টি পোস্টে সশস্ত্র হামলা চালান মুজাহিদীনরা। এই অভিযানের ফলস্বরূপ, ভাড়াটে শত্রুর ২ ফাঁড়ি পুরোপুরি বিজয় করেন মুজাহিদগণ। এসময় ১৬ ভাড়াটে পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছিল এবং প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদীনরা গনিমত লাভ করেছিলেন।

অপরদিকে গতকাল সকাল ৯ টায় লোগার প্রদেশের মোহাম্মদ আগা জেলার পুল-এ-কান্ধারি এলাকায় এবং রাত ১১ টায় খোশি জেলার কেন্দ্রীয় প্রশাসনীক ভবনে লেজার-গাইড হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। যার ফলে ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে হেলামান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায়, বদাখশান প্রদেশের রাগিস্তান জেলায় এবং সামঙ্গান প্রদেশের শরিকিয়ার এলাকায় পৃথক ৩টি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার প্রতিটিতেই ৬ করে মোট ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদগণ প্রতিটি অভিযান শেষেই কাবুল বাহিনী হতে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গুলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় মেয়রসহ ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ প্রশাসনের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে এক মেয়রসহ ৫ সৈন্য নিহত এবং অপর ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ এপ্রিল, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দিনালী জেলার মেয়র ও সুরক্ষা বিভাগের ডিপুটি আবদী মুহাম্মদ মাহমুদের গাড়ি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে উক্ত মেয়রসহ তার আরো ৪ দেহরক্ষী মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার গাড়িটি।

এমনিভাকে বিকাল বেলায় রাজধানীর আফজাউয়ী শহরে আরো একটি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ৩ মুরতাদ সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে।

এছাড়াও এদিন যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি এবং হাওলুদাক জেলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর অপর ২টি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের প্রতিটি হামলাতেই ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী ভারি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) সামরিক ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান কমান্ডো বাহিনী দ্বারা পরিচালিত 'আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক' (রহঃ) সামরিক ক্যাম্প থেকে নতুন করে কয়েক ডজন তরুন মুজাহিদ অসাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হয়েছেন। যারা ইসলাম ও দেশ রক্ষার জন্য জিহাদের এই মহান কাফেলায় যোগ দিয়েছেন।

সামরিক ক্যাম্পটিতে প্রশিক্ষণরত তালেবানদের কমান্ডো বাহিনীর কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/04/21/48695/

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে তালেবান, নিহত ৭৭ এরও বেশি

একেরপর এক মার্কিন বাহিনীর চুক্তি লঙ্ঘনের পর কাবুল বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে তালেবান। তালেবানের ৯ হামলাতেই নিহত ৭৭ এরও অধিক কাবুল সৈন্য।

তালেবান সূত্রগুলো জানায়, আজ ২০ এপ্রিল দুপুর ২টার সময়, হেরাত প্রদেশের ঘোরিয়ানা জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের একটি সামরিক কেন্দ্রে গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন একজন তালেবান মুজাহিদ, যার ফলে সামরিক কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এপর অন্যান্য মুজাহিদগণ সামরিক সেন্টারে ঢুকে কাবুল সৈন্যদের হত্যা করতে থাকেন। অভিযান শেষে গাড়ি বোমা হামলাকারী মুজাহিদ ও অন্যান্যরা নিরাপদে ফিরে আসেন।

তালেবানদের সামরিক মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদী জানান, এতে কাবুল বাহিনীর ২০ পুতুল সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে কাবুল বাহিনীর যানবাহন, যুদ্ধ সরঞ্জামাদি এবং অনেক গোলা-বারুদ।

এরপর নানগার প্রদেশের শেরজাদ জেলার গাঁদমাক-দাগ, পেটলো ও গন্ডমাক এলাকায় কাবুল বাহিনীর একাধিক চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ১২ সৈন্য নিহত এবং আরো

ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়ি ও ৩টি সামরিক চৌকি।

এমনিভাবে তালেবান নিয়ন্ত্রিত লঘমান প্রদেশের আলিশাং জেলার কোটালি এলাকায় একদল পুতুল সৈন্য তালেবানদের তীব্র হামলার শিকারে পরিণত হয়। হামলার কারণ হিসাবে জানা যায়, এসব সৈন্যরা এই এলাকায় নতুন পোস্ট স্থাপন করতে এসেছিল। যার ফলে তালেবানদের হামলার শিকারে পরিণত হয়। এসময় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৭ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেছেন মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান। শেষ পর্যন্ত কাবুল বাহিনী মুজাহিদদের হাতে চরম মাইর খেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

অপরদিকে আজ ভোরে হেলমান্দ প্রদেশের গারিশাক জেলায় কাবুল বাহিনীর একটি পুলিশ চৌকিতে লেজার অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে কমপক্ষে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। একেই প্রদেশের কারশাক এলাকায় দুপুর ১২টায় কাবুল বাহিনীর উপর আরো ১টি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে এখানেও আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে বাগালান প্রদেশের মধ্য বাঘলান জেলায় রাস্তার পাশে স্থাপিত কাবুল বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ চেকপোস্টটি সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী করেনেন। এসময় মুজাহিদগণ হত্যা করেন কাবুল বাহিনীর ৬ ভাড়াটে সৈন্যকে। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন ১ টি ট্যাঙ্ক। গনিমত লাভ করেন ১টি ট্যাঙ্ক ২টি পিকআপ, ২ টি মেশিনগান, ২ টি ক্লাশিনকোভ এবং অনেক গোলাবারুদ।

একইভাবে এদিন নানগারহার প্রদেশের আরওয়ান্দ এলাকা, লোঘার প্রদেশের খোগিয়ান ও গজনী প্রদেশের শালগার জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে ১১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

করোনা টিকা নেয়ার পর মারা যাচ্ছে অনেক মানুষ

করোনার টিকা নেয়ার পর স্ট্রোক করে মারা যাচ্ছে অনেক মানুষ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই মিলছে এমন খবর। এ বিষয়টি নিয়ে ডাক্তার গ্রুপগুলোতেও আলোচনা চলছে। আর বাংলাদেশে ২য় ডোজ টিকা নিয়ে অনেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে খবর আসছে।

সম্প্রতি মারা যাওয়া অভিনেত্রী কবরী সারোয়ার ও চট্টগ্রামের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান জেএমএস গ্রুপের মালিক ও বিশিষ্ট শিল্পপতি আওয়ামীলীগ নেতা মাহমুদ আলী রাতুল টিকা নিয়েছিল বলে জানা গেছে।

এছাড়া মারা যাওয়া সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও বীজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. মাহফুজুল হকও টিকা নিয়েছিল। অভিনেতা একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা এস এম মহসীনও একই ভাবেই মারা যায়।

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী আলী হায়দার কিরণ ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন ৩রা মার্চ, আর মারা গেছেন ২৪শে মার্চ। সুপ্রীম কোর্ট বা ঢাকা কোর্টের অনেক আইনজীবি বা তাদের স্বজনরা হঠাৎ করে মারা যাচ্ছেন।

এছাড়াও সম্প্রতি যারা মারা গেছেন-

১. সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি রেজিনা চৌধুরী জেনি

২. ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক ইসি মেম্বার এড.মোস্তফা কামাল চৌধুরী

৩. সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি মালা রউথ

৪. সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি রেজাউল করিমের স্ত্রী নুসরাত করিম

এছাড়া আইসিইউতে আছেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আইন সহায়তা কমিটির সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মো. আজাহার উল্লাহ ভূঁইয়া

উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু মারা যান। তিনিও করোনার ১ম ডোজের টিকা নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকার ভয়ঙ্কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে কয়েকদিন আগে ডেনমার্কে তার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশেও করোনার টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক প্রাণহানী ঘটলেও সরকার বিষয়টি তেমন আমলে নিচ্ছে না।

আর যারা ২য় ডোজ নেবার অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। যেমন -

১) রাজশাহী-২ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা।
২) চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সালাম।
৩) সাবেক মেয়র এবং সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মোকাদ্দেস আলী।
৪) কুলাউড়া উপজেলার চেয়্যারম্যান ও কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি একেএম সফি সালমান।

৫) যায়যায়দিনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা

২০শে এপ্রিল, ২০২১

মালি | আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ হামলায় জাতিসংঘের ৫৩ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

বিজয়ের মাস পবিত্র রমজানে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর একের পর এক বীরত্বপূর্ণ হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা শাখার জানবায মুজাহিদিনগণ। তাদের ৩টি অভিযানেই জাতিসংঘ ও চাদিয়ান বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত এবং ৪২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ এপ্রিল, মালিতে অবস্থান নেওয়া ক্রুসেডার মিনোসুমা বাহিনীর হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চাদিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদগণ।

ঐদিন মালির আগুয়েলহক অঞ্চলে চাদিয়ান বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে বিশাল আকারের সামরিক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। সকাল ছয়টার দিকে শুরু হওয়া এই অভিযান প্রায় দেড় ঘন্টা যাবত স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে মুজাহিদগণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে ৪০টি মর্টার ছুঁড়েছিলন। চাদিয়ান স্পেশাল ফোর্স নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের এই দলটি সেদিন মুজাহিদদের হামলায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

আঞ্চলিক সূত্রগুলো জানায়, মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে অভিযানের পূর্বে ঐদিন ঘাঁটির আশপাশে থাকা মিনোসুমা বাহিনীর চেকপয়েন্টগুলোতে তীব্র হামলা চালিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ চেকপয়েন্ট গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর মুজাহিদগণ সরাসরি ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছিলেন।

একইদিন সকাল ৮টায় আগুয়েলহক অঞ্চল থেকে ৫০০ মিটার দক্ষিণে মিনোসুমা জোটের চাদিয়ান বাহিনীর আরো একটি সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এখানেও তারা প্রায় এক ঘন্টা যবৎ অভিযান পরিচালনা করেন।

এই হামলার বিষয়ে মিনোসুমা জোটের চিফ অফ স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পিয়ের জোসেফ বলেছিল, এই অভিযানে প্রায় শতাধিক জিহাদী অংশ নিয়েছিল। তারা গাড়ি ও মোটরসাইকেলে আরোহন করে আরপিজি, রকেট লঞ্চার ও ভারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছে।

মুজাহিদদের এই অভিযান নিয়ন্ত্রণ করতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বোরখান ফোর্স ও ক্রুসেডার জার্মানি ফোর্স ২টি যুদ্ধ বিমান, কয়েকটি হেলিকপ্টার ও বোমারু ড্রোন নিয়ে উভয় স্থানে ঘাটির বাইরে অবস্থান নেয়। তবে ক্রুসেডার বাহিনী বিমান আর হেলিকপ্টার নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই মুজাহিদগণ কয়েক ডজন সৈন্যকে হত্যা ও আহত করেন। এরপর সকাল সাড়ে ৯ টায় মুজাহিদগণ স্থান ত্যাগ করেন।

মিনোসুমা ও মালিয়ান সরকারি পরিসংখান অনুযায়ী, মুজাহিদদের এই অভিযানে ৬ চাদিয়ান সৈন্য নিহত এবং ৩৪ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক যুদ্ধাস্ত্র এবং সাঁজোয়া যান। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সামরিক ঘাঁটি ২টি।

এর আগে গত ২ এপ্রিল, মালির মুপ্তি রাজ্যে মুজাহিদদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় চাদিয়ান বাহিনী। দেশটির জেনারেল গ্লেনস্পোর ও জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ৪ চাদিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। আঞ্চলিক সূত্র জানায়, আহত হয়েছে আরো ৬ এরও অধিক।

মালিতে চলিত মাসে চাদিয়ান বাহিনীর উপর মুজাহিদগণ সর্বশেষ অভিযানটি চালান গত ১৫ এপ্রিল। মুজাহিদ সমর্থক ও আঞ্চলিক সূত্র জানায়, মালির মন্ডোরো বা ডুয়েঞ্জা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে চাদিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। এতে ক্রুসেডার জাতিসংঘের জোটবদ্ধ চাদিয়ান বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

সামরিক দিক থেকে চাদিয়ান বাহিনী পশ্চিম আফ্রিকার সবচাইতে শক্তিশালী ও দক্ষ সামরিক বাহিনী হিসাবে পরিচিত। আর এতে গর্ববোধও করে থাকে চাদ। কিন্তু মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মালিতে যুদ্ধে নামার দেড় মাসের মাথাই মুজাহিদগণ চাদিয়ান বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে লাঞ্ছনাকর পরাজয় ও লাশের কফিন উপহার দিতে শুরু করেছেন,আলহামদুলিল্লাহ্

সন্ত্রাসী আইএসের হামলায় শহিদ হলেন তালেবানের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্বশীল মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবারকে (রহঃ) শহিদ করার দাবি করেছে আইএস সন্ত্রাসীরা।

খারেজি আইএস সন্ত্রাসীদের অফিসিয়াল সংবাদ মিডিয়ায় প্রকাশিত এক খবরে দাবি করা হয়েছে যে, গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখুয়ার রাজধানী পেশোয়ারে তালেবানদের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবার (রহঃ) কে শহিদ করেছে আইএস সন্ত্রাসীরা। পেশওয়ারের 'হাজী ক্যাম্প' এলাকায় এই হৃদয়বাদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবার (রহঃ) ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন প্রাদেশিক সেনা প্রধান হিসাবে নানগারহারে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি প্রদেশটির খোগিয়ান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের সুরখারোড, খোগিয়ান ও শেরজাদ জেলায় সবাচাইতে বেশি সক্রিয় ছিলেন। একসময় তিনটি জেলাই ছিল আইএসদের দখলে। এই জেলাগুলো থেকেই পরিচালিত সন্ত্রাসী কার্মকান্ডের মাধ্যমে অনেক

মুজাহিদ ও সাধারন আফগানীদের হত্যা করেছিল আইএস। এসময় মোল্লা রাহবার তার রণকৌশল আর সাহসীকতার মাধ্যমে নানগারহার আইএস সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করেন এবং প্রদেশটির প্রতিটি অঞ্চল থেকে আইএস সন্ত্রাসীদের ফেতনা নির্মূলে বড় ভূমিকা পালন করেন।

মোল্লা নেক মোহাম্মদ রাহবার (রহঃ) কে শহিদ করতে বেশ কয়েকবার ক্রুসেডার আমেরিকা বিমান ও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। অপরদিকে আইএসরা ২টি আত্মঘাতী হামলাসহ অনেক গুপ্ত হামলাও চালিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তিনি প্রতিবারই বেঁচে গিয়েছিলেন।

একজন তালেবান কমান্ডার 'হামাদ আফগান শেরজাদ' লিখেন- কিছুদিন পূর্বে আমি তাকে বলেছিলাম, তিনি যেন নিজের নিরাপত্তা আরো জোরদার করেন, পরিস্থিতি খুব ভালো না। তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, মৃত্যু জীবনে একবারই আসে, যা থেকে আমরা নিজেকে যতটাই লুকিয়ে রাখিনা কেন সে আমাদের পিছু ছাড়বেনা, তবে আমার ইচ্ছা শাহাদাত বরণ করা।

আল্লাহু আকবার, এভাবেই নেতারা শাহাদাত কামনার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে নিজেদের দো'আ কবুল করে নিয়েছেন এবং শাহাদাতের গৌরব লাবে ধন্য হয়েছেন।

ওস্তাদ ইয়াসির রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, শহীদরা হল চলমান জিহাদের জন্য পেট্রোল, আর পেট্রোল জিহাদ নামক এই যন্ত্রটিকে তার গন্তব্যে চালিত করে।

সিরিয়া | রাশিয়ান ক্রুসেডার ও নুসাইরিদের উপর মুজাহিদদের মিসাইল হামলা, ডজনখানেক হতাহত

সিরিয়ার আনসার আল তাওহীদ গ্রুপের জানবায মুজাহিদীনরা ইদলিবের দক্ষিণ গ্রামাঞ্চলে রাশিয়ান ক্রুসেডার ও নুসাইরি আসাদ সরকারের সামরিক ঘাঁটিতে সফল রকেট ও আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন।

আনসার আত-তাওহীদের অফিসিয়াল মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ইদলিবের দক্ষিণাঞ্চলের মালাজা গ্রামে গত সোমবার মধ্য রাতে হামিম মডেলের রকেট ও আর্টিলারি শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদীনরা। রকেট ও আর্টিলারি শেলগুলো সরাসরি রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানে। এই হামলায় দুই রাশিয়ান অফিসার গুরুতর আহত ও অন্তত ডজনখানেক নুসাইরি সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত ট্যাংকের কামান ও আর্টিলারিকে নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন করে নতুন বিভিন্ন মডেলের কামান তৈরি করেন আনসার আত-তাওহীদের মুজাহিদীনরা। এসব আর্টিলারি ও বিভিন্ন মডেলের রকেট দিয়ে প্রায়ই আচমকা হামলা করে রাশিয়ান ও নুসাইরি বাহিনীর ক্ষতিসাধন করে থাকেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রে ৫ বছরে সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে নিহত ১৬৫৩ কৃষ্ণাঙ্গ

যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে অন্তত ১৬৫৩ জন কৃষ্ণাঙ্গ খুন হয়েছে পুলিশের হাতে। এই খুনগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুনি পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেশটির নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত পুলিশকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলেও সুপ্রিম কোর্টে তারা মুক্তি পেয়ে যায়। এই মুক্তি পাওয়ার পেছনে সুপ্রিম কোর্টে পুলিশের শক্তিশালী ইউনিয়নের প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে।

উল্লিখিত পাঁচ বছরে যে খুনগুলো হয়েছে তার চেয়েও বেশিসংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশের হাতে মারা গেছেন বলে দাবি অনেক মানবাধিকার সংগঠনের।

সম্প্রতি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা যুক্তরাষ্ট্র পুলিশের হাতে নিহত কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বিস্তারিত নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ২০১৪ সালে অ্যান্ডারসন নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার বিষয় উল্লেখ করা হয়।

বলা হয়, স্কট অলড্রিজ ও ব্রায়ান মায়ের নামে দুই পুলিশের হাতে নির্মমভাবে মারা যান তানিশা অ্যান্ডারসন নামের ৩৭ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী। ওই ঘটনায় আদালত পুলিশ অলড্রিজকে ১০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করে এবং মায়েরকে শুধু লিখিত সতর্কতামূলক নোটিস দেয়। এর বাইরে ওই হত্যা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। একই বছর মাইকেল ব্রাউন নামে ১৮ বছর বয়সী অপর এক কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। ব্রাউন রাস্তায় তার বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিলেন। ওই অবস্থায় তাকে গুলি করে পুলিশ। ওই ঘটনায় দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তামির রাইস নামে ১২ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ পার্কে বসে একটি খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলছিল। পুলিশ অফিসার টিমোথি লোহম্যান খেলনা বন্দুক হাতে তামিরকে গুলি করে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় কিছু সমালোচনা হলেও দায়ী পুলিশ টিমোথির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এরকি গার্নার রাস্তায় খোলা সিগারেট বিক্রি করছিলেন। অফিসার ড্যানিয়েল প্যান্টেলিও গার্নারকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হন। তখন উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে গার্নারের কণ্ঠরোধ করে ড্যানিয়েল। তখন মোট ১১ বার গার্নারকে বলতে শোনা যায় 'আমি শ্বাস নিতে পারছি না'। মারা যান গার্নার। ওই ঘটনায় ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং শাস্তি হিসেবে তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ডেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২০১৫ সালে জ্যানিশা ফনভিল নামে এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গকে নিজ বাসায় হত্যা করে অ্যান্থনি হলজহাউয়ার ও শন শেফিল্ড নামে দুই শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। ঘটনার সময় জ্যানিশার হাতে একটি ছুরি ছিল। ওই ছুরি থাকার কারণেই তাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

বান্দরবানে কথিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ২

বান্দরবানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণার ঠুনকো অভিযোগে হেফাজতে ইসলামের দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মুরতাদ পুলিশ।

সোমবার দুপুরে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ও চাকঢালা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলেন— বাইশারী ইউনিয়নের দক্ষিণ বাইশারী গ্রামের বাসিন্দা মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে হাফেজ এইচএম হামিদুর রহমান (২৭) এবং নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের চাকঢালা এলাকার মৃত মকবুল আহমদের ছেলে অলি আহমদ (২৬)। আটকের পর তাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি আলমগীর হোসেন বলেছে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

ঘুষের বিনিময়ে নারীঘটিত সমস্যার সমাধান করতো মেম্বার ও আ.লীগ সভাপতি

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার পারভাঙ্গুড়া ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের একজন সদস্য। নাম হারুন উর রশিদ। এলাকায় সংগঠিত নারী নির্যাতন, পরকীয়া বা ধর্ষণ যাই ঘটুক না কেনো টাকার বিনিময়ে সব ঘটনার মীমাংসা দেন তিনি ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই।

শুধু তাই নয় আপত্তিকর অবস্থায় স্থানীয়দের হাতে ধরা খাওয়া লোকদের টাকার বিনিময়ে মুক্ত করে দেন এই দুই নেতা। তাদের কথা না মানলে ভয় দেখান থানা পুলিশের।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত তিন দিনে ওই ওয়ার্ডে দুইটি নারী ঘটিত ঘটনা ঘটে। পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর উপজেলার বেরহাওলিয়া গ্রামের আব্দুল মোমিন নামের এক বিবাহিত যুবকের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্কে সোমবার রাতে পারভাঙ্গুড়া গ্রামে আসলে এলাকাবাসী তাদের আপত্তিকর অবস্থায় ঘেরাও করে। অবস্থা বেগতিক দেখে মোটরসাইকেল রেখে সে দৌড়ে পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পরে।

ঘটনা শুনে ইউপি সদস্য হারুনুর রশিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হাই মমিনকে নিজ জিম্মায় নিয়ে পারভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন পরিষদে ভবনে আটকে রাখেন। সকালে মোমিনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে হারুন যুগান্তরের প্রতিনিধিকে টাকা নিয়ে বিষয়টি চেপে যেতে অনুরোধ করেন।

এদিকে গত শুক্রবার রাতে পারভাঙ্গুড়া গ্রামের মুজিবুর রহমানের ছেলে মকবুল হোসেন পাশের বাড়ির এক গৃহবধূর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার সময় এলাকাবাসীর ধাওয়ায় দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে ওই গৃহবধূর স্বামী থানায় অভিযোগ দিতে চাইলে ইউপি সদস্য হারুনুর রশিদ ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ থাকতে হুমকি দেন।

পরদিন সালিশ বসিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করেন তারা। তবে ওই দুই নারীর পরিবার সালিশের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার বিষয়ে মুখ খোলেননি।

শুধু এই দুটি ঘটনা নয়, নারীঘটিত যে কোনো ঘটনা ঘটলেই ইউপি সদস্য হারুনুর রশিদ ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল হাই জোরপূর্বক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিষয়গুলো ধামাচাপা দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা টাকা দিতে না চাইলেই তাদেরকে মারধর করাসহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ভয় দেখান তারা। এমনকি অভিযুক্তদের কাছ থেকে আদায় করা টাকাও নির্যাতিত নারীদের পরিবারকে না দিয়ে আত্মসাৎ করেন এই দুই ব্যক্তি।

এ বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহিম বলেন, সোমবার রাতে আমরা কয়েকজন যুবক ধাওয়া করে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত মমিন নামে এক যুবককে আটক করে ইউপি সদস্যের কাছে দেই। কিন্তু তিনি পরে তাকে পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক।

অভিযোগের বিষয়ে ইউপি সদস্য হারুনুর রশিদ বলেন, দুই পরিবারের চাপে নারীঘটিত বিষয়গুলো মীমাংসা করেছি। তবে এরপরে আর করব না। সাংবাদিকদের জন্য টাকা রেখে দিয়েছি টাকা নিয়ে এবারের মতো চেপে গেলে খুশি হব।

১৯শে এপ্রিল, ২০২১

আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ২০ হাজারেরও বেশি

আফগানিস্তানে এখনো ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদিত মোট সামরিক কর্মীর সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশি। বলছে 'সিবিআই'।

আফগানিস্তানের পুনর্নির্মাণ কমিটির পরিদর্শক (সিবিআই) প্রধান 'জন সোপকো' দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ ১৯ এপ্রিল তার বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে।

সোপকের ভাষ্যমতে, মুরতাদ কাবুল সরকার বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল, এককভাবে তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করারমত কোন সমর্থও নেই কাবুল সরকারের। অন্য একজন রাজনীতিবিদ বলেন, বিদেশী সেনারা আফগানিস্তান ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই কাবুল দখল করারমত সক্ষমতা রয়েছে তালেবানদের।

'সিবিআই' প্রধান তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে দেশে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতীর চাঞ্চল্যকর বিবরণও দিয়েছিল। সোপকো বলেছিল যে, আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের (পেন্টাগন) অধিভুক্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মীর সংখ্যা ১৮ হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে ৬ হাজার আমেরিকান এবং ৭ হাজার তৃতীয় দেশের সৈন্য রয়েছে।

এছাড়াও এসব সৈন্যদের মধ্যে বেশ কিছু ভাড়াটে সৈন্যও ররয়েছে। রয়েছে সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে কাজ করারমত আরো অনেক কর্মী। পেন্টাগনের সাথে চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়েছে।

অপরদিকে সরকার তাদের পরিসংখ্যানে প্রচার করে চলছে যে, আফগানিস্তানে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার আমেরিকান সেনা রয়েছে। ক্রুসেডার আমেরিকার এমন কর্মকান্ড স্পষ্টই দোহা চুক্তির লঙ্ঘন।

আমেরিকার এমন চুক্তি বিরুধী কার্যক্রম এখানে যুদ্ধের তীব্রতাকে যেকোন মূহুর্তেই বাড়িয়ে দিতে পারে। তালেবানদের তথ্যমতে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে আমেরিকা ১২০০ এরও বেশি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। আমেরিকা এভাবে বারংবার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তারা যদি এখনো হেরফের করার চেষ্টা করে, তাহলে মুজাহিদগণ যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার রাখেন। মুজাহিদদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যই আমেরিকা দায়ী থাকবে।

সোমালিয়া | বালআদ শহরে নতুন করে তীব্র লড়াই শুরু, মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বালআদ শহরে ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের। এতে কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী ও আঞ্চলিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত ১৮ এপ্রিল থেকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর গুরুত্বপূর্ণ শহর বালআদে হারাকাতুশ শাবাব ও ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে শহরটির জালুলী শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। চারদিক থেকে গুলাগুলি ও অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ ভেসে আসছে।

সকল প্রশংসা এক মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার, কারণ সূত্র আরো জানায়, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ইতিমধ্যে জালুলী শহরে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ গতকাল রাত পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে, ক্রুসেডার বাহিনীকে এই যুদ্ধে ভারি জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব গুণতে হচ্ছে। কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্সে করে হতাহত সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরের কেন্দ্রীয় হাসপাতালে।

এদিন শাবেলী সুফলা রাজ্যের অনলাইন শহরেও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর সাথে একটি লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যার ফলে ৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য- রোজগান প্রদেশ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আফগানিস্তান। একটু পরপরই উচুঁ-নিচু পাহাড় আর ছোট বড় টিলায় ঢাকা এই দেশ। শীতে এর প্রাকৃত সুন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলে বরফে ঢাকা এই পাহাড় আর টিলাগুলো। বসন্তে নামতেই এর সুন্দর্যতাকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় চারপাশে সবুজের সমারোহ, নীল আকাশের নিচে সবুজ গালিচা পেতে থাকা সজীব প্রকৃতি। উঁচু-নিচু পাহাড় ও টিলাঘেরা যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশ যেন তখন সবুজের মাঝে নিজের প্রাকৃতিক পরিচয়কে খোঁজে ফিরে পায়।

একটু পরপরই দেখা মিলে পাহাড় ভেদ করে নেমে আসা ঝরনাধারা, কানে ভেসে আসে ঝরনাধারার কলকল ও পাখির কিচিরমিচির শব্দমালা। পাহাড়ের ফাঁকেফাঁকেই সমতল ভূমিতে গড়ে উঠছে এখানে অনেক জনপদ, শহর ও শহরতলি। মানুষের চলাচলের জন্য আছে পাহাড় ঘেঁষা আঁকাবাঁকা ও উচুঁ-নিচু রাস্তা।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান শাসিত রোজগানের প্রাদেশের রাজধানী তিরিনকোট ও দেরাদুন জেলার এমনই কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বেশ কিছু ছবি ক্যামেরা বন্দী করেছেন আল-ইমারাহ ইস্টুডিও'র ফটোগ্রাফার মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/04/19/48660/

কাশ্মীরে রমজান উপলক্ষে শিশুদের সিরাত পাঠ-প্রতিযোগিতার আয়োজন

রমজান উপলক্ষে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় মাসব্যাপী কিশোরদের "সিরাত পাঠ এবং প্রতিযোগিতা"র আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে নবী জীবনের নির্দিষ্ট অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে কিছুক্ষণের জন্য। সবশেষ থাকে গতদিনের টপিকের ওপর প্রতিযোগিতা। সবাইকে শান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি

বিজয়ীদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। রমজানের দিন যত বাড়ছে কিশোরদের অংশগ্রহণও তত বাড়ছে।

আসলে কাশ্মীরের নাম শুনলেই আমাদের কী মনে হয়? ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্যস্থ এক জনপদের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে? বিশ্বের সর্বাধিক সেনা বেষ্টিত অবরুদ্ধ উপত্যকায় এটা হয়ত স্বাভাবিক চিত্র। এই তো রমজান শুরু হওয়ার পরেও ভূয়া এনকাউন্টারের নামে 'জানা মহল্লা'র এক মসজিদে ঢুকে নিরীহ কয়েকজন কাশ্মীরী যুবককে খুন করেছে ভারতীয় মালাউন সেনারা।

কিন্তু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার বাইরে উপত্যকার মানুষদের জীবনের আরও তো অনুসঙ্গ রয়েছে। আমরা তার কতটুকু জানি?

পাকিস্তানে ফ্রান্সবিরোধী বিক্ষোভে মুরতাদ পুলিশের গুলিতে নিহত ৪

পাকিস্তানের ফ্রান্স বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি) নামে সংগঠনের চারজন সমর্থককে পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করেছে জানিয়েছে সংগঠনটি।

এদিকে দেশটির প্রশাসন দাবি করেছে লাহোরে পুলিশ সদর দফতর থেকে পুলিশের ছয় সদস্যকে জিম্মি করে রেখেছে টিএলপি।

রবিবারের (১৮ এপ্রিল) বিক্ষোভে চারজন সমর্থককে পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করেছে বলে দাবি টিএলপির। খবর রয়টার্সের।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্টুন প্রকাশ করার জেরে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারের দাবিতে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছে টিএলপি। এ নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ করে আসছে টিএলপির সমর্থকরা। এ ঘটনায় সরকার টিএলপির নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর বিক্ষোভ আরও চরম আকার ধারণ করেছে।

কয়েকদিন ধরে চলা এ বিক্ষোভে অন্তত চারজন নিহত ও শত শত বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। এছাড়া হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়াও টিএলপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার।

লাহোর পুলিশের মুখপাত্র আরিফ রানা বলেছে, টিএলপি সমর্থকদের দ্বারা জিম্মিকৃত ছয়জনের মধ্যে একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা ও প্যারামিলিটারি বাহিনীর দুইজন সদস্য রয়েছে।

টিএলপির মুখপাত্র শফিক আমিনি রয়টার্সকে বলেছেন, রবিবার তাদের সংগঠনের চারজন সদস্য পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

গত সপ্তাহে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকে পাকিস্তানের চ্যানেলগুলোকে ওই সংগঠনের কভারেজ প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। রবিবার সংঘর্ষের এলাকায় মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ ব্যহত হচ্ছে।

লাহোরের চক ইয়াতিমকাহানে টিএলপির সদর দফতরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে সমর্থকরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করছেন। সংগঠনটিকে সমর্থন করে হ্যাশট্যাগ এখন পাকিস্তানের ট্রেন্ডিং-এ আছে।

ভিডিতে দেখা যায়, হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছে। বাতাসে টিয়ার গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে ও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্য ভিডিওতে দেখা যায়, আহত বিক্ষোভকারীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফটো রিপোর্ট | আল-কায়েদা মুজাহিদিন কর্তৃক বা'দাউইন জেলা বিজয়ের আনন্দঘন মূহুর্ত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত শুক্রবার বিনা যুদ্ধে সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বা'দাউইন জেলা ও তার পার্শবর্তী এলাকাগুলো বিজয় করে নিয়েছেন। বিজয়ের পূর্বে মুজাহিদগণ বা'দাউইনের আঞ্চলিক সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন বলেও জানা যায়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনী মুজাহিদদের ভয়ে বা'দাউইন জেলা ও আশপাশের এলাকাগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন ও তাওহিদী জনতা শহরে প্রবেশের সকল পথ মুজাহিদদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মুজাহিদগণ বিনা যুদ্ধে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি, জেলা ও আশপাশের এলাকাগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে স্থানীয় জনগণ মুজাহিদদেরকে স্বাগত জানিয়ে শহরে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন।

বিজয়ের মাস পবিত্র মাহে রমজানে মুজাহিদদের বিজয়ের আনন্দঘন মূহুর্তগুলো উপভোগ করুন...

১৮ই এপ্রিল, ২০২১

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হল ৫২০ পৃষ্ঠার প্রামাণ্যচিত্র

তালেবান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রথম আমীরুল মু'মিনিন প্রয়াত মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ (রহ.) এর জীবন ও কর্ম এবং সংগ্রামের অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিশাল এক ডুকুমেন্টারি।

'তৃতীয় ওমর' নামে এই ডুকুমেন্টারিটি প্রাথমিকভাবে পুশ্তু ভাষায় সুন্দর নকশাকৃত ৫২০ পৃষ্ঠার বিশাল একটি বই আকারে ছাপা হয়েছে, যাতে একটি ভূমিকা এবং ৮টি অধ্যায় রয়েছে। এতে ইসলামী উম্মাহর এই মহান নেতার জীবন ও সংগ্রামের সমস্ত দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তালেবানদের সাংস্কৃতিক কমিশনের উপ-প্রধান আহমদুল্লাহ্ ওয়াসিক হাফিজাহুল্লাহ্ বইটি হাতে পেয়ে বলেন, আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ (রহঃ) জীবন সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি ডকুমেন্টারি পেতে অনেক আগ থেকেই আমি আগ্রহী ছিলাম। আজ আমি আমার প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সম্মানিত ভাই ক্বারী আব্দুস সাত্তার সাঈদের কাছ থেকে এমনই একটি বই পেয়েছি, আমি বইটি দেখে খুবই খুশি হয়েছি।

তিনি আরো বলেন, প্রিয় লেখক ও কবি মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (রহঃ) কে নিয়ে এমন একটি ইতিহাস ও তথ্য নির্ভর বই লিখেছেন, যার জন্য সমস্ত লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ অধীর আগ্রহে ছিলেন। লেখক একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন এবং অন্যদের কাঁধ হালকা করেছেন।

এদিকে বইটির লেখক মুহতারাম ক্বারী আব্দুস সাত্তার সাঈদ হাফিজাহুল্লাহ্ লিখেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমার জীবনের অন্যতম ও বৃহত্তম আকাঙ্খার পর অবশেষে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি ঐসব বন্ধু ও মুজাহিদ দায়িত্বশীল ভাইদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জনাই, যারা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও তথ্য দিয়ে আমাকে এই কাজ সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন।

বইটির বিষয়বস্তুগুলি দেখার পর এটি বুঝা যাচ্ছে যে, বইটি লিখার ক্ষেত্রে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (রহঃ) এর পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তালেবান নেতৃত্ব পরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য এমনসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ (রহঃ) এর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

তালেবান দায়িত্বশীলগণ জানিয়েছেন যে, মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ ও তালেবানদের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি খুব শীগ্রই আরবি, ফারসি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ্

বইটির মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

ভূমিকা: জীবন ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১ম অধ্যায়: জন্ম থেকে মৃত্যু

২য় অধ্যায়: কমিউনিজামের বিরুদ্ধে জিহাদ

৩য় অধ্যায়: তালেবান ইসলামি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা

৪র্থ অধ্যায়: ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

৫ম অধ্যায়: ইমারতে ইসলামিয়ার অবস্থান এবং আমীরুল মু'মিনিনের দৈনিক কর্যক্রম

৬ষ্ঠ অধ্যায়: আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন

৭ম অধ্যায়: ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধ জিহাদ অব্যাহত রাখা

৮ম অধ্যায়: গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও স্মৃতি

এই প্রামাণ্যচিত্রটির আগেও মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের জীবন ও সংগ্রামের উপর কিছু বই রচিত হয়েছিল। তবে 'তৃতীয় ওমর' নামে নতুন এই রচনাটি ইতিহাস ও তথ্যের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান এবং একটি মাস্টারপিস।

এবার মামুনুল হককেই গ্রেপ্তার করল ভারতীয় দালাল ত্বাগুত বাহিনী

অবশেষে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব আল্লামা মামুনুল হককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর মুরতাদ পুলিশের তেজগাঁও বিভাগ। মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার বেলা একটার দিকে শায়খুল হাদিস সাহেবকে মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে মাফিয়া সরকারের গোলাম বাহিনীর ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম।

সাধারণ জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলা, ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকা মামুনুল হককে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের পরপরই বিক্ষোভ মিছিল করেছেন সাধারণ জনগণ। যুবকদের ওই বিক্ষোভে শায়খুল হাদিসের প্রতি তাদের অগাধ ভালোবাসার প্রমান করে। মুহম্মদপুর থেকে করা হয় বিক্ষোভটি।

পুলিশের তেজগাঁও জোনের উপকমিশনার হারুন অর রশিদের নেতৃত্বে একটি দল শায়খুল হাদিসকে গ্রেপ্তার করে। মাওলানা মামুনুল হককে তেজগাঁওয়ের উপ পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মাওলানা মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ৮ বছর আগের ২০১৩ সালের একটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানায় পেটুয়া ডিএমপি কমিশনার। ৮ বছর আগের মামলার জন্য গ্রেফতার স্বাভাবিকভাবেই গ্রেফতারের উদ্দেশ্য খুব ভালোভাবেই ফুটে ওঠে।

কথিত লকডাউনের উদ্দেশ্য ছিলো হেফাজতে ইসলামের নেতাদের গ্রেফতার করে ন্যায়ের আন্দোলনকে স্তমিত করা। আর মামুনুল হককে গ্রেফতার হলো তার শেষ চাল। জনগণের কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দিতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেই মতামত প্রায় সকল ঘরানার মানুষের।

ফটো রিপোর্ট | ক্রুসেডার বাহিনীর উপর মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল আল-কাতাইব মিডিয়া ফাউন্ডেশন 'মুজাহিদদের আখলাক' শিরোনামে প্রকাশিত ভিডিওটির দ্বিতীয় পর্বও ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন। প্রায় আধা ঘন্টার এই ভিডিওটিতে কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬ ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ৩টি অভিযানের ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। এসব অভিযানে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী থেকে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের চিত্রও দেখানো হয়। ভিডিওতে দেখা যায় যে, গনিমত প্রাপ্ত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে সেক্যুলার তুরস্কের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও আরব আমিরাতের সাঁজোয়া যানগুলো। যেগুলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধ পরিচালিত যুদ্ধে ক্রুসেডার ও মুরতাদ সরকারদের দিয়েছিল মুসলিম নামধারী এসব শাসকরা।

(ভিডিওটি খুব শীগ্রই আপনাদের খেদমতে পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্)

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/04/18/48638/

মাসিক রিপোর্ট | কাবুল প্রশাসনে কর্মরত ১০৬২ সেনা ও পুলিশ সদস্যের তালেবানে যোগদান

কাবুল সরকারের অন্তত এক হাজার কর্মকর্তা গত মার্চ মাসে বিরোধী দল ত্যাগ করে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন।

এ বিষয়ে তালেবানের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশন এক প্রতিবেদনে পিডিএফ ফরম্যাটে যোগদানকারী সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিবরণ প্রকাশ করেছে। যেখানে বলা হয়েছে "দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১০৬২ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য যারা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় কর্মরত ছিলেন, তারা সত্যতা বুঝতে পেরে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন।"

তালিবান জানিয়েছে, যোগদানকারী এসব সেনা ও পুলিশ সদস্যরা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, রেডিও, সাঁজোয়া যান এবং প্রচুরসংখ্যক গোলাবারুদও মুজাহিদদের হাতে দিয়েছেন।

মুজাহিদদের সাথে পুনর্মিলিত সরকারি আধিকারিকরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা আর কাবুল প্রশাসনের সাথে দেখা বা যোগাযোগ করবে না।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় তালেবান কর্মকর্তারা যোগদানকারী সেনা ও পুলিশ সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, পাশাপাশি এসব সদস্যদের পুরষ্কার ও নগদ অর্থ প্রদান করেছেন।

বড়াইবাড়ী যুদ্ধ: আগের সাহসিকতায় নেই বাংলাদেশ বর্ডারগার্ড

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুড়িগ্রামের একটি গ্রাম বড়াইবাড়ি। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের লাগোয়া এই গ্রামটি অবস্থিত।

২০০১ সালের ১৮ই এপ্রিল এই গ্রামে ঘটে যায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

২০০১ সালে আজকের এই দিনে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ কোন প্রকার কারণ ছাড়াই অতর্কিত ভাবে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডে। ১০৬৭/৩ পিলার অতিক্রম করে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বড়াইবাড়ী বিডিআর ক্যাম্পের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে। বড়াইবাড়ী বিডিআর ক্যাম্পসহ আশপাশের গ্রাম তাদের দখলে নিতে এ বর্বরোচিত আক্রমণ মিশন ছিল তাদের। বাংলাদেশী ভূখন্ডে হানাদার বিএসএফ বাহিনীর গুলীতে নিহত হয় ৩ বিডিআর জোয়ান। অপরদিকে বিডিআরের গুলিতে বিএসএফ অফিসারসহ নিহত হয় ১৬ জনের অধিক মালাউন সদস্য। বিএসএফ বাহিনী পুড়িয়ে দেয় শতাধিক ঘরবাড়ি। এতে ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় কোটি টাকার সম্পদ।
ঘটনার দিন ১৭ এপ্রিল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বড়াইবাড়ী বিওপিতে ডিউটিতে ছিলেন মাত্র ১১ জন বিডিআর সদস্য। ভোর ৫টার দিকে সীমান্তের ওপার থেকে আসা ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত বিএসএফ বাহিনী স্থানীয়

গ্রামবাসীর কাছে হিন্দি ভাষায় জানতে চায়, বিডিআরের ক্যাম্প কোথায়? তখন গ্রামবাসী বুঝতে পারেন এরা ভারতের বিএসএফের সদস্য। সুচতুর লাল মিয়া ক্যাম্পের পরিবর্তে ক্যাম্প সদৃশ্য একটি প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে দেয়। বিএসএফ সদস্যরা বিডিআর

ক্যাম্প ভেবে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে থাকে সেদিকে। এর ফাঁকে লাল মিয়া দৌড়ে গিয়ে বড়াইবাড়ী ক্যাম্পের বিডিআর জোয়ানদের খবর দেয়। বিডিআর জোয়ানরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তাদেরকে সাহায্য করে স্থানীয় গ্রামবাসী। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ফায়ার। শত শত গুলি, চারিদিক থেকে গুলি। আমিও তখন অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম।"

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে ভোর পাঁচটা থেকে তীব্র গোলাগুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠে বড়াইবাড়ি গ্রাম ও তার আশপাশের এলাকা।

এরই মধ্যে আশপাশের আরো দুটি বিডিআর ক্যাম্প থেকে আরো ২০জন সদস্য বড়াইবাড়িতে আসেন। তারা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে বিএসএফকে প্রতিহত করে। বড়াইবাড়িতে যখন তীব্র সংঘর্ষ চলছে তখন ঢাকায় তৎকালীন বিডিআর (এখন বিজিবি) সদরদপ্তরের নির্দেশনায় জামালপুর এবং ময়মনসিংহ থেকে আরো বিডিআর সদস্য পাঠানো হয় কুড়িগ্রামের বড়াইবাড়িতে।

ময়মনসিংহ এবং জামালপুর থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বিডিআর সদস্যরা বড়াইবাড়িতে গিয়ে পৌঁছান।

এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবারো শুরু হয় গোলাগুলি। এভাবে ১৮ই এপ্রিল সারাদিন এবং রাত গড়িয়ে ১৯শে এপ্রিল রাত পর্যন্ত থেমে থেমে গোলাগুলি চলে।

বড়াইবাড়ি সংঘাতে ১৬জন বিএসএফ সদস্যের মৃতদেহ পাওয়া যায় বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং তৎকালীন বিডিআর সদস্যদের দাবি ছিল, সে ঘটনায় বিএসএফ'র আরো বেশি সৈন্য মারা গেলেও অনেকের মৃতদেহ তারা ভারতে নিয়ে গেছে।

বড়াইবাড়ির বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম লাল উল্লেখ করেন, যে ১৬জন সৈন্যের মৃতদেহ নিতে পারেনি সেগুলো বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ধানক্ষেতে পাওয়া যায়।

কেন রৌমারি আক্রমণ?

কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ আক্রমণ করার একটি পটভূমি রয়েছে।

বিডিআরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) ফজলুর রহমান ২০১২ সালে বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সিলেটের পদুয়াতে। সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ভারতের বিএসএফ একটি ক্যাম্প করে দীর্ঘদিন সে জায়গা দখল করে আছে।

সিলেটের পদুয়ায় বিএসএফের সে ক্যাম্প নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না।

২০০১ সালের প্রথম দিকে ভারতের বিএসএফ তাদের পাশের আরেকটি ক্যাম্পের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ শুরু করে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতর দিয়ে।

এই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে বাংলাদেশের বিডিআর আপত্তি তুললেও ভারতের বিএসএফ তাতে কর্ণপাত না করে তাদের কাজ অব্যাহত রাখে।

এমন অবস্থায় বিডিআরের সে এলাকায় তাদের একটি অস্থায়ী অপারেশনাল ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

"আমরা পদুয়াতে যাই এবং সেখানে তিনটা ক্যাম্প স্থাপন করি। বিএসএফ সেখানে ছয়টা ফায়ার করে। এরপর তারা প্রায় ৭০ জনের মতো সেখানে সারেন্ডার করে। আমরা পদুয়া দখল করে নিয়েছি।"

তিনি বলেন, পদুয়ার ঘটনার জের ধরে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তের বড়ইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্প দখলের জন্য বিএসএফ বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকে।

ধারণা করা হয় ১৬ এপ্রিল সিলেটের পাদুয়ায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে দখল করতে গিয়ে বিডিআর জোয়ানদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই তারা এ আক্রমণ চালায়।

এই যুদ্ধ ৪২ ঘণ্টাব্যাপী চলে। বিএসএফ হানাদারদের তাণ্ডবে পুড়ে ছাই হয়েছিল বড়াইবাড়ী গ্রামের ৮৯টি বাড়ি। সরকারি হিসেবে মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭২ লাখ টাকা।

ঘটনার দুদিন পরে বাংলাদেশের ভেতরে নিহত ১৬জন বিএসএফ সৈন্যের মরদেহ ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কিন্তু শুরুতে ভারত সেগুলো গ্রহণ করতে চায়নি। কারণ, মৃতদেহগুলো অনেকটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

বিএসএফ'র এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে ২০০১ সালের ২০শে এপ্রিল ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিডিআর যেসব মৃতদেহ এনেছিল প্রায় সবগুলোই এতোটা বিকৃত হয়ে গেছে যে সেগুলো চেনা যাচ্ছে না।
রৌমারি সংঘাতের পর অনেকে বিডিআরের ভূমিকাকে 'সাহসী' হিসেবে বর্ণনা করেন।
রৌমারীর ঘটনার পর মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে বিডিআরের প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে সেনাবাহিনীতে ফেরত আনা হয়।

জেনারেল রহমান বলেন, "আপনারাই বিচার করুন। বর্ডারে রক্ষণাবেক্ষণ করবার দায়িত্বেই আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। আমি যদি ঐ সময়ে আপোষ করতাম, তাহলে এই সমালোচনা আমাকে শুনতে হতো না। আমার তো কাজই হলো সীমান্ত রক্ষা করা এবং সীমান্তের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া।"

এই যুদ্ধে বাংলাদেশের এক অবিস্মরণীয় জয় হয়, ভারতীয় সীমান্তবাহিনী বিএসএফ বিডিআর এর সাহসিকতা ও উপস্থিত পাল্টা আক্রমণে হার মানতে বাধ্য হয় এবং হয় শোচনীয় পরাজয়ের শিকার।
সূত্র: বিবিসি বাংলা

ফটো রিপোর্ট | আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সামরিক ক্যাম্পে একদল তালেবান কমান্ডো

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান কর্তৃক পরিচালিত 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর' (রাঃ) সামরিক ক্যাম্প থেকে অসাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হয়েছেন কয়েক ডজন তরুন তালেবান কমান্ডো মুজাহিদ।

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার জন্য পবিত্র এই জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/04/18/48629/

১৭ই এপ্রিল, ২০২১

আল-শাবাবের সাথে 'কিউবিস ক্ল্যান' সরকারের চুক্তি, বা'দাউইন শহরে উড়ছে কালিমার পতাকা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বা'দাউইন অঞ্চলে বসবাসকারী ২টি বৃহত্তম সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক 'কিউবিস ক্ল্যান' সরকার আল-কায়েদার সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। এরপর গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটির পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

আঞ্চলিক সূত্র জানায় যে, বা'দওয়াইনের আঞ্চলিক সরকার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের সাথে দীর্ঘ বৈঠক ও আলোচনার পর, গত ১৫ এপ্রিল রাত সাড়ে ৪ টার দিকে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। অঞ্চলটির কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি জানান যে, বেশ কিছু বিষয়ে হারাকাতুশ শাবাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আঞ্চলিক সরকার, এরমধ্যে রয়েছে- অঞ্চলটির বিচার বিভাগ ও সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব থাকবে হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারতের অধীনে, সেই সাথে তারা অঞ্চলটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এছাড়া সরকারী অন্যান্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকবে আঞ্চলিক সরকারের অধীনে। তবে এসব স্থানে কোন অনিয়ম দেখে দিলে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে হারাকাতুশ শাবাব।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে- আল শাবাব মুজাহিদিন স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সহায়তায় বা'দওয়াইন অঞ্চলে কোন যুদ্ধ ছাড়াই কালিমা খচিত তাওহীদের পতাকা নিয়ে প্রবেশ করেন। জানা যায় যে, 'কিউবিস ক্ল্যান' সরকারের অধীনে বালেডউইন ও কিউবিস ২টি বৃহত্তর সম্প্রদায় বা'দাউইন জেলা ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে বাসবাস করেন। কোন যুদ্ধ ছাড়াই বর্তমানে এই বিশাল অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব করবে হারাকাতুশ শাবাব।

হারাকাতুশ শাবাব ও আঞ্চলিক সরকারের মাঝে এই চুক্তির পর কেন্দ্রীয় সোমালি মুরতাদ সরকারের সেনাবাহিনী বা'দাউইন অঞ্চল থেকে রাতের অন্ধাকারেই সরে পরে এবং পার্শবর্তী একটি থানায় আশ্রয় নেয়।

এই ঘটনায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের সামরিক নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তারা। পরে বাধ্য হয়ে মুরতাদ সামরিক নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা এবং তাদের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বা'দাউইন অঞ্চল থেকে সরে পড়বে। এরপর রাতে বা'দাউইন অঞ্চল ছেড়ে মাদাক রাজ্যের বাজিলা থানায় রাত কাটায় মুরতাদ বাহিনী।

শাহাদাহ্ নিউজ জানা যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ সরকারের সামরিক বাহিনী পালিয়ে যাওয়ার পরে কোন লড়াই ছাড়াই মধ্য সোমালিয়ায় মাদাক রাজ্যের কৌশলগত বা'দাউইন অঞ্চলের উপরে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

শাম | তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর কনভয়ে মুজাহিদদের বোমা হামলা

সিরিয়ার ইদলিবে দখলদার তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি কাফেলার উপর হামলা চালিয়েছেন 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক' গ্রুপ।

আঞ্চলিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ১৬ এপ্রিল দুপুরে, সিরিয়ার ইদলিব সিটির পূর্ব এল-করনিশ অঞ্চলে দখলদার তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীর কনভয় যাওয়ার পথে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র জানায় যে, রাস্তায় পূর্বে থেকেই পুঁতে রাখা একটি বিস্ফোরক দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছিল। এতে একটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্থ ও কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ইদলিবে তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই হামলার দায় স্বীকার করেছে, পূর্ব থেকেই তুর্কি বাহিনীর উপর হামলা চানোয় পরিচিত নাম 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক' গ্রুপ। দলটি রাতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে এই হামলার দায়ভার গ্রহণ করেছিল।

জিহাদী গ্রুপটি আরো দাবি করেছে যে, তারা গত ৮ এপ্রিল ইদলিবের দক্ষিণে জাবাল আয-যাউইয়্যাহ অঞ্চলেও তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে আরও একটি আক্রমণ চালিয়েছিল।

মসজিদ অভ্যন্তরে মায়ানমার সৈন্যদের গুলিতে এক মুসলিম নিহত

যুগের পর যুগ ধরে অন্যায়ভাবে মুসলিমদের উপর জাতিগত নিধন চালানো হচ্ছে মায়ানমারে, তারাই ধারাবাহিতায় এবার মসজিদ অভ্যন্তরে গুলি চালিয়ে এক মুসলিমকে হত্যা করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

গত ১৫ ই এপ্রিল, ২০২১ বৃহস্পতিবার, দেশটির মান্দালয়ের মহা অংমায়ান শহরের একটি মসজিদ অভ্যন্তরে হামলা চালিয়েছে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী, এসময় সেনাদের গুলিতে কো হাতেত (২৮) নামে এক মুসলিম নিহত হয়েছেন।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়, সকাল ১০টা নাগাদ আগ্রাসী মায়ানমারি সৈন্যরা শহরটির একটি মসজিদে আক্রমণ করে। সৈন্যরা মসজিদ অভ্যন্তরে গুলিবর্ষণ করলে ঘুমন্ত কো হাতেত নাসক একজন মুসলিম ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

পবিত্র রমজান মাসের ফরজ রোজা রেখে গতরাত থেকেই নিহত কো হাতেত মসজিদে অবস্থান করছিলেন।

জানা যায়, মায়ানমারি সৈন্যরা মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেই প্রবলবেগে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলি এসে ঘুমন্ত কো হাতেতের বুকে লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

শাম | মুজাহিদদের হামলায় নুসাইরী বাহিনীর সাঁজোয়া যান ধ্বংস, হতাহত একাধিক

উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে নুসাইরী বাহিনীর ১টি সাঁজোয়া যান, হতাহত হয়েছে অনেক।

সাবাত নিউজসহ আঞ্চলিক সূত্র জানায়িছে যে, আজ ১৭ এপ্রিল ২০২১ শনিবার সকালে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলিয় আলেপ্পো সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। নুসাইরী সরকার এতে এক সৈন্য নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

আলেপ্পোতে বেশ কিছু হামলা পরিচালনার জন্য পরিচিত 'শাবাবুল হালব' নামক একটি জিহাদী গ্রুপ এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

প্রবাসিদের সাথে কথা রাখছে না সরকার

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে সৌদি এয়ারলাইনসের কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভ করছেন শতাধিক যাত্রী। কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের বেশির ভাগই সৌদি আরবে অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। সৌদিতে ফেরার

জন্য তাঁরা বিভিন্ন তারিখে টিকিট কেটে রেখেছিলেন। ফ্লাইটের দিন পার হয়ে যাওয়ায় ও ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে আসার কারণে তাঁরা বিক্ষোভ করছেন।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বিক্ষোভকারীরা কারওয়ান বাজার মোড় ঘেরাও করেন। তাঁরা সৌদি এয়ারলাইনসের গেট বন্ধ পান। পরে এয়ারলাইনসের কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন।

শরীয়তপুর থেকে এসেছেন মামুন তালুকদার। তাঁর সৌদি আরবে যাওয়ার ফ্লাইট আজ রাত দুইটার দিকে। তিনি ১২ হাজার টাকা খরচ করে ঢাকায় এসেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, সৌদি এয়ারলাইনস কোনো মেসেজ দেয়নি। কর্মস্থলে যেতে পারব কি না সে তথ্য পাচ্ছি না। ঢাকায় থাকারও জায়গা নেই।

অভিবাসী শ্রমিক রফিকুল ব্যাপারী মাদারীপুর থেকে এসেছেন। তাঁরও আজ রাত দুইটার ফ্লাইটে সৌদি আরবে যাওয়ার কথা। তিনি বললেন, 'ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের সৌদি এয়ারলাইনসে খোঁজ নিতে বলেছে। এখানে এসে আমরা কোনো তথ্য পাইনি। ভিসার মেয়াদ আছে দুই দিন। যেতে না পারলে দায়ভার সরকার নেবে?'

প্রথম আলো

শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনেও ৫ জনকে গুলি করে হত্যা মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে গুলির ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৩জন।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। মাফিয়া বাহিনী পুলিশ এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সওগাত ফেরদৌস বলেন, 'আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে চারজন মারা গেছেন।' তিনি জানান, নিহত চারজন হলেন আহমেদ রেজা (১৮), রনি (২২), শুভ (২৪) ও মো. রাহাত (২২)। আহত ব্যক্তিদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাবিবুল্লাহ (১৯) নামের একজন মারা যান। বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিউর রহমান মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (আনোয়ারা সার্কেল) হুমায়ূন কবির বিক্ষোভের ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যুর খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। প্রথম আলো

এবার আগ্রা জামে মসজিদের নিচে কৃষ্ণ মূর্তি খুঁজতে পিটিশন

ভারতে হিন্দুরা একটার পর একটা ঐতিহাসিক মসজিদ টার্গেট করছে। বাবরি-জ্ঞানবাপীর পর এবার টার্গেট আগ্রা জামে মসজিদ। সম্প্রতি কাশিতে অবস্থিত জ্ঞানবাপী মসজিদ কোনো মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালাতে নির্দেশ দেয় বারানসির একটি আদালত।

এটার রেশ কাটতে না কাটতেই এক সপ্তাহের মধ্যে একই ধরনের জরিপ চালাতে উত্তরপ্রদেশের মথুরার একটি আদালতে পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যটির আগ্রায় অবস্থিত জাহানারা মসজিদের (আগ্রা জামে মসজিদ নামে বেশি পরিচিত) নিচে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের মূর্তি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এই পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মথুরা জামানস্থান মন্দিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সেখান থেকে কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে আসেন। পরে আগ্রায় জাহানারা মসজিদের নিচে সেটিকে পুঁতে রাখেন।

হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের বংশধর দাবি করা মনীশ যাদব নামের এক ব্যক্তি এবং দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানের পক্ষে মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির লাগোয়া শাহী ঈদগাহ সরানোর দাবি জানানো আইনজীবী শৈলেন্দর সিং এই পিটিশন দায়ের করেছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে, জাহানারা মসজিদের নিচে দেব-দেবী মূর্তি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা জরুরি। এ সময় জ্ঞানবাপী মসজিদে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালানোর বিষয়ে বারানসির আদালতের রেফারেন্স দিয়ে জাহানারা মসজিদের ক্ষেত্রেও এমনটা করতে বলা হয়েছে।

সূত্র: টাইমস নাউ, দ্য ওয়্যার।

করোনায় বিপর্যস্ত ভারত: জায়গা হচ্ছে না মর্গেও

করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) দ্বিতীয় ঢেউয়ে একের পর এক দৈনিক সংক্রমণের রেকর্ড গড়ছে ভারত। এবার একদিনে দেশটিতে শনাক্ত হয়েছে প্রায় ২ লাখ ১৭ হাজার।

ওয়ার্ল্ডো মিটারের গত শুক্রবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে ২ লাখ ১৬ হাজার ৮৫০ জন। একই সময়ে মারা গেছে ১ হাজার ১৮৩ জন।

এ নিয়ে ভারতে করোনার মোট সংক্রমণ ১ কোটি ৪২ লাখ ৮৭ হাজার ৭৪০ জনে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩৩৫ জন।

একটি সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে আনন্দবাজার, করোনার নতুন একটি প্রজাতি (ডাবল মিউট্যান্ট স্ট্রেন) সংক্রমিত হয়েছে ভারতের ১০টি রাজ্যে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। তালিকায় থাকা অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ।

এই প্রজাতির ভাইরাসে রয়েছে দুটি প্রজাতির করোনা ভাইরাসের মিশ্রণ। ই৪৮৪কিউ ও এল৪২৪আর ভাইরাসের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে এই তৃতীয় প্রজাতিটি। দিল্লিতে ব্রিটেনের করোনা প্রজাতি ও এই জাতীয় করোনা প্রজাতি যৌথভাবে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।

পাঞ্জাবে করোনার নতুন ঢেউয়ে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ৮০ শতাংশের শরীরে পাওয়া গেছে ব্রিটেনের করোনা স্ট্রেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণে নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। হিসাব অনুসারে, ৬০ শতাংশ আক্রান্তই দুই ভাইরাসের প্রজাতি থেকে তৈরি তৃতীয় ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে।

ফলে মর্গেও জায়গা মিলছে না দেহ রাখার। স্তুপাকার মৃতদেহে মাটিতে পা রাখা দায়। যার ভিডিও দেখে আঁতকে উঠছে মানুষ। ঘটনাটি ছত্তীসগঢ়ের রাজধানী রায়পুরের সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতালের।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ত্রস্ত ছত্তিসগঢ়। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে চলেছে। করোনা রোগীর সংখ্যা এতটাই বেড়ে গিয়েছে বেসামাল পরিস্থিতি শুরু হয়েছে।

হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী জানিয়েছেন, এই প্রথমবার এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দৈনিক মৃত্যুর হার হু হু করে বেড়ে চলেছে। যার ফলে মর্গে জায়গা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আঁতকে ওঠার মতো দৃশ্য ভেসে উঠছে।

https://twitter.com/i/status/1381600460885291008

রায়পুরের প্রধান স্বাস্থ্য অফিসার মীরা বাঘেলের কথায়, 'এত লোক একসঙ্গে মারা যাবে, তা কখনও ভাবিনি। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে সেই আশঙ্কায় শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ঘর তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘরও এখন ছোট মনে হচ্ছে। কারণ, মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কোথায় রাখব দেহ? তাই মেঝেতে, বাইরে, রোদের মধ্যেই রাখতে হচ্ছে।

১৬ই এপ্রিল, ২০২১

আল আকসায় আজান বন্ধ করল অভিশপ্ত ইহুদি সেনারা

জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদ আল আকসার মিনারের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা।

রমজানের প্রথম দিনেই (মঙ্গলবার) ইসরায়েল মাইকে আজান দিতে বারণ করে এবং মাইকের তার কেটে দিয়ে যায়। খবর আরব নিউজের।

ইনরায়েলি সেনারা জানায়, আজানের কারণে নাকি ইহুদিদের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটছে, তাই মিনার থেকে মাইকে আজান দেয়া যাবে না।

জেরুসালেমের পবিত্র স্থাপনা তদারককারী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান রমজানের প্রথম দিনেই মাইকে আজান বন্ধের ইসরায়েলি নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে জালিম ইসরায়েলি সেনারা মসজিদে আকসার সবকটা মিনারে তালা লাগিয়ে দেয়।

এছাড়াও জেরুজালেম ওয়াকফ এবং আল আকসাবিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের নানাভাবে হয়রানিও করছে ইসরায়েল।

ইসরায়েল আন্তর্জাতিক নিয়ম ভেঙে ঐতিহাসিক স্থাপনায় বর্বরতা চালাচ্ছে। যা গোটা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মনে আঘাত ও উসকানির শামিল।

গত চার মাসে ১৮ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েল

চলতি বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে এ পর্যন্ত ১৮ জন নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি সংস্থা 'কুদস সেন্টার ফর স্টাডিজ'। সংস্থাটি জানায়, সন্ত্রাসী ইসরায়েল গত মাসে পাঁচজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে।

খবরে বলা হয়, দখলকৃত পশ্চিম তীরে ও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এদের মধ্যে ৩ জন জেলেকে সাগরে মাছ ধরার সময়, ২ জন কারাগারে নির্যাতনে এবং বাকীদের দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন ইসরায়েলি চৌকিতে তল্লাশির নামে গুলি করে হত্যা করে।

পশ্চিম তীরে নতুন করে ইহুদি বসতি নির্মাণ ও ভূমি দখল আগ্রাসন চালাচ্ছে ইহুদিরা। দখলদারিত্বকে আরও জোড়ালো করতে দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করছে দখলদার ইসরায়েল। আর এ আগ্রাসনে দিন দিন নিজেদের প্রিয় সন্তানদের হারাচ্ছেন মাজলুম ফিলিস্তিনিরা।

বিলম্বে সেনা প্রত্যাহার বিষয়ে মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তালেবানের বিবৃতি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিনগণ ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেনের দোহা চুক্তির বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নতুন একটি বিবৃতি জারি করেছেন। বাইডেন বলছে "তারা সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তান থেকে সরে যাবে"।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেন তার বক্তব্যে বলেছিল যে, তারা মে মাসে পুনরায় আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার শুরু করবে এবং ১১ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করবে। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার বিলম্বিত হবে।

কিন্তু তালেবান বলছে- আমেরিকার এমন সিদ্ধান্তের অর্থ হচ্ছে দোহা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে তালেবানরা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক মাসের জন্য সেনা প্রত্যাহারের বিলম্ব সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় নতুন একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন:

বাইডেন কর্তৃক সেনা প্রত্যাহার বিলম্বিত করার এই সিদ্ধান্ত দোহা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলির সুস্পষ্ট সম্মতি বিরোধী।

- যেহেতু এই চুক্তিটি জাতিসংঘের উপস্থিতিতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সকলের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তাই চুক্তি স্বাক্ষরের সাক্ষী সমস্ত দেশ ও সংস্থাকে অবশ্যই আমেরিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এবং নির্ধারিত তারিখে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে আমেরিকার উপর তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

- চুক্তি সম্পাদন এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া স্বত্তেও, দশ দিনের মধ্যে ৬ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে প্রথম পর্যায়ে ৬ মাস বিলম্বিত করা হয়েছিল, এমনকি আন্ত:আফগান আলোচনা শুরু হওয়ার ৩ মাস পরেও বাকি সমস্ত বন্দিদের মুক্তি ও ব্ল্যাকলিস্ট থেকে মুজাহিদদের নাম বাতিল করা হয়নি। শুধু তাই নয়, ১২০০ এরও বেশি সামরিক অভিযানের মাধ্যমেও চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এখন নতুন করে সামরিক ইউনিটগুলি প্রত্যাহার কয়েক মাসের জন্য বিলম্বিত করে ফের চুক্তি লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

তাদের এই সমস্ত চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম বিশ্বকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, আমেরিকা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অক্ষম, তাই তাদের উপর কোন প্রকার বিশ্বাস রাখা অসম্ভব।

আমরা চুক্তি মেনে চলছি বলে তালেবান জানায়-

- চুক্তির সাথে জড়িত সব পক্ষকে লক্ষ্য করে তালেবান জোর দিয়ে বলেছিল যে, ইমারতে ইসলামিয়া তাদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত চুক্তি ভঙ্গ করেনি বরং আমেরিকাই বারংবার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং আমেরিকা যদি এখনো চুক্তির হেরফের করে, তাহলে তা মুজাহিদীনদের জন্য যেকোনো পদক্ষেপ নেবার রাস্তা খুলে দিবে, আর প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আমেরিকাই দায়ী থাকবে।

ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে আফগানের মাটিতে অবস্থানরত প্রত্যেক বিদেশী শক্তির প্রতি স্পষ্টভাবে বার্তা হচ্ছে: আর কোনো দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানে থাকাকে বিলম্বিত করা যাবে না। ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান কোনো ভাবেই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণ শরীয়াহ ক্বায়েম করার প্রতি বিন্দুমাত্র আপোস এবং শৈথিল্যতা প্রদর্শন করবে না। একই সাথে ইমারতে ইসলামিয়া যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণভাবে আফগান সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আফগানে দখলদারিত্ব পূর্ণরূপে বিলোপ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ এনেছিল তালেবান। তারা প্রতিবারই তাদের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে যে, তারা একটি স্বাধীন ও ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কোন প্রকার আপোস করবে না।

দোহার চুক্তি এবং দখলদার বাহিনীর প্রত্যাহার প্রক্রিয়া

২০২০ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবানদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তার সেনা প্রত্যাহার শুরু করে। ২০২০ সালের জুনের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তার সেনার সংখ্যা কমিয়ে ৮০০০-এ নামিয়েছে।

এরপর জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেলমান্দ, উরুজগান, পাকতিয়া এবং লাগমান প্রদেশগুলিতে মোট পাঁচটি বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দিয়েছে।

অতঃপর ১৫ ই জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সেনা সংখ্যা কমিয়ে আড়াই হাজারে নামিয়েছে। মে মাসের মধ্যে সকল বিদেশী সেনা আফগান ত্যাগ করার চুক্তি থাকলেও নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর তা আবারো থেমে যায়। সর্বশেষ বাইডেন সেনা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াটিকে বিলম্বিত করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী করতে চাচ্ছে।

এদিকে তালেবান বলছে- দোহায় স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে আমাদের যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার থাকবে। আর প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যই আমেরিকা দায়ী থাকবে।

https://ibb.co/3cRVgk8

ভারতে 'জয় শ্রীরাম' না বলায় মুয়াজ্জিনকে নির্যাতন

‘জয় শ্রীরাম’না বলায় ভারতের হুগলির চুঁচড়ায় এক প্রৌঢ় বয়সের মুয়াজ্জিনকে নির্যাতন করা হয়। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে চকবাজার কাঠগোলা এলাকায়। ৫৪ বছরের মুহাম্মদ সফিউদ্দিন নামাজ পড়তে সাইকেলে করে মসজিদ যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই মোটর সাইকেল আরোহী তিন গেরুয়া যুবক তাঁর পথ রোধ করে এবং ‘জয় শ্রীরাম' বলার নির্দেশ দেয়। ওই ব্যক্তি রাজি না হওয়ায় যুবকরা চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে।

চন্দননগর পুলিশ আধিকারিক জানায়, ‘পুরো ঘটনাটা সিসিটিভি ফুটেজে রেকর্ড হয়েছে।

সফিউদ্দিন জানান, ‘তখনও মন্দিরের তালা না খোলায় আমি রাস্তাতেই অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক সেসময়ই বাইকে সওয়ার তিন যুবক সেখানে আসে এবং আমাকে ‘জয় শ্রীরাম' বলতে জোর করে। আমি তাঁদের আমার ধর্মীয় পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও ওরা জোর করতে থাকে এবং আমাকে চড়-থাপ্পড় মারে।’

তিনি জানান, অন্ধকার থাকায় ওই যুবকদের শনাক্ত করতে পারেননি কিন্তু যুকদের বয়স ২৫-২৬ বছরের মধ্যে বলেই তিনি জানান।

সফিউদ্দিন গ্রামের ওই মসজিদের নিয়মিত মুয়াজ্জিন। পরে চুঁচুড়া থানায় ওই তিন অজ্ঞাত যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

সফিউদ্দিনের ওপর এই আক্রমণের ঘটনায় স্থানীয়রা সন্ত্রাসী দল বিজেপির কর্মী সমর্থকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে। তাদের বক্তব্য এলাকায় তারা মুসলিমদের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সূত্র: পূবের কলম

'যুদ্ধের প্রস্তুতি' শিরোনামে সামরিক ভিডিও প্রকাশ করল পাক-তালিবান

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল 'উমর মিডিয়া' সম্প্রতি 'যুদ্ধের প্রস্তুতি' শিরোনামে চিত্তাকর্ষক একটি সামরিক ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রায় ১৫ মিনিটেরও অধিক সময় ধরে চলা এই ভিডিওটিতে পাক-তালিবানের নতুন ও পুরানো হৃদয় জুড়ানো সামরিক প্রশিক্ষণের চিত্র ধারণ করা হয়েছে, পাশাপাশি মুজাহিদদের গাওয়া চমৎকার নাশিদ এবং মুজাহিদদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/04/16/48585/

১৫ই এপ্রিল, ২০২১

কথিত মুভমেন্ট পাস দেখালেও গুনতে হলো ৩ হাজার জরিমানা

লকডাউনের মধ্যে জরুরি কাজে যাদের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হবে তাদের জন্য মুভমেন্ট পাসের কথা বলেছে মাফিয়া বাংলাদেশ পুলিশ। কিন্তু অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া এই লকডাউনের মধ্যে বিধিনিষেধ শুরুর দিন বুধবার দুপুরে আজিজ রহমানের (ছদ্মনাম) বাজারে যাবার দরকার হয়। সেজন্য মুভমেন্ট পাস নিয়ে উত্তরার বাসা থেকে রওনা হন রাজধানীর মালিবাগের উদ্দেশে।

বাসা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের গন্তব্যে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন আজিজ।

কিন্তু পথে আটকায় চাঁদাবাজ পুলিশ। আজিজ পুলিশ সদস্যদের তার মুভমেন্ট পাস দেখালেও , বিনাকারণেই ৩ হাজার টাকা জরিমানা করে অন্যায়ভাবেই।

সরকারি আদেশ অমান্য করার কথা বলে রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সামনে বসানো চেকপোস্টে আজিজ রহমানকে জরিমানা করা হয় তিন হাজার টাকা। রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে তাকে জরিমানা করেন সার্জেন্ট শেখ জোবায়ের আহমেদ। বিডি প্রতিদিন

বি বাড়িয়ায় আরো ৩০ জন সাধারণ মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার

শহীদ বাড়িয়ার (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়) গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতার ঘটনা সাজিয়ে বিভিন্ন অভিযোগে হেফাজতে ইসলামের কর্মী-সমর্থকসহ আরও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে পুলিশের 'বিশেষ অভিযানে' তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হেফাজতের কর্মী-সমর্থক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এসব ঘটনায় হওয়া মামলায় এখন পর্যন্ত ২৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে হেফাজতের ১৯৭ জন, বিএনপির ৩৭ জন ও জামায়াত-শিবিরের ৩ জন আছেন।

কথিত লকডাউনের নামে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষদের গ্রেফতার অভিযান চালাচ্ছে আওয়ামী বাহিনী। করোনা যে একটা অজুহাত তা ইতিমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে। তাই সাধারণভাবেই সাধারণ জনগণের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ভাবেই।

প্রথম আলো

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হাতে এবার খতম হল এক গোয়েন্দা অফিসার

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে এক লেভিস গোয়েন্দা অফিসারকে টার্গেট করে হত্যা করেছে পাক-তালিবান মুজাহিদিন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় লিখেন, গতকাল (১৪ এপ্রিল) টিটিপির মুজাহিদগণ বাজোর এজেন্সির লোই মুম্যান্ড সীমান্তের লঘ্রাই বাজারে নাপাক বাহিনীর এক গোয়েন্দা অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। ফারহাদ খান নামক এই গোয়েন্দা অফিসার মুরতাদ সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য প্রদানকারী লেভিস অফিসার হিসাবে কাজ করত।

মুজাহিদগণ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে এই মুরতাদ মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হয় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

খোরাসান | মাহে রমজান উপলক্ষে দরিদ্র পরিবারগুলিকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে অভাবী ও শহিদ পরিবারদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা দিতে শুরু করেছে।

এরই ধারবাহিকতায়, তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রিত বাগলান প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেলার একটি গ্রামের ১২০টি পরিবারেও খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

তালেবান এক বিবৃতিতে বলেছে যে, এই সহায়তার অধীনে প্রতিটি পরিবারকে ১০ ব্যাগ আটা, ১০ ব্যাগ চাল, ২০ লিটার তেল এবং নগদ ৫ হাজার আফগান টাকা প্রদান করা হয়েছে।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে শহীদ ও প্রতিবন্ধীদের স্থানীয় তালেবান নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে এই সহায়তা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

তালেবানরা গত সপ্তাহ থেকেই পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে শুরু করেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে, তালেবানরা দেশে কল্যাণমূলক প্রকল্পের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারগুলিকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। রমজান এবং অন্যান্য বিশেষ সময়ে অভাবী লোকদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছে তালেবান।

---

২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত ৩১১ সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ

ভয়াল হচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ। এবার কাঁটাতারেও করোনার হানা। বিএসএফ মালাউনদের মধ্যে বেড়েই চলেছে করোনা। আর যাকে ঘিরে নতুন করে তৈরি হচ্ছে উদ্বেগ। সূত্রের খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১১ জন বিএসএফ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে ১৩৬২ জন বিএসএফ সক্রিয়ভাবে করোনা আক্রান্ত। মোট ১৬ হাজার ১৫০ জন সেনা করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ জন সিআরপিএফ, ৪৩ জন সিআইএসএফ, ৮ জন এসএসবি, ৩১ জন আইটিবিপি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। মোট আক্রান্তের নিরিখেও এগিয়ে বিএসএফ মালাউনরা। এই পরিসংখ্যান রীতিমতো উদ্বেগ বাড়িয়েছে মোদি সরকারের।

টিকা নেওয়ার পর করোনায় আক্রান্ত মালাউন যোগী আদিত্যনাথ

করোনায় আক্রান্ত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সপ্তাহখানেক আগেই নিয়েছিল করোনাভাইরাস টিকার প্রথম ডোজ।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে আরও বেশ কয়েকজন করোনায় আক্রান্ত বলে জানা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছে, কার্যালয়ে বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হয়েছিল।

शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2021

গত ৫ এপ্রিল লখনউয়ে করোনাভাইরাস টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিল যোগী আদিত্যনাথ। জানা গিয়েছে, সে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন নিয়েছিল।

১৪ই এপ্রিল, ২০২১

হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতাদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলার কথা বলে গ্রেপ্তার হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক মুফতি শরিফউল্লাহর একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আওয়ামী গোলাম আদালত।

আজ বুধবার (১৪ এপ্রিল) তাঁকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে পেটুয়া বাহিনী পুলিশ। এ সময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে হওয়া মামলায় সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাঁকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করে যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক আয়ান মাহমুদ। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম আবু সাঈদ অন্যায়ভাবে তার একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) রাতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মীর হাজিরবাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মুফতি শরিফউল্লাহকে।

জানা গেছে, মুফতি শরিফউল্লাহ হেফাজতের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

এদিকে, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী মহাসচিব মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপির) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আজ বুধবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার মাহবুব আলম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর লালবাগ থেকে ডিবির একটি টিম মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজীকে গ্রেপ্তার করে।

সম্প্রতি ঠুনকো অজুহাতে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে মাফিয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

এর ধারাবাহিকতায় গত সোমবার চট্টগ্রাম থেকে হেফাজতের আরেক শীর্ষ নেতা আজিজুল হক ইসলামাবাদীকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব ও গোয়েন্দা পুলিশের যৌথ একটি দল। তাঁকে বর্তমানে ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এছাড়া এরই মধ্যে সংগঠনটির আরো অনেক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। কালেরকণ্ঠ

করোনার গজবে মারা গেলো আ.লীগ নেতা আবদুল মতিন খসরু

করোনায় আক্রান্ত আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু মারা গেছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

আওয়ামী লীগের উপ দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান প্রথম আলোকে এ কথা জানিয়েছে।

সাবেক এই মন্ত্রী গত ১৬ মার্চ থেকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন ছিলো। গত মঙ্গলবার থেকে লাইফ সাপোর্টে ছিলো সে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল মাফিয়া সরকারের এই মন্ত্রী।

মতিন খসরু সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি। কুমিল্লা-৫ আসন থেকে আওয়ামী লীগের সাংসদ নির্বাচিত হয় সে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে সে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পায়। প্রথম আলো

ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ফিলিস্তিনি, হারিয়েছেন স্মৃতিশক্তি

ইসরায়েলি জেলে বন্দীত্বের ১৭ বছর কাটানোর পর গত ৯ এপ্রিল মুক্তি মিলছে মনসুর শাহাহিত নামে এক ফিলিস্তিনির। তবে মুক্তি পর তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল না। সন্ত্রাসবাদী ইসরায়েলের নির্যাতনের কবলে স্মরণশক্তি হারিয়েছেন এই ফিলিস্তিনি।

শাহাতিতকে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অধিকৃত পশ্চিম তীরে একজন বসতি স্থাপনকারীকে ছুরিকাঘাতে অভিযোগে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল ইসরায়েল। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে নির্জন কারাগারে বন্দী করে রাখে ইহুদিরা। এছাড়াও মারাত্মক নির্যাতনের ফলে বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। যার ফলে শ্বাসকষ্ট ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় তাঁর। অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন প্রকার চিকিৎসা সেবা নিতে দেয়নি ইসরায়েল। যা আরও খারাপ করে দেয় তাঁকে।

অন্যদিকে, সৌদি মালিকানাধীন চ্যানেল আল আরবিয়াহ দাবি করেছে যে কারাগারে হামাসের সদস্যরা শাহাহিতকে আক্রমণ করেছিল। যা তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটায়। তবে শাহাহিতের ভাই জিহাদ শাহাতিত কুদুস

নিউজ নেটওয়ার্ককে জানায় যে, আল আরবিয়ার রিপোর্টটি ভিত্তিহীন। সৌদি এ চ্যানেল তাদের পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ না করেই এ ভিত্তিহীন রিপোর্ট তৈরি করেছে।

রোজার প্রথম দিন থেকে ফিলিস্তিনিদের তিন দিন অবরুদ্ধ রাখবে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে জবরদখল করে নেওয়া ভূখণ্ডের লোকজনকে পবিত্র মাহে রামাদানের প্রথম দিন মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) থেকে তিন দিনের জন্য অবরুদ্ধ করে রাখবে দখলদার বাহিনী।

রোববার (১১ এপ্রিল) ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয়।

ঘেষণায় বলা হয়, মঙ্গলবার থেকে টানা তিন দিন দখলকৃত পশ্চিমতীর ও গাজা উপত্যকার করিডোর ফিলিস্তিনিদের জন্য বন্ধ থাকবে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ অবরুদ্ধ করে রাখবে বলে জানায় দখলদার বাহিনী। সামরিক অভিযানে যেসব ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে, তাদের স্মরণে এ সময় জাতীয় দিবস পালন করবে। এ কারণে এ ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

তুরস্কের ঘোষিত সম্মেলনে অংশ নেবে না বলে জানিয়েছে তালেবান

সেকুলার তুরস্ক, কাতার ও জাতিসংঘ ঘোষিত তুরস্কের ইস্তাম্বুলের একটি সম্মেলনে অংশ নেবার আহ্বান করা হয়েছিল তালেবানকে, কিন্তু তালেবান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা এধরণের কোন সম্মেলনে আর অংশ নেবেন না।

ক্রুসেডার আমেরিকার হয়ে তালেবান বিরুধী যুদ্ধে অংশীদার সেকুলার তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে যে, আফগান শান্তির বিষয়ে ইস্তাম্বুল সম্মেলন আগামী ২৪ এপ্রিল শুরু হবে এবং তা ৬ মে শেষ হবে। দীর্ঘ ১০ দিন চলবে এই সম্মেলন।

সেকুলার তুরস্কের এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র ড. মুহাম্মাদ নাঈম হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছিলেন: "যতক্ষণ না সমস্ত বিদেশী সেনা আমাদের দেশ ত্যাগ না করবে ততক্ষণ ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সম্পর্কিত কোনও সম্মেলনে আর অংশ নেবে না।"

এদিকে শের মুহাম্মাদ আব্বাস স্টেনেকজাই আজ সকালে জানিয়েছেন যে, ১ মে এর পরে আমেরিকাকে দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে অবস্থান নেওয়ার কোন সুযোগ দেওয়া হবেনা। আমেরিকানদের সময়মতো আফগান ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্যথায় যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায় আমেরিকার উপর পড়বে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রকাশিত চিত্তাকর্ষক ভিডিও

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সম্প্রতি নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। 'মুজাহিদদের নৈতিকতা' শিরোনামে ৩৪ মিনিটেরও অধিক সময় ধরে চলা এই ভিডিওটি রিলিজ করেছে 'আল-কাতাইব মিডিয়া' ফাউন্ডেশন।

ভিডিওটিতে পূর্ব আফ্রিকায় চলমান জিহাদী আন্দোলনের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে, ভিডিওটিতে আপনাকে দেখানো হবে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরাসরি কিছু চিত্র এবং রিবাতের ভূমি থেকে মুজাহিদদের আনন্দদায়ক অধিবেশনগুলি, এছাড়া মুজাহিদদের মাঝে ঘনিষ্ঠ ও সহযোগিতার দৃশ্য। তারপরে নেতৃবৃন্দ এবং মুজাহিদদের বার্তা। সরকারী মিলিশিয়া এবং আফ্রিকান জোট বাহিনীর পরাজয়ের চিত্র এবং সোমালিয়ার মুজাহিদীনদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ।

https://alfirdaws.org/2021/04/14/48544/

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য আহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের এক হামলায় দেশটির ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুর বেলায়, মালির তাম্বুক্টু রাজ্যের পূর্ব লিরা এলাকায় মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। এতে সাঁজোয়া যানটি ক্ষতিগ্রস্থ ও যানে থাকা ২ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

সূত্র আরো জানায় যে, আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এই হামলাটি চালিয়েছে। তাছাড়াও অঞ্চলটিতে বর্তমানে সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে আল-কায়েদার এই শাখাটি। যারা প্রতিনিয়ত সামরিক বাহিনীকে নিজেদের টার্গেটে পরিণত করছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে কমপক্ষে ১১ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার, সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে টার্গেট সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সোমালিয়ার বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুর কারান জেলায় আরো একটি টার্গেট অভিযান চালান মুজাহিদগণ। এতে "ওসমান শরীফ" নামে সোমালি মুরতাদ সরকারের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্নেল পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিন | ইহুদি সেনার বুলেটে চোখ হারাল এক মুসলিম কিশোর

দখলদার ইসরাঈলী সেনাদের রাবার বুলেটের আঘাতে চিরদিনের জন্য ডান চোখ হারালেন এক ফিলিস্তিনী কিশোর।

গত ৯ এপ্রিল শুক্রবার, ইহুদী কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত ফিলিস্তিনের হেবরনের প্রাচীন শহর বা ওল্ড সিটি অংশে ইসরাইলি সেনাদের রাবার বুলেটের আঘাতে চোখে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন ইয আদ-দ্বীন নামে এক ফিলিস্তিনি কিশোর। হাসপাতালে নেবার পর প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ডাক্তাররা জানান, তার ডান চোখ দিয়ে সে আর কোনোদিনই দেখতে পারবে না।

মিডল ইস্ট আই এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, জুমার সালাত আদায়ের পর স্কুলের পড়া শেষ করে প্রতিদিনের মত আত্মীয় আব্দুল করিমের দোকানে কাজ করতে যান ইয আদ-দ্বীন। তাদের দোকানটি বাব আয-যাওইয়াহ্ এলাকায় অবস্থিত এবং প্রায় প্রত্যেক জুমাবারে ইসরাইলি সেনাদের সাথে এই এলাকায় ফিলিস্তিনি যুবকদের সংঘর্ষ হয়। সেদিনও ওই এলাকার ইসরাইলি বাহীনির একটি স্থায়ী চেকপোস্ট লক্ষ্য করে ফিলিস্তিনি যুবকরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে ইসরাইলি দখলদার বাহীনি তাদের উপর অতর্কিত টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও ফ্ল্যাশ গ্রেনেড দিয়ে হামলা করা শুরু করে।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, আব্দুল করিম এবং ইয আদ-দ্বীন দোকানের বাইরে গিয়ে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি দখলদার বাহীনির সংঘর্ষ দেখতে থাকে। এক পর্যায়ে ইয আদ-দ্বীন কিছুটা কেঁপে উঠে মাটিতে পড়ে যায়।

মিডল ইস্ট আইকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইয আদ-দ্বীন বলেন, "আমরা শুধু সংঘর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ আমি অনুভব করি কিছু একটা আমার মুখে আঘাত করেছে। ব্যথা বাড়ার সাথে সাথেই আমি মাটিতে পড়ে যাই"

বিক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনিদের দমন করার জন্য বিভিন্ন অমানবিক পন্থা অবলম্বনের জন্য বারবার বিশ্বের সামনে কলঙ্কিত হচ্ছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। রাবার বুলেটের নামে তারা রাবার মোড়ানো ধাতব বুলেট ব্যবহার করছে, যা একজন মানুষকে গুরুতর আহত এমনকি মেরে ফেলতে সক্ষম। একই সাথে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত টিয়ার গ্যাস মানুষের হৃৎপিণ্ডের অনেক বড় ক্ষতিসাধন করে।

ইসলাম বিদ্বেষী সরকারের প্রজ্ঞাপনে মসজিদে তারাবি পড়তে না পেরে মুসল্লিদের ক্ষোভ

১৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া পবিত্র রমজানের তারাবির নামাজ পড়ায় নতুন নীতিমালা দিয়েছে মুরতাদ প্রশাসনের ধর্ম মন্ত্রণালয়। এই নীতিমালা অনুযয়ীতারাবির নামাজের জামাতে ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ ২০ জনের বেশি মুসল্লি একত্রিত হওয়া নিষেধ। সরকারের এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হওয়া তারাবির নামাজ জামায়াতের সঙ্গে আদায় করতে পারেননি দেশের লাখ লাখ মুসল্লি। মসজিদে গিয়ে তারাবির নামাজ পড়তে না পারায় বিক্ষোভ করেছেন মুসল্লিরা।

মঙ্গলবার রাতে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ পড়তে মসজিদে প্রবেশ করতে না পেরে মসজিদের সামনের রাস্তায় বিক্ষোভ করছেন শতাধিক মুসল্লি।

https://alfirdaws.org/2021/04/14/48527/

৯২% মুসলমান দেশের চিত্র এটি....
সারা দেশের মসজিদে তালা।
মুসল্লীরা মসজিদের বাইরে তারাবীর নামাজ পড়েছে।
মোদিকে নিয়ে স্বাধীনতা উদযাপন, বইমেলা, বাংলাদেশ গেমস, হিন্দুদের স্নান উৎসব, গার্মেন্টস, ব্যাংক কোথায়ও কোন সমস্যা নাই, সমস্যা শুধু শুধু মসজিদে !
وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنۡ یُّذۡکَرَ فِیۡهَا اسۡمُهٗ وَ سَعٰی فِیۡ
خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَهُمۡ اَنۡ یَّدۡخُلُوۡهَاۤ اِلَّا خَآئِفِیۡنَ ۬ؕ لَهُمۡ فِی الدُّنۡیَا خِزۡیٌ وَّ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ
عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۱۴﴾
অর্থঃ আর তার চেয়ে অধিক যালেম কে? যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরাণ করতে চেষ্টা করে? তাদের তো উচিৎ ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।

প্রহসনের লকডাউনে বাংলাদেশ, সাধারণ জনগণের প্রত্যাখ্যান

আজ ১৪ এপ্রিল থেকে 'সর্বাত্মক লকডাউনের' ঘোষণা দিয়েছে মাফিয়া জালিম সরকার আওয়ামী লীগ। গতকাল এক প্রজ্ঞাপনে এমনি জানিয়েছে অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকা বর্তমান সরকারের প্রতিনিধি দল। প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবেই প্রহসনের এই কথিত লকডাউন প্রত্যাখ্যান করেছেন সাধারণ মানুষ। হাটবাজারে, লোকালয়ে মানুষের উপস্থিতি তাই প্রমাণ করে।

এই মাফিয়া সরকার 'সর্বাত্মক লকডাউনের' কথা বললেও এটা যে সর্বাত্মক লকডাউন নয় সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্তেই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করছেন প্রায় সকল ঘরানার মানুষ। কঠোর লকডাউনের কথা বললেও শিল্প কারখানা, রেস্তোরাঁ, হোটেল খোলা রাখাই তার স্পষ্ট প্রমান বহন করে। এছাড়াও অনেক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনও কথিত এই লকডাউনের বিপক্ষে তাদের মতামত পেশ করেছেন। আর সাধারণ জনগণের লকডাউন প্রত্যাখ্যান তো স্পষ্টই। রাজধানীসহ দেশের সকল জায়গাতেই মানুষজন স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন। কেনাকাটা থেকে শুরু করে চায়ের দোকানে আড্ডা কোন কিছুই বাদ নেই।

তবে জনগণের বিপক্ষে যাওয়া এই মাফিয়া সরকার পূর্বের মতো জনগণকে থ্রেট দিয়ে রেখেছে। আওয়ামী গোলাম বেনজির আহমেদ বরাবরের মতোই রাজনীতিবীদের মতো ভূমিকায় নেমেছে। 'লকডাউনে' কাউকে ঘরের বাহিরে দেখতে চায় না এমন অশোভনীয় কথা সাবলীলভাবেই বলে যাচ্ছে। আর জালিম এই শাসক কথায় কথায় স্বাধীনতার ফুলঝুরি ঝড়ালেও ঠুনকো অজুহাতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ করার জোর প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু জনগণ তা মানছে না। তাই জনগণের পক্ষে থাকা কণ্ঠস্বর বন্ধ করেত গুমের অপসংস্কৃতি চলমান রেখেছে এই মাফিয়া সরকার। তার অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হেফাজতে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গুম ও আটক করেছে মাফিয়া সরকারের গোলাম পুলিশ ও র‍্যাব। মানুষের মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলিমদের প্রতি ভালোবাসা মাফিয়া বাহিনীর সকল অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

১৩ই এপ্রিল, ২০২১

মালিতে মুজাহিদদের দুর্দান্ত অভিযান, নিহত ৭০, বন্দী আরো ৯, সামরিক ঘাঁটি ও এলাকা বিজয়

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দুর্দান্ত অভিযানের মাধ্যমে সামরিক ঘাঁটি ও একটি এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ প্রচুর গনিমত লাভের পাশাপাশি ৯০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্যকে হত্যা করেছেন।

স্থানীয় একজন মুজাহিদ 'মুস'আব আল-জুনুবী' আল-ফিরদাউসকে জানান, গত ৮ এপ্রিল উত্তর মালির আজলাহুক এলাকায় ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদগণ। এসময় মুরতাদ মালিয়ান বাহিনী ও চাদিয়ান জোট বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদদের।

অবশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ মালিয়ান বিশাল সামরিক বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেন এবং ৫০ মালিয়ান মুরতাদ সৈন্যকে হত্যা ও ২০ এরও অধিক চাদিয়ান সৈন্যকে হতাহত করেন। মুজাহিদগণ জীবিত বন্দী করেন আরো ৯ মুরতাদ সৈন্যকে। যুদ্ধের ময়দানে ও সামরিক ঘাঁটিতে থাকা বাকি বেশিরভাগ সৈন্যই আহত হয়েছিল এবং ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে। ঘাঁটি ও যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর, মুজাহিদগণ বিজয় করে নেন আজলাহুক এলাকা ও সেখানে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিটি। যেখানে মালি ও চাদের কয়েক শতাধিক মুরতাদ সৈন্য অবস্থান করছিল।

সামরিক ঘাঁটিটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ সেখানে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অনেকগুলো সাঁজোয়া যান গনিমত লাভ করেন। গনিমত প্রাপ্ত গাড়ি ও সাঁজোয়া যানের সংখ্যা ছিল ৯টি, মোটরবাইক ছিল ৪টি, এছাড়াও রয়েছে অত্যাধুনিক অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলা-বারোদ।

স্থানীয় ঐ মুজাহিদ আরো জানান যে, মুরতাদ বাহিনী নিজেদের পরাজয় ঢাকতে এই অভিযানের বিষয়ে নানারকম অপপ্রচারও চালাচ্ছে।

এদিকে War Noir নামক একটি টুইটার একাউন্ট, উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের প্রাপ্ত কিছু গনিমতের ছবি ও অস্ত্রের নাম প্রকাশ করেছে। নামগুলো হল- 1x Type 77 HMG, 2x W85 HMGs, 7x PK(M)/Type 80 pattern GPMGs, 2x RPG-7 pattern LNCHRs, large quantity of 7.62x39mm AK/Type 56 variants, PG-7V(M) / OG-7V pattern projectiles

---

পাকিস্তান | মুরতাদ এফসি ও পুলিশের উপর তালেবানের হামলা, নিহত ৬ এরও অধিক

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে দেশটির মুরতাদ এফসি ও পুলিশ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন পাক-তালেবান। যার একটিতেই কমপক্ষে ৬ এফসি সদস্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্, তার এক টুইট বার্তায় গত ১২ এপ্রিল সোমবার, পাকিস্তানী নাপাক বাহিনীর উপর পরিচালিত দুটি হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

খবরে বলা হয়েছে, ঐদিন পাক-তালিবান মুজাহিদিন তাদের প্রথম হামলাটি চালান বেলুচিস্তানের ঝোব জেলার খোসাই ঘাটা এলাকায়। যেখানে একদল সশস্ত্র তালিবান মুজাহিদিন পাকিস্তানের মুরতাদ এফসি ফোর্সের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে ৪ এফসির সদস্য নিহত ও আরো ২ এফসি সদন্য আহত হয়েছে, এতে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

খবরে আরো বলা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় আক্রমণটি নিকটস্থ থানায় চালিয়ে ছিলেন। অভিযানের সময় মুজাহিদদের তীব্র গুলাগুলিতে পুরো থানায় আগুন ধরে যায়। যার ফলে বেশ কিছু পুলিশ সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে। আগুনের কারণে থানার অনেক নির্মাণাধীন কাজও নষ্ট হয়ে যায়।

টিটিপি জানিয়েছে যে, হামলার ভিডিও চিত্রও মুজাহিদগণ ধারণ করেছেন, যা অচীরেই প্রকাশ করা হবে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১৫ মুরতাদ সেনা হতাহত, মার্কিন প্রশিক্ষিত ফোর্সের আক্রমণও ব্যর্থ

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১৫ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে মুজাহিদদের উপর হামলা চালাতে আসা স্পেশাল ফোর্সের অভিযানও ব্যর্থ করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, ১২ এপ্রিল সোমবার, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের আফমাদো শহরের একটি সড়কে মুরতাদ বাহিনীকে স্বগত জানাতে আইইডি পুঁতে রাখেন। মুজাহিদদের পুঁতে রাখা এসব আইইডি বিস্ফোরিত হলে মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত ও আরো ৩ সদস্য আহত হয়।

অপরদিকে শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত শাবেলি সুফলা রাজ্যের জামবোলি শহরে আক্রমণ পরিচালনার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত 'দানব' নামক সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা। 'দানব' নামে বিশেষায়িত মার্কিন বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া স্বত্তেও মুজাহিদদের পাল্টা আক্রমণের সামনে দফারফা হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনী। এসময় স্পেশাল ফোর্সের ৭ এরও অধিক সদস্য হতাহত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে মুরতাদ সৈন্যরা ফলব্যাক করে বা ময়দান ছেড়ে লেজগুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর একদিনেই পাক-তালেবানের ৩ হামলা

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের পৃথক তিনটি স্থানে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরালি সীমান্তের তিনটি জায়গায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায় পৃথব হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

ঐদিন মুজাহিদগণ তাদের প্রথম আক্রমণটি চালান মিরালি সীমান্তের বাজারের কেন্দ্রস্থলে। যেখানে মুজাহিদদের হামলার টার্গেটে পরিণত হয় নাপাক সেনাদের একটি চৌকি।কয়েকজন সশস্ত্র মুজাহিদ চৌকিটিততে হামলা চালিয়ে নিরাপদে ফিরতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয় বাজার থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর সামরিক দুর্গের কাছে অবস্থান নেওয়া একটি সামরিক কাফেলায়।

তৃতীয় হামলাটি চালানো হয়েছিল মুসকি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর অপর একটি সামরিক কাফেলায়। মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির সামনে দুপুরের পরেই এই হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তিনটি হামলাতেই বেশ কিছু সৈন্য হতাহত, ১টি গাড়ি ধ্বংস এবং অনেক সরঞ্জামাদি নষ্ট হয়েছে।

অপরদিকে দেশটির গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছে যে, তিনটি হামলায় পাঁচ এরও অধিক সেনা সদস্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে, পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে।

১২ই এপ্রিল, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | তারিক বিন যিয়াদ সামরিক ক্যাম্প- খোরাসান

আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়ার 'তারিক বিন যিয়াদ' নামক সামরিক ক্যাম্প থেকে স্নাতক হয়েছেন বিপুল সংখ্যক তরুণ তালেবান মুজাহিদ। যাদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনিত একমাত্র ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী ও মুসলিম ভূখণ্ডের হেফাজতের জন্য।

সামরিক ক্যাম্পটিতে প্রশিক্ষণরত মুজাহিদদের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/04/12/48505/

ফ্রান্স জুড়ে ইসলাম বিদ্বেষ তুঙ্গে, দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে বিভিন্ন বাক্য

পবিত্র রমজানের প্রাক্কালে ফ্রান্স জুড়ে আশংকাজনক হারে বেড়ছে ইসলাম বিদ্বেষী আক্রমণ। দেয়ালে দেয়ালে লেখা হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী বাক্য।

ক্রুসেডার ফ্রান্স তাদের ইসলাম বিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে মুসলিমদের ধর্মীয় উপসনালয় মসজিদকে সহসাই হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত করে থাকে। পবিত্র রমজান মাসের শুরুতে ফ্রান্সের মসজিদ জুড়ে সেই হামলা আরেক দফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ৯ই এপ্রিল শুক্রবার দেশটির নান্তেস শহরের আর-রাহমা মসজিদে ইসলাম বিদ্বেষীরা অগ্নি সংযোগ করে। মসজিদ ফটকের সামনে দুষ্কৃতিকারীদের রেখে যাওয়া তিনটি ঝুড়ি ভর্তি কাগজের বাক্স থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

আগুনের লেলিহান শিখা মসজিদের কাঠের দরজাটি পুড়িয়ে দেয় ও পেছনে থাকা ধাতব শাটারটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এদিকে আর-রাহমা মসজিদে অগ্নি হামলার ২৪ ঘন্টা না পেরোতেই, ফ্রান্সের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় রেন্নেস শহরের আরেকটি মসজিদ হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছে। শহরটির ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের দেয়াল জুড়ে উগ্রবাদীরা ইসলাম বিদ্ধেষী বার্তা লিখে রেখে যায়।

"ক্রুসেড (ধর্ম যুদ্ধ) আবার হবে"

"শ্বাশত ফ্রান্সে ইসলামের ঠাঁই নেই"

সম্প্রতি ৩০ মার্চ, ২০২১ ক্রুসেডার ফ্রান্সের মন্ত্রীসভা ১৮ বছরের নিচে মুসলিম মেয়েদের পর্দা প্রথা হিজাব পরিধান রুখতে সিনেটে একটি আইন পাশ করেছে।

জ্ঞানভাপি মসজিদ খোঁড়ার রায়ে ক্ষুব্ধ মুসলিম শীর্ষ নেতারা

ভারতে বেনারসের জ্ঞানভাপি মসজিদের সার্ভে করার জন্য নিম্ন আদালতের রায়ের পর মুসলিম সংগঠনগুলির প্রথম সারির নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ৮ এপ্রিল বেনারসের এক আদালত রায় দেয় যে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উচিত জ্ঞানভাপি মসজিদে সার্ভে চালানো। এটি নিঃসন্দেহে আশ্চর্যজনক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। শুধু তাই নয়, এই রায় অনেক তুলে দিয়েছে অনেক প্রশ্ন।

উপাসনাস্থল (বিশেষ প্রভিশন) আইন, ১৯৯১ মেনে চলে দেশের ধর্মস্থলগুলি। ওই আইন অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালে ধর্ম স্থল হিসাবে প্রচলিত স্থান সেই ভাবে থাকবে এবং এর কোনও পরিবর্তন হবে না। বেনারসের ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত যে সুপারিশ করেছে তা ১৯৯১ সালের ওই আইনের বিরোধী। এমন সিদ্ধান্তের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকে যে প্রভাব পড়তে পারে তা সুখকর নয়। ঘৃণার রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বাড়তে পারে এর কারণে।

১৯৯১ সালের আইন মোতাবেক উপাসনাস্থল নিয়ে কোনও রকম পরিকল্পনা

ও ছক কষা জাতি ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বলে ধরা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বিচারবিভাগ ও সরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) পরামর্শ ও নির্দেশকে সম্মান জানাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে এই বিবৃতিতে। বলা হয়েছে, ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মুসলিমদের এবং নিম্ন আদালতের দুর্ভাগ্যজনক রায়ের সুযোগ যাতে সমাজবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি নিতে না পারে সে জন্য কাজ করে যেতে হবে। এই যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশে মুশাওয়ারাতের সভাপতি নাভায়েদ হামিদ, জামাতে ইসলামি হিন্দের আমির সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি, অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ড মনজুর আলম, জামিয়াত আহলে হাদিস হিন্দের আমির মাওলানা আশগর আলি ইমাম মেহদি সালফি, ইত্তেহাদে মিল্লাত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাওলানা তৌকির রাজা খান, অল ইন্ডিয়া মোমিন কনফারেন্সের সভাপতি আইনজীবী ফিরোজ আহমেদ ও অল ইন্ডিয়া তামিরে মিল্লাত হায়দরাবাদের সভাপতি জিয়াউদ্দিন নায়ার।

উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির বানানোর ঘোষণার পর এবার অন্যান্য মসজিদগুলোকেও হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা দখল করার ষড়যন্ত্র করছে।

আমেরিকার দাবি : ফিলিস্তিনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে

ফিলিস্তিনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তাদেরকে অবশ্যই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে বলে তথাকথিত দাবি করেছে ক্রুসেডার আমেরিকা।

সম্প্রতি ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্র অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি আশকেনাজির সাথে টেলিফোন আলাপকালে এ কথা হয়।

ক্রুসেডার আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ফিলিস্তিনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদেরকে অবশ্যই 'সহিংসতা' বন্ধ করতে হবে এবং ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সেইসাথে আগে যেসব চুক্তি হয়েছে তার প্রতি সম্মান জানাতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী মে মাসে ফিলিস্তিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান ফিলিস্তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে এটি নামেমাত্র ফিলিস্তিন সরকার। এ সরকারের সকল কাজকর্ম পরিচালিত হয় ইসরায়েলের ইশারায়। আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের পরাজয়ের আশংকা রয়েছে। ফলে আমেরিকা ও ইসরায়েলের চিন্তিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সঙ্গে টেলিফোন আলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাবি আশকেনাজি। এ সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

---

৯ ফিলিস্তিনি তরুণকে আটক করেছে ইসরায়েল

৯জন ফিলিস্তিনি তরুণকে তাদের নিজ ঘর থেকে জোর করে নিয়ে যায় ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনারা।

রবিবার (১১ এপ্রিল) ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, ইসরায়েলের সেনারা শনিবার গভীর রাত থেকে দখলকৃত পশ্চিম এবং পূর্ব তীরের বাড়িগুলোতে তাদের তথাকথিত নিরাপত্তা অভিযান শুরু করে। বাড়িতে বাড়িতে সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়ে মোট ৯জন নিরীহ ফিলিস্তিনিকে জোর পূর্বক বন্দী করে নিয়ে যায়।

জানা যায়, আটককৃতদের প্রায় সকলেই ২০ বছর বয়সী তরুণ।

উল্লেখ্য, রাত-বিরেতে, সময়ে অসময়ে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে হানা দেওয়া, জিনিস লুটপাট ও তছনছ করা, তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা, বৃদ্ধ ও যুবকদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়াসহ আন্তর্জাতিক আইন লজ্ঘন করা সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সেনাদের নিত্যদিনের কাজ।

এমন কোনো দিন নেই যে, উগ্র ইহুদিবাদীদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের নিপীড়িত হতে হয় না! ইসরায়েলের সন্ত্রাসী সেনারা অথবা উগ্র ইহুদিবাদী দখলদাররা বিভিন্নভাবে ফিলিস্তিনিদেরকে নির্যাতন ও হেনস্তা করে থাকে।

সূত্র: ডাব্লিউএএফএ

গণআন্দোলনে ভয়ে আতংকিত হিন্দুত্ববাদী মাফিয়া আওয়ামী সরকার

প্রায় ১ যুগের বেশি সময় ধরে জনগণের রক্ত চুষে খাওয়া মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে ত্যাক্ত বিরক্ত সাধারণ জনগণ ক্ষোভ করে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে। যে যার জায়গা থেকে লেখনি, মানববন্ধন, বিক্ষোভ করে জানান দিচ্ছেন তাদের অভিব্যক্তি।

মোটরচালক, বাসচালক থেকে শুরুকরে বিভিন্ন পেশার মানুষেরা মাফিয়া সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসেছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জালিম সরকারের অন্যায় কাজ আর নিয়মের থোরাই কেয়ার করে ন্যায়ের পক্ষে থাকার শপথ নিয়েছেন।

তারই অংশ হিসেবে গণ আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে ‘লকডাউন’ শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে মাফিয়া আওয়ামী সরকার। সাধারণ জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের মুখে গণপরিবহন চলাচলে শৈথিল্য আনতে বাধ্য হয় তারা।

এরই মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাকে সবাই এখন শহীদবাড়িয়া বলতে পছন্দ করেন সেখানে প্রচন্ড রকমের প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়ায় মাফিয়া সরকার অনেকটাই ঘাবড়ে যায়। ভয় চেপে বসে তাদের ঘাড়ে। তাই আন্দোলনের এই শিখা থামিয়ে দিতে তড়িঘড়ি করে কৃত্রিম করোনা সংকটের দোহাই দিয়ে কথিত লকডাউন দেয়। সাধারণ জনগণের বিপুল পরিমাণ লোকসানের কথা চিন্তা না করে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে দেয়া হয় এ লকডাউন। কিন্তু জনগণ তা মানেনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে শিথিল করতে হয় এ কথিত লকডাউন। কিন্তু আবারও নতুন নাটকের অবতারণা করতে যাচ্ছে এই মাফিয়া জালিম সরকার। ১৪ তারিখের পর দিতে পারে কঠোর লকডাউন এমন কথাই বলছে তারা। তবে জনগণ যে আবারও কথিত এই লকডাউন উপেক্ষা করবে তা সহজেই অনুমেয়। মাফিয়া সরকারের কাগুজে হুংকার মানবে কেনো তারা?

অন্যদিকে দেশের সব কওমি, আবাসিক-অনাবাসিক মাদরাসা বন্ধ রাখতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মাফিয়া সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত মঙ্গলবার (৬ এপ্রিল) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বর্তমানে দেশে লকডাউন বলবৎ রয়েছে। ইতিপূর্বে সরকার দেশের সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানেও আন্দোলনের অগ্নিশিখা দমাতেই যে এ পদক্ষেপ নিয়েছে তারা।

এই মাফিয়া সরকার যে কতোটা আতংকগ্রস্থ তা বোঝা যায় দেশের কিছু পুলিশ ফাঁড়িতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার ভিতর দিয়েই। জনগণের বুকে গুলি চালাতে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবশ্যই মাফিয়া সরকারের বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতোটা ভঙ্গুর আর ত্রুটিযুক্ত তা এখান থেকে বোধগম্য। সাধারণ জনগণের লাঠি আর বাঁশের বিপরীতে এমন ব্যবস্থা হাসির খোরাকিই বটে।

অন্যদিকে হক্কের পক্ষে আওয়াজ তোলা বিভিন্ন ঘরানার আলিমদের উপর চলছে গুম, জেল জুলুমের পুরনো নিয়ম। কোনকিছু প্রমাণ করতে না পেরে ক্রুসেডার মিডিয়ার সহায়তায় আলিমদের চরিত্রে কালিমা লেপনের জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে এই মাফিয়া সরকার। কিন্তু জনগণ তা গ্রহণ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই পাশে থেকেছে সত্যের পক্ষে। এর থেকে বাদ যায়নি মাফিয়া সরকারের নিজেদের অনেক লোকও। ছাত্রলীগ, যুবলীগের অনেকেই সামিল হয়েছেন ন্যায়ের পক্ষে। এভাবেই একঘরে হয়ে পড়েছে এই মাফিয়া সরকার। তাই প্রশ্ন উঠেছে এভাবে চলতে থাকলে কতোদিন টিকতে পারবে তারা?

সিরিয়া | আসাদ সরকারের নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরক যখন জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম

আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার বাহিনী ও ক্ষমতার চেয়ার ধরে রাখতে বিনদেশীদের কাছে দেশ বিক্রিকারী মুরতাদ সরকারদের কূটচালে পড়ে একটি দেশ কীভাবে ধ্বংস হয়, তা আজকের সিরিয়ার অবস্থা দেখলে অনেক সহজেই বোঝা যায়। দেশটিতে ১০ বছরেরও অধিক সময় ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া ও ইয়েমেনের পথ ধরে সিরিয়ায় এখনো মুসলিম উম্মাহর রক্ত ঝরছে। এ যেন রক্তের স্রোতোধারা, না থেমে বাড়ছে দিন দিন। বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিম উম্মাহর আহাজারিতে কথিত বিশ্ব মানবাধিকার মুখে কুলুপ এঁটে আছে।

কসাই বাসার আল-আসাদ সরকার ক্ষমতার চেয়ার টিকিয়ে রাখতে দেশকে বিক্রি করে দেয় বিনদেশী কুফ্ফারদের কাছে। দেশের লক্ষ লক্ষ জনগণের রক্তে উপর দিয়েই টিকিয়ে রাখে ক্ষমতার চেয়ার। জনগণের উপর প্রয়োগ করা হয় প্রাণঘাতী রাসায়নিক অস্ত্র ও টনকে টন বোমা। ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে দেশকে পরিণত করে এক মৃত্যুপুরীতে।

এসব হামলা থেকে যারা কোনরকম প্রাণে বেঁচে আছেন, তারা ভিটেমাটি ছেড়ে অর্থনীতিকভাবে নিঃশ্ব এবং চরম খাদ্য সংকট পড়েন। ফলে অনেকেই জীবিকার জন্য বেঁচে নেন বিপজ্জনক কাজ। এরমধ্যে রয়েছে আসাদ সরকার ও বিদেশী ক্রুসেডার বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন মারণাস্ত্র শেল এবং চেরেনাল থেকে উপকরণ পুনর্ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহের মত বিপজ্জনক কাজ।

দেশটির ইদলিব সিটি থেকে এমনই কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন ফটো সাংবাদিকরা।

https://alfirdaws.org/2021/04/12/48487/

পাকিস্তান | মসজিদের ইমামের ছদ্মবেশে থাকা গুপ্তচরকে হত্যা করল পাক-তালেবান

পাকিস্তানে সাবেক পাক-তালেবান কমান্ডার মুফতি মিয়া ওমর শাহকে গুপ্তচরবৃত্তির কারণে গুলি করে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ এপ্রিল শনিবার, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ 'টিআএ'র মুজাহিদগণ গঞ্জাই গ্রামে মিয়া সৈয়দ আলী শাহের ছেলে ইমাম ও মুফতী মিয়া ওমর শাহকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

সূত্র আরো জানায় সে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিল, তখন দু'জন সশস্ত্র মোটরসাইকেল আরোহী তাঁর উপর কালাশনিকভ দ্বারা গুলি চালালে সে গুরুতর আহত হয় এবং সশস্ত্র আরোহিরা রাতের অন্ধকারে নিরাপদে স্থানত্যাগ করতে সক্ষম হন। এরপর গুরুতর অবস্থায় তাকে ত্বসিল সদর হাসপাতাল তখত ভাইতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে এমএমসি মর্দানে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু সেখানে সে গুরতর আহত হওয়ার কারণে মারা যায়।

হত্যার কারণ হিসাবে জানা যায় যে, মুফতী মিয়া ওমর শাহ একসময় পাক-তালেবান কমান্ডার ছিল। বেশ কিছুদিন আগে লোকটি কেবল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণই করেনি, পাশাপাশি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করে এবং যখনই কোনও তালেবান যোদ্ধাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এসময় সে মুজাহিদদের উপর চালাতে থাকত অমানবিক নির্যাতন। নিজের ঈমান ও দ্বীনের বিনিময়ে এটিকেই সে নিজের পেটের খোরাক জোগানোর মাধ্যম বানিয় নেয়।

পাক-তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোোসানী বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থার এই নিকৃষ্ট লোকটি, গত বছর তার ভাগ্নের মাধ্যমে টিটিপির গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার নেক মোহাম্মদকে (রহ.) শহীদ করেছিল। এই হামলার কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদগণ তার ভাগ্নেকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

হুকুমের গোলাম মিয়া ওমর শাহ তালেবানদের কাছে মুফতি ঘৌরি নামে পরিচিত ছিল। সে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে সোয়াত থেকে কয়েকশ মুজাহিদকে ২০১৪এবং ২০১৫সালে আইএসআইএস-এর কাছে ধরিয়ে দেয়। এছাড়াও সোয়াতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর পরিচালিত গণহত্যার পিছনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মিয়া ওমর শাহ। যার ফলে শত শত নিরপরাধ মুসলিম মুরতাদ বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

সর্বশেষ মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন-অবৈধ সরকার ও সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা ও অস্থায়ী রিটকে স্বীকৃতি দিয়ে যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের শেষ পরিণতি এমনটাই ঘটবে। ইনশাআল্লাহ্

১১ই এপ্রিল, ২০২১

যশোরে করোনায় আ. লীগ নেতার মৃত্যু

যশোরের এক আওয়ামী লীগ নেতা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। নিহত হাফিজুর রহমান নিপু (৬২) চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিল।

শুক্রবার (৯ এপ্রিল) ভোর চারটার দিকে সে মারা যায়। হাফিজুর রহমান নিপু ২২ বছর ধরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিল।

তার করোনা পজিটিভ ছিল বলে নিশ্চিত করেছেন চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. লুৎফুন্নাহার লাকি।

এছাড়াও মুরতাদ আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রীসহ প্রায় তিনশত নেতা কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

ভারতে রাতভর মদ-মাংস খেয়ে সকালে মুসলিমদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে মালাউন পুলিশ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে রাজ্য বিধানসভার চতুর্থ দফার নির্বাচনে কোচবিহার ভোটকেন্দ্রে পুলিশের গুলিতে ৪ জন মুসলিম নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে কোচবিহারের শীতলকুচির জোড়পাটকির ১২৬ নম্বর বুথের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

তৃণমূল এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সিএপিএফ (সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স) গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তারা প্রাণ হারান। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী সন্ত্রাসী দল বিজেপির হয়ে কাজ করছে।

রাতভর মদ-মাংস খেয়ে সকালে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। সুষ্ঠ নির্বাচন করানোর ভার যাদের কাঁধে, তাদের নির্বিচারে গুলি চালানোর অধিকার কে দিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। সেই সময় বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বুথের ভেতরে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল, তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিক গোটা ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেই দায়ী করেছেন। তার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাগাতার উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে মমতা।

তাতেই গুলি চলে। তবে স্থানীয়দের যুক্তি, নিহতদের পরিচয় তাদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের সমর্থন নয়। তারা ভোটার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়ে যদি গুলি চালাতে হয়, তাহলে পায়েও তো গুলি চালাতে পারত। তা না করে সোজাসুজি বুকে গুলি করা হলো কেন প্রত্যেককে? এর আগে সকালে পাঠানটুলি শালবাড়ির ২৮৫ বুথে ভোট দিতে গিয়ে ১৮ বছরের কিশোরের মৃত্যু হয়।

মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা আল আকসায় নামাজ আদায়ে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে অবস্থিত মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা আল আকসায় জুম'আর নামাজ আদায়ে বাধা দিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের পুলিশ।

শুক্রবার (৯ এপ্রিল) পশ্চিমতীর ও জেরুসালেম থেকে আসা মুসল্লিদের আল আকসায় প্রবেশের অনুমতি নেই—এমন দাবি করে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ইসরায়েলি পুলিশ।

জানা যায়, ফিলিস্তিনের প্রচীন শহরটিতে শুক্রবার একাধিক চেকপোস্ট বসিয়ে মুসল্লিদের আল আকসায় প্রবেশে বাধা দেয় দখলদার সেনারা। এ সময় দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনিদের আটক করে বাসে তুলে পশ্চিমতীরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

একইভাবে অবরুদ্ধ গাজা থেকেও কোনো মুসল্লিকে আল আকসায় আসতে দেয়নি ইসরায়েল।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

১০ই এপ্রিল, ২০২১

এখনো জালেমের কারাগারে তরুন আলিম রফিকুল ইসলাম

জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য ৭ এপ্রিল রাত তিনটায় মাফিয়া সরকার দ্বারা গুম হয়েছিলেন তরুন আলিম রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনা।

কিন্তু বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় আটক দেখানো হয়। মিথ্যা অভিযোগ এনে দেয়া হয় বিভিন্ন মামলা। কিন্তু ঘটনার তিনদিন হয়ে গেলেও তাকে এখনো পর্যন্ত মুক্তি দেয়নি জালিম মাফিয়া সরকার।

শরীরের দিক থেকে ছোটখাট হলেও এই আলেমে দ্বীন বিভিন্ন সময়েই জনগণের পক্ষে সত্য কথা বলতে ভয় পাননি। জাতির বিভিন্ন ইস্যুতে সামনের সাড়িতে থেকে জালিম শাসকদের বিপক্ষে অপকটে সত্য বলে দেন। আর এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে। জালিম রক্তচোষা শাসক জনগণের মুখপাত্রদের স্তব্ধ করতে বেছে নিয়েছে গুম, খুনের সংস্কৃতি যদিও এই ঘৃন্য অভ্যাস শাসকগোষ্ঠীর নতুন কোন বিষয় নয়।

অন্যদিকে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশও ন্যায়ের পক্ষে এই আলেমের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। দ্রুত মুক্তি দেবার জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর সোস্যাল মিডিয়ায় সাধারণ জনগণের ভালোবাসাও লক্ষ্য করা গেছে তরুন এই আলেমের জন্য। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে রক্তচোষা এই মাফিয়া জালিম সরকার জনগণের বিপরীতে তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে সকল অন্যায় অব্যাহত রেখেছে।

ফটো রিপোর্ট | কাশ্মীরে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদগণ

গত ৮ এপ্রিল বিকাল বেলা থেকে শুরু করে ৯ এপ্রিল প্রায় দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা যাবত কাশ্মীরের সোপিয়ান এবং ত্রালের পৃথক দুটি স্থানে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে লড়াই হয় আল-কায়েদা কাশ্মীর শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের উচ্চপর্যায়ের মুজাহিদ কমান্ডারদের। এসময় সোপিয়ানের জান মোহাল্লা এলাকায় ৫ জন এবং ত্রাল এলাকায় AGH এর ডিপুটি ইমতিয়ায শাহ এবং আরো একজন মুজাহিদকে শহিদ করার দাবি করেছে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী। বিপরীতে মুজাহিদদের হামলায় ৪ ভারতীয় মুশরিক আর্মি অফিসার আহত হয়েছে বলা জানিয়েছে দেশটির জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো।

এদিন শাহাদাত বরণকারী মুজাহিদগণ হলেন-

১ - ডিপুটি ইমতিয়ায শাহ।

২ - কমান্ডার কাশিফ মীর।

৩ - মোহাম্মদ ইউনিস।

৪- মুজাম্মিল মনজুর।

৫ - বাসিত ভাট

৬ - জাহিদ কোকা

৭ - আদিল আহ লোন

https://alfirdaws.org/2021/04/10/48462/

কাশ্মীর | শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন এজিএইচ এর ৭ মুজাহিদ

ভারতের জবরদখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরে মুশরিক সৈন্যদের সাথে এক লড়াইয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন 'আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের ডিপুটিসহ ৭ জন।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায়, গত ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে মুজাহিদদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে এলাকাটি অবরোধ করে মুশরিক সৈন্যরা। এসময় একটি মসজিদে হামলা চালায় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সৈন্যরা। এই অভিযান চলতে থাকে পরেরদিন (৯ এপ্রিল) সকাল বেলা পর্যন্ত। দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার এই লড়াই শেষে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী দাবি করে যে, তারা ৫ জন মুজাহিদকে শহিদ করতে সক্ষম হয়েছে।

সূত্র আরো জানায় যে, ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের এই অভিযানে প্রধান টার্গেট ছিল, আল-কায়েদা কাশ্মীর শাখা হিসাবে পরিচিত আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের ডিপুটি ইমতিয়ায শাহ। অভিযান চলাকালীন ইমতিয়ায শাহ এবং আরো ১ জন মুজাহিদ অবরোধ থেকে বের হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরাবর্তিতে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী দাবী করে যে, তারা ত্রাল এলাকায় আরো ২ জন মুজাহিদকে শহিদ করেছে। বলা হয় যে, অবরোধ থেকে পালিয়ে যাওয়া ইমতিয়ায শাহ ও তার সাথীকে তারা ত্রাল এলাকায় শহিদ করেছে।

জানা যায় যে, এই অভিযানে শাহাদাত বরণকারী কাশিফ মীর এবং ইমতিয়ায শাহ পারিবারিকভাবে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যাদের আপন ভাইয়েরা হিযবুল মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বিগত দশকগুলোতে তারাও শাহাদাতের নিয়ামত লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাদের ভাইয়েরা হিযবুল মুজাহিদীন এর দলে যোগ দিলেও ইমতিয়ায এবং কাশিফ বেছে নেন আনসার গাযওয়াতুল হিন্দকে।

সূত্র আরো জানায় যে, আনসার গাযওয়াতুল হিন্দের ডিপুটি শহিদ ইমতিয়ায শাহ ছিলেন বোরহান ওয়ানী রহিমাহুল্লাহ'র আপন ভাই।

সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ৮ এপ্রিল বিকাল বেলা থেকে শুরু করে ৯ এপ্রিল প্রায় দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা যাবত সোপিয়ান এবং ত্রালের পৃথক দুটি স্থানে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে লড়াই হয় মুজাহিদদের। এসময় সোপিয়ানের জান মোহাল্লা এলাকায় ৫ জন এবং ত্রাল এলাকায় ডিপুটি ইমতিয়ায শাহ এবং আরো একজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। বিপরীতে মুজাহিদদের হামলায় ৪ ভারতীয় মুশরিক আর্মি অফিসার আহত হয়েছে বলা জানিয়েছে দেশটির জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো।

সিরিয়া | খান শাইখুন গণহত্যাঃ মুসলিম উম্মাহের হৃদয়ে এক দগদগে ক্ষত

সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের খান শাইখুন শহরে ২০১৭ সালের ৪ ই এপ্রিল কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিহাসের জঘণ্যতম গণহত্যা চালায়। এতে ৩২ শিশুসহ শতাধিক মুসলিম নিহত হন, আহত হয় আরো পাঁচ শতাধিক বেসামরিক লোক।

ইতিহাসের আলোচিত এই গণহত্যায় কুখ্যাত বাশার আল আসাদের অনুগত বাহিনী বিমান হামলা চালিয়ে সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের জনবহুলপূর্ণ খান শাইখুন শহরে রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাগুলো বিষাক্ত সারিন গ্যাসের নিঃসরণ ঘটিয়ে নিমিষেই শহরটিকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে।

সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধে বাশার আল আসাদ কর্তৃক ২০১৩ সালে গৌতা শহরে প্রয়োগকৃত প্রাণঘাতী রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগের পর এটিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হতাহতের ঘটনা।

মৃত্যু আর ধ্বংসজ্ঞের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করতে আক্রমণটি সকাল ৬:৩০ নাগাদ চালানো হয়, যখন শিশুরা স্কুলের উদ্দেশ্যে আর বড়রা কাজে বেড়িয়ে পড়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেদিন আসাদ বাহিনীর বিমান হামলায় বোমা বর্ষণের দশ মিনিটের মধ্যেই বিষাক্ত সারিন গ্যাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আর স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণঘাতী লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

স্বেচ্ছাসেবী হোয়াইট হেমলেট সদস্যরা জানান, সচরাচর এরকম হামলা লক্ষ্য করা যায় না। আহত ও মুমূর্ষু লোকদের ইদলিব প্রদেশের আল রাহমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীরা জানান, অতীতের আসাদ বাহিনীর চালানো ক্লোরিন গ্যাস আক্রমণ থেকে এটা ছিল ভিন্নতর ও অধিক প্রাণঘাতী। ক্লোরিন গ্যাস আক্রমণে হামলার নির্দিষ্ট স্থানটিতে স্বল্প সংখ্যক লোক মারা যান, কিন্তু খান শাইখুন হামলায় দূরবর্তী স্থানের লোকও ব্যপকহারে আক্রান্ত হন।

হামলাটি স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মকভাবে ক্ষতিসাধন করে, যার দরুন বিপুল সংখ্যক লোক স্বল্প সময়েই মৃত্যুর কূলে ঢলে পড়েন।

‘শালাদের বাড়িঘর ভাংচুর কর’ ছাত্রলীগ নেতার হুঙ্কার

লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমানের বোনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাবেদ হোসেন বক্করের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমানের বোন ফাতেমা বেগম বাদী হয়ে এ ঘটনায় লালমনিরহাট সদর থানায় শুক্রবার সকালে একটি মামলাও করেছেন (মামলা নং-১২)।

মামলার এজাহারে ফাতেমা বেগম অভিযোগ করেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাবেদ হোসেন বক্করের নেতৃত্বে প্রায় ৫০-৬০ সন্ত্রাসী দলবদ্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে আমার বাড়িতে ফিল্মি স্টাইলে আক্রমণ এবং ভাংচুর চালায়। এ সময় বক্কর তার গুণ্ডা বাহিনীকে হুকুম দিয়ে বলে 'শালাদের বাড়িঘর ভাংচুর কর'। এরপরই লাঠি, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, হকিস্টিক, ধারালো ছোড়া এবং রাম দা নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক তাণ্ডব।

ফাতেমা বেগম বলেন, বক্করের হুকুমের পর অপর আসামি নিরব আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মাথায় আঘাত করতে আসে। পরে আমি প্রতিহত করলে লাঠির আঘাতে বাম হাতের কনুইতে আঘাত পাই। এছাড়াও বক্করের সঙ্গী-সাথীরা আমার হিজাব এবং পরনের পোশাক ধরে টানাটানি করে। এরপর আমার বাড়িতে অবস্থান করা দোয়া ইউনুস পাঠরত অবস্থায় থাকা অন্য মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে চলে যায়।

জানা গেছে, প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের স্থানীয় কিশোরদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা চলছিল। স্থানীয় কিশোরদের দুই গ্রুপে অসংখ্যবার সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। কিশোরদের একটি গ্রুপকে শেল্টার দেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাবেদ হোসেন বক্কর এবং মামলার বাদী ফাতেমা বেগমের ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সবুজ। দুই পক্ষের বিরোধের জেরেই লালমনিরহাটের সাহেব পাড়ায় এবার এমন ঘটনা ঘটল।

সূত্র: যুগান্তর

কাশ্মীরে মসজিদে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর গুলিতে নিহত ৭ মুসলিম

ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর হামলায় সাত মুসলিম নিহত হয়েছে।

পুলিশের বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনারা মসজিদে অভিযান চালায়। সেখানে মসজিদের মধ্যেই পাঁচজনকে শহিদ করা হয়। আহত অবস্থায় দুইজন সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে তাদের ধাওয়া করে পুলওয়ামার ত্রালে হত্যা করা হয়।

ব্যবসায়ীর দোকান লুট করল আ'লীগ নেত্রী

নাটোরের বড়াইগ্রামে রত্না খাতুন নামে এক আওয়ামী লীগ নেত্রীর বিরুদ্ধে স্থানীয় বাজারের এক মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবসায়ীর দোকান লুট চালিয়েছে।

অভিযুক্ত ওই নেত্রীর নাম রত্না খাতুন। তিনি উপজেলার বড়াইগ্রাম ইউনিয়নের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা। ভুক্তভোগী ওই ব্যবসায়ীর নাম আতিক শাহরিয়ার। এই ঘটনায় বুধবার (৭ এপ্রিল) বড়াইগ্রাম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দায়েরকৃত অভিযোগে আতিক শাহরিয়ার বলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাগডোব বাজারের তার দোকান থেকে তিনি নামাজ পড়তে যান। এ সময় পারভীন ও তার স্বামী মিলন আকন্দ ১৫ থেকে ২০ জন তার দোকান থেকে দেড় লাখ টাকা লুট ও ভাঙচুর করে। এ সময় দোকান রক্ষা গিয়ে এলাকাবাসী কাউছার ও রাশফুল শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

তিনি দাবি করেন, জমি সংক্রান্ত বিরোধে জের তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুট পাট করা হয়েছে। রত্নার স্বামী মিলন আকন্দের কিছু জায়গা রাস্তায় রয়েছে। রাস্তার মধ্যে থাকার জায়গা উদ্ধার করতে তার দোকান দখলের চেষ্টা করছে।

‘ক্রসফায়ার দেওয়া হতে পারে, ভাইকে বাঁচাতে চাইলে ২ কোটি টাকা রেডি করেন’ র‍্যাবের হুমকি

রাজধানীতে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ নেওয়ার সময় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে হাতিরঝিল থানা পুলিশ।

শুক্রবার বিকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের অতিরিক্ত উপকমিশনার ইফতেখায়রুল ইসলাম যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অপহরণ করে মুক্তিপণ নেওয়ার অভিযোগে ৪ র‍্যাব সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, এই অপহরণ চক্রে মোট ছয়জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে তিনজন হল সেনাবাহিনীর, একজন বিমান বাহিনীর, একজন বিজিবির ও আরেকজন সাধারণ মানুষ। আসামিদের মধ্যে বিজিবির সদস্য ও সাধারণ নাগরিক পলাতক রয়েছেন|

হাতিরঝিল থানায় অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, রাইয়ানা হোসেন নামের এক তরুণী অভিযোগ করেন তার বড়ভাই তামজিদ হোসেন (২৭) তাদের মীরবাগের বাসা থেকে ৮ এপ্রিল সকাল ৯টায় উত্তরায় যাওয়ার কথা বলে বের হন। আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তাকে ফোন করে র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে জানান তার ভাই তামজিদ র‍্যাবের হেফাজতে আছেন। থানা পুলিশ বা ডিবি পুলিশকে জানালে তার ভাইকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে- একথা বলে ফোন কেটে দেন ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি।

রাইয়ানা অভিযোগে বলেন, আমি পরে অনেকবার ফোন করলে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি রিসিভ করেননি। পরে আনুমানিক দুপুর দেড়টায় ফোন রিসিভ করে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি জানান আমার ভাইকে র‍্যাবের সিনিয়র অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তার নামে অস্ত্র ও মাদক মামলা হবে।

রাইয়ানা অভিযোগে বলেন, আমার ভাইকে র‍্যাবের কোন অফিসে, কোন সিনিয়র অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন জানতে চাইলে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি জানান, এই মুহূর্তে আমার ভাই কোন অফিসে আছে তা বলা যাবে না। তাকে ক্রসফায়ারও দেওয়া হতে পারে। যদি আপনার ভাইকে বাঁচাতে চান তাহলে দুই কোটি টাকা রেডি করেন।

এর কিছুক্ষণ পর র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী সেই ব্যক্তি মোবাইল ফোনে আমার ভাইকে তাদের সহযোগীদের দ্বারা মারধরের শব্দ শোনান এবং আমার ভাইকে মোবাইল ফোন দিলে আমার ভাই কাঁদতে কাঁদতে জানায়, তাকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে বেদম মারধর করছে। আমার ভাই কাঁদতে কাঁদতে বাঁচার আকুতি জানায়। পরবর্তীতে ওই নম্বর থেকে আরও অজ্ঞাত ২-৩ জন ফোন করে টাকা জোগাড় করতে পেরেছি কি না, আমার কাছে জানতে চায়।

আমি তাদেরকে বলি, আমরা গরিব মানুষ। এত টাকা কোথায় পাব? একপর্যায়ে র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী সেই ব্যক্তি ১৫ লাখ টাকা দাবি করেন। আমাদের কাছে কোনো টাকা নেই জানালে সেই ব্যক্তি নগদ ১২ লাখ টাকা নিয়ে রাজধানীর একটি অভিজাত মার্কেটে যেতে বলে। থানা পুলিশ বা ডিবি পুলিশকে জানালে আমার ভাইকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়।

আনুমানিক বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে আমার ভাইয়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে কল করে আমার সঙ্গে ভাইয়ের কথা বলিয়ে দেওয়া হয়। আমার ভাই তখন তাকে খুব মারধর করছে বলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাদের দাবিকৃত টাকা দিয়ে দিতে বলে। আমরা তখন তার অবস্থান জানতে চাইলে সে পুনরায় জানায় তার হাত-পা ও চোখ বাঁধা। সে কোথায় আছে বলতে পারবে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুরতাদ পুলিশ বাহিনীরও এমন অপরাধ অহরহ করে চলছে।

ইহুদি সেনার গুলিতে প্রাণ গেল ফিলিস্তিনির, স্ত্রী গুরুতর আহত

দখলকৃত জেরুজালেমের একটি গ্রামে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর গুলিতে ওসামা মনসুর নামে একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ সময় সঙ্গে থাকা তাঁর স্ত্রীও ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

নিহত ফিলিস্তিনির স্ত্রী জানায়, বেলা সাড়ে তিনটার দিকে একটি ইসরায়েলি চেকপয়েন্টে অতিক্রম করার সময় দখলদার সেনারা আমাদের গাড়ীর নীচে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। গাড়ীটি থামলে সেনারা আমাদের যেতে

বলে। তখন আমাদের গাড়ি সামনে বাড়তেই তারা গুলি করতে শুরু করে। এতে আমারা দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয়।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ মনসুরকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর আগেই সে মারা গেছেন।

এ ঘটনায় দখলদার ইসরায়েল একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, নিহত ফিলিস্তিনি তাদের সেনাদের ঘাড়ি হামালা করতে চেয়েছিল। বিবৃতিতে এটাও বলা হয় যে কোন সেনা আহত হয়নি।

০৯ই এপ্রিল, ২০২১

সোনারগাঁওয়ে মাদ্রাসা থেকে হেফাজতের ৭ জনকে আটক

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মাদ্রাসা থেকে হেফাজতের সাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে আওয়ামী পোষা মুরতাদ পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার জায়েদুল আলম বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মাদ্রাসায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে হেফাজতের সাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে মুরতাদ পুলিশ।

উল্লেখ্য, সোনারগাঁওয়ে রয়েল রিসোর্টে হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক উনার স্ত্রীকে নিয়ে স্থানীয় মুরতাদ লীগ বাহিনীর কবলে অবরুদ্ধ হন। পরে হেফাজতের নেতাকর্মীরা বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে উনাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

এসব ঘটনায় গত বুধবার (৭ এপ্রিল) হেফাজত নেতা মামুনুল হককে প্রধান আসামি করে ৮৩ জনের নাম উল্লেখ করে পুলিশ দুটি মামলা দায়ের করে।

১৭ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া আরো তিনটি মামলায় ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে আসামি করা হয়।

এ তিন মামলায় এখন পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদীদের দালাল পুলিশ ২৬ জন হেফাজত নেতাকর্মীকে আটক করেছে।

ভারতে এবার জ্ঞানবাপি মসজিদের নিচে কথিত মন্দিরের অস্তিত্ব খোঁজার নির্দেশ

ভারতের বারানসিতে মুঘল আমলে নির্মিত জ্ঞানবাপি মসজিদের নিচে হিন্দু মন্দিরের চিহ্ন রয়েছে কিনা এবার তা খুঁজে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় একটি আদালত। মসজিদটি বিখ্যাত কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশেই অবস্থিত।

হিন্দু ধর্মানুসারীদের দাবি, ১৬৬৪ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে। এ নিয়ে ১৯৯১ সালে আদালতে একটি পিটিশন দায়ের হয়েছিল।

প্রায় তিন দশকের পুরনো সেই পিটিশনের শুনানিতে বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) বারানসি আদালত ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থাকে (এএসআই) মসজিদটি মন্দিরের জায়গায় বানানো কিনা তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে।

বিষয়টি তদন্তের জন্য এএসআইয়ের মহাপরিচালককে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করতে বলা হয়েছে, যার মধ্যে দুজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য থাকতে হবে। কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রসিদ্ধ কাউকে নিয়োগ দেয়ারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আদালতের নির্দেশে বলা হয়, এই প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মূল উদ্দেশ্য হবে 'বিতর্কিত স্থানে' বর্তমানে যে ধর্মীয় অবকাঠামো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপনার যে কোনো ধরনের পরিবর্তন, সংযোজন বা রূপান্তরের চিহ্ন রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করা। অর্থাৎ, মসজিদের ওই জায়গায় কখনো হিন্দু মন্দির ছিল কিনা, সেটাই অনুসন্ধান করবে কমিটি।

যদিও এ ধরনের জরিপের নির্দেশনা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য আর শামসাদ। তার মতে, ১৯৯১ সালে প্রণীত একটি আইন বিবেচনায় আবেদনটি বাতিল করা উচিত।

তিনি বলেছেন, এই মামলা খারিজ করার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে জেলা আদালত আদেশ জারি করেছে। মামলাটির শুনানি করা যায় কিনা তার পুরো বিষয়টি এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারাধীন। এই পটভূমিতে মনে হয় না এধরনের আদেশের কোনও যৌক্তিকতা রয়েছে। এটি মোটেও উচিত হয়নি।

সূত্র : এনডিটিভি

খোরাসান | ২৮০০ অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিল তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রিত ২টি জেলার ২ হাজার ৮ শত অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তালেবান মুজাহিদিন ফারয়াব প্রদেশের দউলতাবাদ জেলায় ২০০০ অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, সম্প্রতি অনাবৃষ্টি এবং কাবুল বাহিনীর সামরিক আগ্রাসনের ফলে প্রদেশটির কয়েকটি জেলার সাধারণ মানুষ আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। তালেবান এসব সমস্যাগ্রস্ত পরিবারের মাঝেও খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা পৌঁছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

একইভাবে নিমরোজ প্রদেশের চাহারবারাক জেলাতেও আরো ৮০০ অভাবী পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করেছে তালেবান।

ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক মুখপাত্র মুহতারাম ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, খাদ্য সহায়তার এই তালিকায় ছিল, আটা, তেল, চিনি, ডাল, মটর ও লবণ।

এদিকে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে দেশজোড়ে খাদ্য সহায়তা প্রক্রিয়া আরো বাড়ানোর জন্য জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তালেবান, এরই লক্ষ্যে তারা অভাবী পরিবারগুলোর একটি তালিকাও তৈরি করছেন।

০৮ই এপ্রিল, ২০২১

ধরা পড়লো লঞ্চ ধাক্কা দেয়া সাংসদ শেখ তন্ময়ের সেই জাহাজ

নারায়ণগঞ্জ শহরের কয়লাঘাট এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় কার্গো জাহাজটি।

জানা যায় জাহাজটি শেখ পরিবারের সদস্য সাংসদ শেখ তন্ময়ের মালিকানাধীন। কার্গোটির নাম এসকেএল-৩। এরপর বদলে ফেলা হয় কার্গোর রং। কার্গোটিকে জব্দ করা কোস্টগার্ড কর্তৃপক্ষ এমন তথ্য জানিয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় নোঙর করা অবস্থায় ওই কার্গো জাহাজটি আটক করে কোস্টগার্ড। এ সময় কার্গোর চালকসহ ১৪ জনকে আটক করা হয়। প্রথম আলোর এক রিপোর্টে জানা যায় এমন তথ্য।

কোস্টগার্ড পাগলা স্টেশনের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট আশমাদুল ইসলাম বলেন, যাত্রীবাহী লঞ্চটিকে ধাক্কা দেওয়ার পর কার্গো জাহাজটি দ্রুত মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় চলে যায়। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পর শুরু হয় ঝড়।

তবে ঝড়ের মধ্যেও কার্গোটি থামেনি। দ্রুত গতিতে পালাতে থাকে কার্গোটি। এরপর আটক ঠেকাতে কার্গোটির রং দ্রুততম সময়ের মধ্যে বদলে ফেলা হয়। বদলে ফেলা কার্গোটি গজারিয়ার কোস্টগার্ড স্টেশনের কাছাকাছি নোঙরও করে রাখা হয়। সেখান থেকেই ধরা খায় কার্গো জাহাজ এসকেএল-৩।

বর্তমান মাফিয়া সরকারের একটি রুপক চিত্রের মতোই যেন জাহাজের ঘটনাটি। জনগণের সম্পদ নষ্ট করে মুহূর্তেই রঙ পরিবর্তনের চেষ্টা। গত রোববার সন্ধ্যার দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর কয়লাঘাট এলাকায় জাহাজের ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী লঞ্চ সাবিত আল হাসান। ওই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে ৩৪ জনের।

এই ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে কার্গো জাহাজের চালকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানায় মামলা করা হলেও মামলায় কার্গো জাহাজ, এর চালক বা মালিক; কারোই নাম উল্লেখ করা হয়নি বলে জানান বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দীপক চন্দ্র সাহা।

ধাক্কা দেওয়া কার্গোটির নাম এমভি এসকেএল-৩, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এম-০১-২৬৪৩। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাহাজটির মালিক বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ তন্ময়ের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এসকে লজিস্টিকস।

তবে ঘটনার পর থেকে পুলিশ, লঞ্চ মালিক সমিতি ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধাক্কা দেওয়া কার্গোটির নাম এমভি এসকেএল-৩, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এম-০১-২৬৪৩। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাহাজটির মালিক বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ তন্ময়ের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এসকে লজিস্টিকস।

মাওলানা রফিকুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে মাফিয়া সরকার

বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত তরুণ বক্তা মাওলানা রফিকুল ইসলামকে গত পরশু রাতে নেত্রকোনা জেলার নিজ বাড়ি থেকে র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গুম করার চেষ্টা করেছিলো হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি সোস্যাল মিডিয়ায় জানাজানি হয়ে গেলে অন্যায়ভাবে রিমান্ডে নেবার কথা জানায় তাগুত বাহিনী।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম একজন জনপ্রিয় ওয়ায়েজ। সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন তিনি। তার বয়ানে দেশের কল্যানে মানুষের অন্তরে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয়। দেশের প্রতি ভালবাসার তাগিদে জনগণকে অন্যায় জুলুম ও অত্যারের বিরুদ্ধে জাগ্রত হওয়ার আহবান করেন। আর এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে বলে মনে করছেন সবাই। কিন্তু কোন ধরনের পূর্ব মামলা ছাড়া বিনা কারণে তাকে র‍্যাব ধরে নিয়ে যাওয়া নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের অন্যায় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা তার জলন্ত প্রমাণ।

উল্লেখ সাম্প্রতিককালে দেশের সমকালীন বিভিন্ন ইস্যুতে যথেষ্ট সচেতন দেখা যায় তরুন এই আলেমকে। কয়েকদিন আগে সাময়িক সময়ের জন্য গ্রেফতারও করা হয়েছিলো। কিন্তু জনরোষের কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য

হয় মাফিয়া বাহিনী। আর এবার মাফিয়া সরকারের বর্তমান সময়ের সবথেকে চ্যালেঞ্জিং ব্যক্তিত্ব মামুনুল হকের পক্ষে কথা বলায় গ্রেফতারের সম্মুখীন হলেন এই তরুন আলিম।

ফটো রিপোর্ট | কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার অসাধারণ কিছু মূহুর্ত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল 'আল-কাতায়েব' মিডিয়া থেকে নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ৩৫ মিনিটের এই ভিডিওতে সোমালিয়ার বিভান্ন এলাকায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায় যে, মুজাহিদগণ তুর্কি প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে হামলা চালাচ্ছেন। যেখান থেকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করছেন তুরস্ক ও কাতারের দেওয়া সাজোঁয়া যান এবং অস্ত্রগুলো। ঘাঁটি ও চেকপোস্টের আশপাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় মুরতাদ সেনাদের মৃতদেহগুলো। এছাড়াও ভিডিওটিতে স্বল্প পরিসরে রিবাতের ভূমিতে মুজাহিদদের অতিবাহিত দিনগুলোও দেখানো হয়। (ভিডিও আসছে ইনশাআল্লাহ্)

https://alfirdaws.org/2021/04/08/48403/

ফটো রিপোর্ট | রিবাতের ভূমি সিরিয়ায় উইঘুর মুজাহিদিন

কমিউনিস্ট চীনের জবরদখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে জিহাদ ও রিবাতের ভূমিতে হিজরতকারী উইঘুর মুজাহিদ গ্রুপ 'কাত্বিবাত আল গুরাবা' সামরিক প্রশিক্ষণের একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যায় মুজাহিদগণ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারের কলাকৌশল শিখছেন।

উল্লেখ্য, দলটি সিরিয়ার ইদলিবে তাহরিরুশ শামের বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে এখনো স্বতন্ত্রভাবে জিহাদী কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2021/04/08/48400/

কিশোরগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লুৎফর রহমান নয়নের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও গর্ভপাত করানোর অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করেছেন এক তরুণী।

গত ৪ এপ্রিল অভিযোগ দায়েরের পর কিশোরগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ কিরণ শংকর হালদার সেটি আমলে নেয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গুরুদয়াল কলেজ ক্যাম্পাসে লুৎফর রহমান নয়নের সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয় ও পরে জোরপূর্বক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। গত বছরের ২০ অক্টোবর ওই তরুণীকে শহরের গাইটাল এলাকায় জুয়েল রানা নামে তার এক বন্ধুর বাসায় নিয়ে যান তিনি। সেখানে হত্যার হুমকি দিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন। মেয়েটি কান্নাকাটি করলে তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। জানুয়ারি মাসে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাকে জানান। শুনে নয়ন বলেন, গর্ভের সন্তান নষ্ট করলে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করবেন। এই প্রতিশ্রুতিতে রাজি হলে নয়ন তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে গর্ভপাত করান। এরপর থেকে বিয়ের জন্য বললেও এড়িয়ে যায় নয়ন।

সূত্র: সমকাল

পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া সন্ত্রাসের থাবা: জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম যুবককে কোপাল সন্ত্রাসীরা

হিংস্র হিন্দুত্ববাদী চেতনার জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে সাথে নিয়ে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে অনেক আগেই প্রবেশ করেছে গেরুয়া সন্ত্রাস। তবে এবার সেই সন্ত্রাস গো বলয়ের ধাঁচে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে। এবার জোর করে সেই কুফরী জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে বাধ্য করে এক মুসলিম যুবককে। সে অস্বীকৃতি জানানোয় তাকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে গেরুয়া সন্ত্রাসবাদীরা।

জানা গিয়েছে, শেখ ফকিরের ছেলে শেখ বাপন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডোম পাড়ায় ব্যাবসার কাজে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, হঠাৎই তাঁকে বেশ কয়েকজন মিলে ঘিরে ধরেন। শেখ বাপনকে ঘিরে ধরে তাঁকে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বলে। শেখ বাপন 'জয় শ্রী রাম' বলতে অস্বীকার করায়, তখনই তাঁর ওপর ছুরি নিয়ে হামলা করে দুষ্কৃতীরা। ছুরি দিয়ে মাথায় কেটে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

এরপরই রাতে সিঙ্গি গ্রামে বোমাবাজি শুরু হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রসঙ্গত, শেষ দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট নানুরে (Nanur)। এখন ভোটের (WB assembly election 2021) আগেই বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে নানুর (Nanur)। কোথাও বোমাবাজি হচ্ছে। আবার কোথাও উদ্ধার হচ্ছে বোমা। সবমিলিয়ে নির্বাচনের আগে চারিদিকে গেরুয়া সন্ত্রাসের এই বাড়বাড়ন্ত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বহু প্রশ্ন তুলছে।

সূত্র: এনবি টিভি নিউজ

গর্ভপাতের মাধ্যমেই পূর্ব তুর্কিস্তানে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের সূচনা

চীনের দীর্ঘমেয়াদি ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের অংশ হিসাবে পূর্ব তূর্কিস্তানের উইঘুর নারীদের গর্ভপাতের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতিগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কম্যুনিস্ট চীনের এক সন্তান নীতির অংশ হিসেবে নিয়মিত ভাবে লক্ষাধিক উইঘুর মহিলাদের জোড় করে গর্ভপাত করানো হয়। যেসব পিতামাতা শিশুদের বাঁচাতে চেষ্টা করতো, তাদের পাকড়াও করতে প্রায় চার হাজার চাইনিজ সৈন্য নিযুক্ত করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় ২৫০ জন মুসলিম নারীকে চাইনিজ প্রশাসন জোড় পূর্বক গর্ভপাত ঘটায়।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও পূর্ব তূর্কিস্তানের স্বাধীনতার দাবীতে ক্ষোভে ফুঁসে উঠা জনগণ ১৯৯০ সালের ৫ ই এপ্রিল পূর্ব তূর্কিস্তানের আকু প্রদেশের বারেন গ্রামে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আয়োজন করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে মত্ত জান্তা চীন সেই বিক্ষোভ সমাবেশে নির্মমভাবে আক্রমণ করে, ঝাপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র উইঘুরদের উপর।

আগ্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে উইঘুর, কাজাক, কিরগিজ ও তূর্কি জাতিগোষ্ঠীর অর্ধশত মুসলিমকে তারা নিহত করে, আটক করে শতশত প্রতিবাদী মুসলিমকে।

বর্হিঃবিশ্বের উদাসীনতা আর সাহায্যের অভাবে পূর্ব তূর্কিস্তানি মুসলিমদের সেই আন্দোলন ভেস্তে যায়।

পূর্ব তূর্কিস্তানের বরফ ধোঁয়া শান্ত জনপদ রক্তের বন্যায় ভেসে যায়। টানা দুই মাস ধরে চলে দখলদার চীনের সেই লুণ্ঠন, দমন-নিপীড়ন।

বারেন গণহত্যার ৩১ বছর পূর্তিতে সমবেদনা জানাই দশকের পর দশক জুড়ে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত সেইসব সংগ্রামী তরুন ও বৃদ্ধদের, যারা স্বাধীনতা ও ইনসাফের দাবীতে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চাইনিজ বৌদ্ধাদের বিরুদ্ধে শক্তহাতে লড়েছেন। বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে সূচনা করেছেন প্রতিরোধের সাহসী উপাখ্যান!

১৯৯০ সালের ৫ ই মার্চ স্মরণ করিয়ে দেয় চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টির নির্মমতা, যারা তাদের বিরোধীদের কঠোরতার মাধ্যমে দমনে সিদ্ধহস্ত।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের উন্মাদনায় নিমজ্জিত চাইনিজ বৌদ্ধাদের মানবতাবিরোধী দখলদাত্বের ফিরিস্তি সুদীর্ঘ। সম্প্রতি চাইনিজ প্রশাসন মসজিদকে নৃত্যশালা ও বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করছে।

পূর্ব তূর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের ভাগ্যে কী ঘটছে একনজরে দেখে নেয়া যাকঃ

- জোড়পূর্বক কারাগারে বন্দীত্ব

- কারাগারে বন্দী নারীদের ধর্ষণ

- কারাগারে বন্দী মুসলিমদের নাপাক শুকরের গোশত ভক্ষণে বলপ্রয়োগ

- ইসলামী রীতিনীতি নিষিদ্ধ

- মুসলিম শিশুদের নাস্তিক্যবাদে দীক্ষা

- জোড়পূর্বক চাইনিজ মুশরিকদের সাথে মুসলিম নারীদের বিয়ে দেয়া

- মসজিদকে ধ্বংসকরণ

- ইসলামি বিয়ে ও নারীদের পর্দাকরণ রহিতকরন

পরিশেষে দখলদার চাইনিজদের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ কৌশলের নীলনকশা তুলে ধরেছি।

পূর্ব তূর্কিস্তানে নিযুক্ত কম্যুনিস্ট চীনের প্রশাসনিক প্রধান চেন কুয়াংউ বলে," জাতিগত ধর্মান্তরিতকরণ কেন্দ্রগুলো দীক্ষা দিবে স্কুলের ন্যায়, পরিচালিত হবে সামরিক কায়দায়, নজরদারি হবে কারাগারের মতো, বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করা হবে, অবশ্যই কোন দয়া এখানে নাই, কেন্দ্রগুলো যুদ্ধের দুর্গের ন্যায় শক্তিশালী হবে।"

০৭ই এপ্রিল, ২০২১

মাওলানা রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা

আলোচিত বক্তা মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানীর (২৬) বিরুদ্ধে জিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা করা হচ্ছে।

বুধবার সন্ধ্যায় তার বিরুদ্ধে ওই মামলার প্রস্তুতির কথা সমকালকে জানিয়েছে সন্ত্রাসী র‍্যাবের একটি সূত্র।

মুরতাদ বাহিনীরা উনাকে রাত ৩ টা বাজে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত উনার কোন খোঁজ খবর ছিল না। পরে সর্বদিক থেকে মাফিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ উঠায় চাপের মুখে আজ দুপুরে নেত্রকোনা থেকে র‍্যাবের একটি দল তাকে আটক দেখায়।

গত ২৫ মার্চও রাজধানীর শাপলা চত্বরে কসাই মোদিবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল থেকে তাঁকে আটক করেছিল মতিঝিল থানা পুলিশ। তবে কয়েক ঘণ্টা পরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সব কওমি মাদরাসা বন্ধের নির্দেশ

এতিমখানা ছাড়া দেশের সব কওমি, আবাসিক-অনাবাসিক মাদরাসা বন্ধ রাখতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত মঙ্গলবার (৬ এপ্রিল) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বর্তমানে দেশে লকডাউন বলবৎ রয়েছে। ইতিপূর্বে সরকার দেশের সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এমতাবস্থায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কওমি মাদ্রাসাসহ (এতিমখানা ব্যতিত) সব মাদ্রাসা (আবাসিক ও অনাবাসিক) বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ পালনে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না বলেও জানিয়েছে।

অথচ, তামাশার লকডাউনে শিল্পকারখানা, সিনেমা প্রায় সবই চলছে।

তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী বলেছেন নারায়ণগঞ্জের ডি আইটি মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনাকে রাত ৩টায় র‍্যাব পরিচয়ে গুম

আজ বুধবার (০৭ এপ্রিল) রাত ৩টায় 'শিশু বক্তা' মাওলানা রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনাকে তার নিজ বাসা থেকে র‍্যাব পরিচয়ে তুলে নিয়ে গেছে। তার ব্যক্তিগত সহকারীর সূত্র দিয়ে অনেকেই সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এ খবর পোস্ট করে যাচ্ছে। মাওলানা রফিকুল ইসলামের সর্বশেষ পোস্টে তিনি লিখেন, আমাকে গুম করার চেষ্টা চলছে,

জুবায়ের বিন আরমান লিখেন, রফিকুল ইসলাম মাদানী নিখুজ! নিখুজ হওয়ার আগের ভিডিও দেখলাম! তিনি যে ভাষায় কথা বলেছেন, তাতে নিশ্চিত তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে! কয়দিন আগে মিছিল থেকে গ্রেফতার হন রফিকুল! তারপর আবার ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে!

নিশ্চয়ই তার নিখুজ হওয়া দুঃখজনক।

উল্লেখ্য, গুম হওয়ার আগে তিনি এক লাইভ ভিডিওতে বর্তমান মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এক আমীরের নির্দেশে সঠিক ভাবে আন্দোলন করার কথা বলেছিলেন।

গাড়ির ভেতর নিরীহ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে মারল ইসরায়েলিরা

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক নিরীহ গাড়িচালক। এসময় সঙ্গে থাকা তার স্ত্রীও গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন। খবর রয়টার্সের।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, ওই ব্যক্তি গাড়ি দিয়ে তাদের চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। একারণে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় ইসরায়েলি সেনারা।

তবে নিহত ফিলিস্তিনির স্ত্রী দখলদার বাহিনীর এই দাবি মিথ্যা বলে জানিয়েছেন। তাছাড়া, এ ঘটনায় কোনও ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন বলে জানা যায়নি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম ওসামা মনসুর, বয়স ৪২ বছর।

ভুক্তভোগীর স্ত্রী সুমাইয়া মনসুর (৩৫) বলেন, ওরা (ইসরায়েলি বাহিনী) গাড়ি থামাতে বললে আমরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেই। এরপর তারা আমাদের দেখে এবং চলে যেতে বলে। আমরা গাড়ি চালু করে এগোতেই ওরা সবাই গুলি চালাতে শুরু করে।

ফিলিস্তিনি এ নারীর অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ইসরায়েলি বাহিনীর মুখপাত্র বলেন, গাড়িহামলা চেষ্টার ঘটনায় বিনইয়ামিন রিজিওনাল ব্রিগেডের কমান্ডার তদন্ত করছে।

স্থানীয় মেয়র সালেম ঈদ বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর গাড়িহামলা চেষ্টার দাবি পুরোপুরি মিথ্যা। কারণ, ওই ব্যক্তি পাঁচ সন্তানের বাবা এবং ঘটনার সময় তার স্ত্রীও গাড়ির ভেতর ছিলেন।

০৬ই এপ্রিল, ২০২১

গণ আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে 'লকডাউন' শিথিল মাফিয়া সরকারের

সাধারণ জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের মুখে গণপরিবহন চলাচলে শৈথিল্য আনতে বাধ্য হয়েছে মাফিয়া সরকার। কাল বুধবার থেকে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের সব সিটি করপোরেশন এলাকায় 'স্বাস্থ্যবিধি' মেনে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বাস-মিনিবাস চলতে পারবে। তবে এসব বাস-মিনিবাসে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারিত হারের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি কার্যকর হবে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে নিজ বাসভবন থেকে এক ব্রিফিংয়ে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান মাফিয়া সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সে জানায়, লকডাউন পরিস্থিতিতে সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও জনসাধারণের যাতায়াতে 'দুর্ভোগের' বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার গণপরিবহনে চলাচলের বিষয়টি শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে পুনর্বিবেচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে বলে জানায় এই মন্ত্রী। প্রথম আলোর এক রিপোর্টে থেকে এমনই জানা যায়।

সীমিত আকারে যেসব সিটি করপোরেশনে বাস চলাচল করবে, সেগুলো হচ্ছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকার নগর পরিবহনের সঙ্গে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ ঢাকা জেলার বিভিন্ন উপজেলা সম্পৃক্ত। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সঙ্গে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন এলাকায় বাস-মিনিবাস চলাচলের অনুমতি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে রাজধানীর গণপরিবহন প্রায় স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেছে, প্রতি যাত্রার (ট্রিপ) শুরু এবং শেষে জীবাণুনাশক দিয়ে গাড়ি জীবাণুমুক্ত এবং পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও যাত্রীদের 'বাধ্যতামূলক' মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই সমন্বয়কৃত ভাড়ার (৬০ শতাংশ বৃদ্ধি) অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত দূরপাল্লার গণপরিবহন চলাচল যথারীতি বন্ধ থাকবে বলেও জানায় সে। এর আগে গত বুধবার অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস-মিনিবাস চলাচলের নির্দেশনা দেয় মাফিয়া সরকার। বিনিময়ে বিদ্যমান ভাড়ার চেয়ে ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দেয়। কিন্তু গত সোমবার থেকে কথিত লকডাউন দেবার পর সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। আগামীকাল থেকে আবারও সীমিত আকারে শহর এলাকায় বাস-মিনিবাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধই থাকছে।

উল্লেখ্য মাফিয়া সরকারের চাপিয়ে দেয়া অন্যায় কথিত লকডাউনের বিপক্ষে গণআন্দোলন হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আর এই আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়েই কথিত এই লকডাউন সরাতে বাধ্য হয়েছে অন্যায়ভাবে ক্ষমতার আসা হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী মাফিয়া সরকার।

গাড়ি এক্সিডেন্টে নিহত ৫ সন্ত্রাসী পুলিশ, আহত আরো ২৫

মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছে আওয়ামী গুন্ডা বাহিনীর ৩০ পুলিশ। গতকাল রাতে শহীদবাড়িয়াতে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ঘটে এ দুর্ঘটনা। সোস্যাল মিডিয়ার এ ঘটনার ভিডিও প্রচারিত হয়। ভিডিও ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় মারাত্মক এই ঘটনায় ওই জায়গাতেই স্পট ডেড (নিহত) হয় ৫ সন্ত্রাসী পুলিশ, আহত হয় আরো ২৫ জন।

কিভাবে এক্সিডেন্ট হয় তা না জানা গেলেও যেখানে ৫ জন মুসলিম যুবককে সত্যের পক্ষে থাকার জন্য হত্যা করে শহীদ করা হয় সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাকে এখন সবাই শহীবাড়িয়া বলতে অধিক পছন্দ করেন সেখানেই হতাহত হয় পেটুয়া বাহিনীর এই সন্ত্রাসী সদস্যরা।

ভিডিওটিতে দেখা যায় ওই এলাকার সাধারণ মানুষ মানবিকতার অংশ হিসেবে পেটুয়া বাহিনীর সদস্যদের উদ্ধার করছে। মাথায় পানি দেয়া, হসপিটালে নিয়ে যাওয়াসহ সন্ত্রাসী পুলিশদের সেবার নিয়োজিত ছিলেন তারা যদিও এই সন্ত্রাসী বাহিনী এক প্রকার যুদ্ধেই লিপ্ত এই সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধেই। তবুও মাফিয়া বাহিনীদের মানবিক সাহায্য করে এক অনন্য বার্তাই যেন দিতে চান তারা।

দেশে যখন একটা অরাজকতা অবস্থা, সন্ত্রাসী পুলিশ যখন সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে তখনই ঘটল এমন ঘটনা। তবে অনেকেই উক্ত ঘটনাকে আল্লাহর গজব বলেও অভিহিত করছেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মামুনুল হকের সাথে আওয়ামী গুন্ডা বাহিনীর অসদাচরণ করার জন্য।

উল্লেখ নারায়ণগঞ্জের রিসোর্টের ঘটনায় মুবাহালা করেছেন মামুনুল হক।আর এর কারণেই এমন হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অনেকে।

ফটো রিপোর্ট | তুর্কি প্রশিক্ষিত সেনাদের ২টি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলার দৃশ্য প্রকাশ করল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২১ শাবান ৩ এপ্রিল, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম বারিরী ও আউদাকলী শহরে মুরতাদ সোমালি সরকারে স্পেশাল ফোর্সের ২টি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যার ফলে ৬৭ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য। উভয় ঘাঁটির সৈন্যরাই দখলদার তুরস্কের মুরতাদ সেনাদের দ্বারা প্রশিক্ষিত ছিল, ধারণা করা হয় এতে বেশ কিছু তুর্কি সৈন্য নিহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, গত ৫ এপ্রিল, তুর্কি প্রশিক্ষিত মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে পরিচালিত হামলার বেশ কিছু চিত্র প্রকাশ করেছে।

https://alfirdaws.org/2021/04/06/48364/

লকডাউন: ফরিদপুরের সালথায় মুরতাদ পুলিশের গুলিতে একজন নিহত

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাছে ফরিদপুরের সালথায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে তামাশার লকডাউন কার্যকর করা নিয়ে পুলিশ স্থানীয় একদল ব্যক্তিদের উপর হামলা চালিয়েছে। পুলিশের হামলায় একজন নিহত হয়েছে।

পুলিশ বলছে, সোমবার রাতে স্থানীয় একটি বাজারে উপজেলা সহকারি কমিশনারের (ভূমি) পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা বলেছে, রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার দিকে সালথা থানার এসি-ল্যান্ড ফোকরা বাজারে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি একটি মুদি দোকান বন্ধ করতে বলেন।

এটা নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় লোকজন এসি ল্যান্ড এবং তার সাথে থাকা লোকজনদের ধাওয়া করে। এসি ল্যান্ড পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের উপর হামলা চালায়"।

এক পর্যায়ে এখানকার কয়েক হাজার মানুষ সালথা থানা, উপজেলা পরিষদের অফিস ঘেরাও করে।

রাস্তা থেকে ইট তুলে প্রভাবশালীর ঘর নির্মাণ

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার উত্তর পানান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশ দিয়ে সদরে যাওয়ার রাস্তা। এটি উত্তর পানান ও দক্ষিণ পানান গ্রামের সংযোগ সড়ক। গত কয়েক বছর আগে গ্রামের এই প্রধান সড়কটি হেরিং বোন সলিং করে পাকা করা হয়।

সম্প্রতি নিজের জায়গা দিয়ে রাস্তা নেয়া হয়েছে এমন দাবি করে সরকারি রাস্তার কয়েক হাজার ইট তুলে নিয়ে বসতঘর তৈরি করেছে আশরাফ আলী নামে প্রভাবশালী এক ব্যক্তি। তিনি উত্তর পানান গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে।

সরকারি রাস্তার ইট সরিয়ে বসতঘর তৈরি করায় এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হলেও বাধা দেয়ার সাহস পায়নি। অবশেষে এ বিষয়ে এলাকাবাসী হোসেনপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

জানা যায়, গ্রামীণ রাস্তা মজবুত করার লক্ষে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্যাকেজ-২ এর আওতায় দক্ষিণ পানান গ্রামের রমজান আলীর বাড়ি সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে উত্তর পানান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ব্যয়ে দেড় কিলোমিটার রাস্তার হেরিং বোন বন্ডের কাজ সম্পন্ন হয়।

স্থানীয়রা জানায়, আশরাফ আলী, লিয়াকত আলী, শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলীসহ তাদের লোকজন নিয়ে দিবালোকে রাস্তার বেশিরভাগ জায়গা থেকে হাজারো ইট তুলে নিয়ে নিজ বসত ঘর তৈরির কাজে লাগায়।

তারা বলেন, আশরাফ আলী ও তার লোকজন প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পায় না।

ওই এলাকার বাসিন্দা হুমায়ুন কবির বলেন, ইট তুলে নেয়ায় রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই এসব জায়গায় জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। ফলে যানবাহন চলাচলসহ এলাকার ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাওয়া ও জরুরি রোগী নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে আসা যাওয়া করতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করেন, বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী কয়েকবার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও প্রতিকার পায়নি। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলেই ইট চুরির মতো অসুস্থ উপায়ে ধন সঞ্চয়ের নৈতিক অনুমোদন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

এ বিষয়ে আশরাফ আলীর সঙ্গে কথা হলে তিনি ইট তুলে নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত জায়গা দিয়ে রাস্তাটি নেয়া হয়েছে। তাই আমাদের অংশের রাস্তার ইট তোলা হয়েছে। তবে রাস্তার ইট দিয়ে বসতঘর তৈরির বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন।

লকডাউন যেন মরণফাঁদ

দেশে আবারো লকডাউন চলছে। বন্ধ হয়ে গেছে খেটে খাওয়া মানুষের আয় রোজগার। লকডাউনে দেখা দিচ্ছে নানাবিদ অসুবিধে।

লকডাউনের উদ্দেশ্য হচ্ছে হাসপাতালের ওপর রোগীর চাপ কমানো। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭০ মিলিয়ন।

করোনাভাইরাসে চিকিৎসা মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক। যে কয়টি আইসিইউ ছিল সেগুলো ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে।

গত এক বছরে নতুন চিকিৎসা সেন্টার তৈরি করা হয়নি, বরং সংকুচিত করা হয়েছিল। এ অবস্থায় লকডাউন দিয়ে আমরা কী অর্জন করতে চাচ্ছি?

মনে রাখা দরকার- গতবারের ৬৬ দিনের লকডাউন এর কারণে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গেছে। অর্থাৎ ~২১.৮% থেকে এখন ~৪২% এ এসেছে। ঢাকায় প্রায় ৬৮ ভাগ মানুষ চাকরি হারিয়েছিল।

লকডাউন- অস্ট্রেলিয়া মডেল

গত সপ্তাহে ব্রিজবেনে ৩ দিনের লকডাউন ছিল একটি পজিটিভ কেইস ধরা পড়ার কারণে। লকডাউন দিয়ে ৩০ হাজারের মত টেস্ট করেছে ওই রোগীটি যেখানে যেখানে চলাফেরা করেছিল। অস্ট্রেলিয়া ডাটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যেক স্টেটে পর্যাপ্ত (হাজার হাজার) আইসিইউ বেড তৈরি রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার জনগণ তাদের হেলথ সিস্টেমের ওপর আস্থা রাখে। তাই সিংহভাগ লকডাউন সমর্থন করে। আমাদের দেশে নীতিনির্ধারকরা কথায় কথায় অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরে। এসব আপেলের সাথে কমলালেবুর তুলনা করার মত যুক্তি।

দেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বাস্তবতা-

১। বাংলাদেশে হেলথ সেক্টরে তথ্যের ভিত্তি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। ইমোশনের ভিত্তিতে সব সিদ্ধান্ত আসে। অন্যসব উন্নত দেশে কী হচ্ছে তা পত্রিকায় বা টিভিতে দেখে কয়েকজন নীতিনির্ধারক সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। দুই একজন ছাড়া এসব নীতিনির্ধারকদের গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তেমন ট্রেক রেকর্ড নেই যদিও তাঁরা প্রফেসর লেভেলের। সরকারের গুরুত্বপূর্ন পজিশনে থেকেও রিসার্চকে প্রায় অবজ্ঞার লেভেলে পৌছানোর দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না।

২। লকডাউন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে যৌক্তিকভাবে। করোনার টেস্ট পজিটিভ হওয়ার হার বাড়ছে। লকডাউন দিলেও তা সহসা কমার কোন সম্ভাবনা নেই। গতবারের লকডাউনের সময় করোনার হার বেড়েছিল, কমেনি। এবারও সম্ভবত তাই হবে।

৩। সরকার গার্মেন্স্ট-শিল্প কারখানা খোলা রাখতে চাচ্ছে। মনে রাখতে হবে এই সেক্টর অনেক বড়, লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে। এরা স্বাস্থ্ সচেতনতা মানে না । ইন্ড্রাস্ট্রিও তা মানে না। এটা অনেকটা সরকারী ভাউচার বানানোর মত ব্যাপার। সব ঠিকঠাক কাগজে কলমে, বাস্তবে নয়। তাই করোনার করোনা প্রকোপ সহসা কমার সম্ভাবনা আপাতত নেই, অন্তত আগামী এক সপ্তাহের লকডাউনে।

৪। লকডাউনের কারনে অন্যান্য রোগীরা চিকিতসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

৫। অভাব-অনটন, হতাশার কারনে সুইসাইড রেট বাড়ার পাশাপাশি খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতিও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবারের লকডাউন কেন মানুষ মানবে না?

আশ্চর্যজনক হলে সত্য যে গতবারের মত এবার দেশে করোনাভীতি নেই, স্টিগমাও তেমন নেই। এখন করোনার লাশের জানাজা মানুষজন মাস্ক ছাড়াও এটেন্ড করে। এটা বাস্তবতা। আমি নিজেও এমন কিছু জানাজায় শরীক হতে পেরেছিলাম। রমাদানের সময় মসজিদ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলনে নামতে

পারে সাধারন মুসল্লিরা। জিনিস-পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। এরপর তারাবী পড়তে পারবে না। এটা ইমানদার মানুষরা মানবে না। কমিউনিটির লেভেলের কাজ করার কারনে এমন এই অনুভূতি তৈরী হয়েছে।

তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, উন্নত দেশের মত পলিসি এদেশে কাজ করে না। দেশের অত্যন্ত দূর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যোগ্য পলিসিমেকার তৈরী করতে হয়নি, সেই পরিবেশও তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছে গত ৫০ বছরে।

মাছ ধরার জাল ফেলতে পরিশ্রম হলেও ছেঁড়া ফিকে জাল দিয়ে মাছ ধরা যায় না। বাংলাদেশের ঘণতান্ত্রিক কুফরী সিস্টেমগুলোতে বড় রকমের ছেঁড়া। তাই লকডাউন- 'গরীবের ঘোড়ার রোগের' মত ব্যাপার আমাদের জন্য।

যুগান্তর থেকে কিঞ্চিত পরিবর্তিত

চাঁদপুরে ব্যবসায়ীদের লকডাউনবিরোধী বিক্ষোভ

সাত দিন দোকান বন্ধ রাখার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চাঁদপুরে বিক্ষোভ করেছে ব্যবসায়ীরা। দোকান খুলতে দেওয়ার দাবিতে আজ সকালে চাঁদপুর শহরের শপথ চত্বর ও মুক্তিযোদ্ধা সড়কে বিক্ষোভ করেন হকার্স মার্কেটের প্রায় সাড়ে ৩০০ ব্যবসায়ী। বেলা ১২টার দিকে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমরা বিক্ষোভের কথা জানতে পেরে ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছি। তারা যেন আর লকডাউন ভেঙে আন্দোলন করতে না পারে সে জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিক্ষোভ চলাকালে চাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুর রশিদের সঙ্গে হকার্স মার্কেট নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা বাগবিতণ্ডা চলে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অনড় থাকায় হকার্স মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনুর অনুরোধে ব্যবসায়ীরা রাস্তা ছেড়ে মার্কেটের ভেতর ঢুকে যায়।

সিরিয়া | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ১০ এরও অধিক নুসাইরী নিহত

সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ইদলিবে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ব্যারাকগুলিতে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিনরা। এতে ১০ এরও অধিক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ৪ এপ্রিল, দলটির প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখানো হয় যে, মুজাহিদগণ উত্তর লাতাকিয়া, পশ্চিম আলেপ্পো, উত্তর-পশ্চিম হামা এবং ইদলিব সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী আসাদ সরকারের সামরিক ব্যারাকগুলিতে স্নাইপার অভিযান শুরু করেছেন।

ফলস্বরূপ, শুধু ইদলিবে পরিচালিত স্নাইপার হামলায় কমপক্ষে ১০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। অন্যান্য স্থানগুলোতেও অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে, তবে এখনো তার নির্দিষ্ট পরিসংখান জানা যায়নি।

https://alfirdaws.org/2021/04/06/48346/

ক্রমেই ইসলাম বিদ্বেষী আক্রমণ ও বর্ণবাদী ভৎসনা বৃদ্ধি পাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে

যুক্তরাজ্যে আট বছর পূর্বে নব্য নাৎসি সন্ত্রাসীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন মোহাম্মদে সালেম। রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের আট বছর পূর্তিতে তার স্মরণে এপ্রিল মাস জুড়ে চলছে ইসলাম বিদ্বেষ বিরোধী ক্যাম্পেই, যাতে যুক্তরাজ্যে দাপ্তরিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষের সংজ্ঞায়িত করা হয়।

২০১৩ সালের ২৯ শে এপ্রিল প্রতিদিনের ন্যায় মোহাম্মদে সালেম যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম শহরে ইশার নামাজ আদায় করতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে পাবলো লেপশিন নামক নব গঠিত নাৎসি সন্ত্রাসী কর্তৃক রহস্যজনকভাবে খুন হন; যাদের সাথে কয়েক মাস পর্বে পশ্চিম মিডল্যান্ডের তিনটি মসজিদে বোমা হামলার সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যের মাটিতে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী অপতৎপরতার এটি ছিল একটি বড় আঘাত। মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার লুকোচুরিতে বেশিরভাগ মানুষই ঘটনাটি সম্পর্কে জানেন না। যখনই সন্ত্রাস-সম্পর্কিত শিরোনামগুলি আমাদের নজরে আসে, প্রায়শই আমরা মুসলিমদের সেখানে সন্ত্রাসী হিসাবে দেখতে পাই; অথচ মোহাম্মেদ সালেমদের মতো জীবন কেড়ে নেয়া পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের এমন নির্মম হিংসার কথা আমরা খুব কমই শুনি।

শুধু মোহাম্মেদ সালেমই নন, ২০১৭ সালের পবিত্র রমজান মাসে ফিনসবারি পার্কে মাকরাম আলী নামে আরেক মুসলিম ভাই পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের হাতে রহস্যজনকভাবে নিহত হন। উগ্র ডানপন্থী, শ্বেত আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী ড্যারেন অসবর্ণ উত্তর লন্ডনে একদল নামাজ ফেরত মুসল্লীদের উপর ঠান্ডা মাথায় ট্রাক চালিয়ে দেয়। এতে মাকরাম আলী প্রাণ হারান, আহত হন অনেকেই।

যুক্তরাজ্যের রটারহ্যামে মসজিদ থেকে ফেরার পথে বর্ণবাদী দুই সন্ত্রাসীর আক্রমণে মুহসিন আহমেদ নামে ৮১ বছর বয়সী আরেক মুসলিম প্রবীণ মারা যান।

ইসলাম বিদ্বেষী আক্রমণ ও বর্ণবাদী ভৎসনা পশ্চিমা সমাজে ক্রমেই স্বাভাবিক করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের সাধারণ মুসলিমরা প্রতিদিনই এমন আক্রোশের স্বীকার হচ্ছেন। ভবিষ্যতে ডাল-পালা মেলে বিস্তারের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে ইসলাম বিদ্বেষী এমন নোংরা খেলার বন্ধ হওয়া দরকার।

সেই লক্ষে যুক্তরাজ্যের আধিকারিক কর্তৃক দাপ্তরিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষের সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক এ দাবি বারবার উত্থাপিত হওয়া ও আন্দোনকারী কর্তৃক জোড়ালো ক্যাম্পেইন চালানো স্বত্তেও যুক্তরাজ্য সরকার ইসলাম বিদ্বেষের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত করতে নারাজ।

যদি ইসলাম বিদ্বেষের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞাই না থাকে, তবে কীভাবে দোষীরা সাজা পাবে?

মোহাম্মেদ সালেম, মাকরাম আলী কিংবা মুহসিন আহমেদের হত্যাকান্ডগুলো শ্বেত বর্ণবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণেই চালানো হয়েছিল। এই ঘৃণ্য অপরাধগুলোর একটা দাপ্তরিক স্বীকৃতি জরুরী। এই অপরাধগুলোর অবমূল্যায়ন করা মানেই আগামীকাল মুসলিমদের উপর এই অপরাধগুলো আবারো সংগঠিত করার সুযোগ করে দেওয়া।

মুসলিমদের উপর চালানো এই অমানবিক বিদ্বেষী আচরণ রুখে দিতে সাংগঠনিকভাবে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো থেকে মুসলিমদের শিক্ষা নিতে হবে, বাস্তবতার নিরিখে প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফটো রিপোর্ট | হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সামরিক ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একদল তরুণ মুজাহিদিন, তালেবান কর্তৃক পরিচালিত 'হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সামরিক ক্যাম্প থেকে কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর হয়েছেন।

তালেবানদের এই তরুণ কমান্ডো গ্রুপের নিবেদিত মুজাহিদিনদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণের সময় অস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অস্ত্র চালানোর কৌশল, যুদ্ধ কৌশল, নাইট লেজার অপারেশনের কৌশল, প্রাথমিক চিকিৎসা, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিকতার পাঠ শেখানো হয়েছিল। এছাড়াও নিপীড়িত জাতির সাথে কীভাবে ভাল আচরণ করা যায় এবং কিভাবে তাদের পাশে দাড়ানো যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/04/06/48340/

০৫ই এপ্রিল, ২০২১

সংবাদ সম্মেলনে মহানবী সাঃকে কটুক্তি করলো উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত

ভারতের রাজধানী দিল্লীর এক সংবাদ সম্মেলনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃকে খারাপ ভাষায় কটুক্তি করেছে মালাউন হিন্দুত্ববাদী এক পুরোহিত।

অতি নরসিং আনন্দ স্বরস্বতী নামের এই পুরোহিত দিল্লীর ইন্ডিয়া ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে মুসলিমদের প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃকে কুরুচি ভাষায় আঘাত দিয়ে কথা বলেছে।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কুলাঙ্গার হিন্দু পুরোহিতটি মহানবী সাঃকে "ডাকাত" বলে গালি দিচ্ছে এবং শান্তির ধর্ম ইসলামকে "নোংরামি" বলে সম্বোধন করছে।

প্রিয় নবীর শানে আঘাত দিয়ে কটুক্তি মুসলিম হিসাবে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সেই সুবাদে মুশরিক হিন্দুদের নিচু স্বভাবের এসব পুরোহিতরা ইসলাম ধর্ম অবমাননা আর রাসূল সাঃকে কটুক্তির মাধ্যমে সমাজের ধর্মীয় স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায়। তারা এমন সব কাজ করে যা মুসলিমদের ধর্ম আর সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত করে। সমাজে ধর্মীয় উস্কানির মাধ্যমে ঘৃণা জিইয়ে নিজেরা ফায়দা লুটতে চায়।

ভারতে মাওবাদীদের হামলায় মালাউন বাহিনীর মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, নিহত ২৩, আহত ৩০

মধ্য ভারতের ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিদ্রোহীদের হামলায় মালাউন বাহিনীর অন্তত ২৩জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছে, গুরুতর জখম হয়েছে আরও প্রায় জনা তিরিশেক।

এর মধ্যে শনিবার মধ্যরাতেই একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, আজ ভোররাতে আহত আরও চারজন হাসপাতালে মারা যায়।

রবিবার সকালে গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে আরও সতেরোজনের লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে শুধুমাত্র একজন নারী গেরিলার লাশ।

গত দুসপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মাওবাদীরা মালাউন বাহিনীর ওপর বিধ্বংসী আঘাত হানল।

ছত্তিশগড় রাজ্যের মাওবাদী-অধ্যুষিত দুটি জেলা, বিজাপুর ও সুকমার সীমান্তে যে ঘন জঙ্গল - শনিবার ঠিক সেখানেই এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে।

এর আগে শুক্রবার রাতেই তারেম, উসুর, পামেড, মিনপা ও নারসাপুরম - রাজ্যের এই পাঁচটি পয়েন্ট থেকে মালাউন বাহিনীর দুহাজারেরও বেশি সদস্য বস্তারের গহীন জঙ্গলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে একযোগে যৌথ অভিযান শুরু করেছিল।

রাজ্যের অ্যান্টি-মাওয়িস্ট ফোর্সের ডেপুটি আইজি ও পি পল জানান, শনিবার দুপুর নাগাদ তারেম থেকে রওনা হওয়া একটি টহলদার বাহিনীর সঙ্গে জোনাগুডা গ্রামের কাছে মাওবাদী গেরিলাদের 'এনকাউন্টার' শুরু হয়।

বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলা ওই বন্দুকযুদ্ধে যৌথ বাহিনীর বহু সদস্য হতাহত হয়, তাদের অনেকেরই খোঁজ মিলছিল না।

গত মধ্যরাতের পর বস্তার রেঞ্জের পুলিশ মহাপরিদর্শক পি সুন্দররাজন সংবাদমাধ্যমকে জানান, "দুটি হেলিকপ্টার পাঠিয়ে আহতদের নিয়ে আসা হয়েছে, তারা একজনের মরদেহও নিয়ে ফিরেছে।"

"বাকি অনেকেই এখনও নিখোঁজ। এদিন সকালেই আহতদের মধ্যে আরও চারজন প্রাণ হারায়, ওদিকে জঙ্গলের গভীর থেকে উদ্ধার হয় আরও সতেরোজনের গুলিবিদ্ধ দেহ।

যৌথ বাহিনীর কাছ থেকে ১২টিরও বেশি আধুনিক অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মাওবাদীরা।

হাথরাসের গণধর্ষণ নিয়ে খবর করায় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস মামলা যোগীরাজ্য পুলিশের

ভারতের উত্তরপ্রদেশে হাথরাস গণধর্ষণের খবর প্রকাশ্যে এনেছিলেন মুসলিম সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান। এরপরই সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত থাকার মিথ্যে অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ।

সম্প্রতি, তাঁর বিরুদ্ধে ৫ হাজার পাতার চার্জশিট দায়ের করেছে যোগী রাজ্যের মালাউন পুলিশ। যার আওতায় রয়েছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন , তথ্যপ্রযুক্তি আইন-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা। এতেই শেষ নয়, তিনি সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাধানোর চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ নিয়ে সবমিলিয়ে হাথরাস কান্ডে ৭ সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশেরর দাবি, তাঁদের গতিবিধি ছিল সন্দেহভাজন।

প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে এক দলিত কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়। যে খবরে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ। কিশোরীর দেহ পরিবারের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার

অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপরই শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আনতেই গ্রেফতার হন সিদ্দিক সহ আরও ৬ সাংবাদিক। সেই থেকে মথুরা জেলে বন্দি তাঁরা।

সূত্র: জি নিউজ

হরতালকালীন তাণ্ডব চালিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীরা: হেফাজতে ইসলাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হাটহাজারিতে হেফাজতে ইসলামের হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচী চলাকালীন ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক গুপ্ত হামলা চালিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ধ্বংস করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী গতকাল (৩ এপ্রিল) শনিবার গণমাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে আজিজুল হক বলেন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করার সাংবিধানিক অধিকার থেকে চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় হেফাজতে ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল কর্মসূচী পালন করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজতের হরতাল ও বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের সহায়তায় নিয়োজিত চাপাতি-রামদা হাতে হেলমেট পরিহিত আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় গুপ্ত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আমরা এ ধরনের গুপ্ত হামলা ও তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা জানাই। বিরোধী পক্ষের ওপর দায় চাপানোর জন্য এ ধরনের গুপ্ত হামলার ঘটনা আগেও বহুবার ঘটেছে। এবারও গুপ্ত হামলা করে তাণ্ডব চালিয়ে হেফাজতে ইসলামের ওপর সেটার দায় চাপিয়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচীকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বিজিবিসহ অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা সত্ত্বেও আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ও তাণ্ডব চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্বাভাবিক নিষ্ক্রিয়তা ও অনুপস্থিতির বিষয়টি মূলধারার কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের এমপি ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী হরতালকালীন তাণ্ডবের ঘটনায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহমুদুল হক ভূঁইয়া ও তার সমর্থকদের দায়ী করেছেন। এই সাংসদ ওবায়দুল মোক্তাদিরের নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শত বছরের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইউনূসিয়া মাদারাসায় হামলা চালিয়েছিল। সুতরাং, আমাদের শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচী চলাকালীন বিচ্ছিন্ন তাণ্ডবের সাথে হেফাজতের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না; অথচ তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার আগেই কতিপয় মিডিয়া হেফাজতকে দায়ী করে প্রপাগান্ডা চালিয়েছে।

আজিজুল হক বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, চট্টগ্রামের হাটহাজারি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় এত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলো, অথচ তাণ্ডবকালীন হামলাকারীদের কোনো

ভিডিও ফুটেজ বা ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। কারা হামলা করলো বা তাণ্ডব চালালো—সিসি ক্যামেরায় নিশ্চয়ই সেসবের ভিডিও ফুটেজ থাকার কথা। কিন্তু সেসব ফুটেজ এখনো প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন? ফলে সবমিলিয়ে এটা বলা সঙ্গত যে, হেফাজতকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের গুপ্ত হামলার তাণ্ডব ঘটানো হয়েছে। হরতাল পালনকালীন হেফাজতের নেতাকর্মী ও তৌহিদি জনতা পুলিশের নির্বিচার গুলির জবাবে আত্মরক্ষার্থে সারা দেশে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কোনো ধরনের 'তাণ্ডবে'র সাথে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মী ও তৌহিদি জনতার জড়িত থাকার প্রমাণ নেই। হেফাজতের বিরুদ্ধে সব ধরনের কায়েমি স্বার্থবাদী অপপ্রচারণা অবিলম্বে বন্ধ হোক।

মাদরাসা খোলা রাখায় মুহতামিমকে দশ হাজার টাকা জরিমানা

নীলফামারীতে মাদরাসা খোলা রাখার দায়ে মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মিজানুর রহমানকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ কুফরী আদালত।

শুক্রবার (২ এপ্রিল) দুপুরে শহরের নিউ ওয়াপদা এলাকার আল ফালাহ নুরানি ইসলামিয়া একাডেমিতে অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়। আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার(ভূমি) মফিজুর রহমান।

০৪ঠা এপ্রিল, ২০২১

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় তুর্কি প্রশিক্ষিত ৪৭ মুরতাদ সৈন্য খতম, ৬টি সাঁজোয়া যান গনিমত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার তুরস্কের প্রশিক্ষিত মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। এতে ৪৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩ এপ্রিল শনিবার সকালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে বড়ধরণের একটি হামলা চালিয়েছিল আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্র আরো জানায়, ঐদিন ভোরবেলায় রাজধানীর বারিরী শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ সারকরি বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে উক্ত সফল হামলাটি চালানো হয়েছে। হামলার শুরুতেই একজন শাবাব মুজাহিদ গাড়িভর্তি

বিস্ফোরক নিয়ে ঘাঁটির সম্মুখভাগে শহিদী হামলা পরিচালনা করেন। এতে ঘাঁটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ধ্বসে পড়ে। এরপরেই বাহিরে অবস্থান নেওয়া ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অন্যান্য মুজাহিদগণ দলে দলে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। তারা টার্গেট করে করে মুরতাদ সৈন্যদের হত্যা করতে থাকেন।

দীর্ঘ সময় চলা এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ৪৭ এরও অধিক স্পেশাল ফোর্সের সেনা সদস্য। মুজাহিদগণ এই অভিযান শেষে মুরতাদ বাহিনী থেকে ৪টি সাঁজোয়া যান ও ২টি গাড়িসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয় মুরতাদ সরকারের এসব সেনাদের আর্থীক এবং সামরিক সকল ব্যয়ভার বহন করে থাকে তুরস্ক। যাদের লক্ষ্য হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কুফরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

---

২০ বছর পর মুক্তি, একদিন পর আবারও গ্রেফতার ফিলিস্তিনি যুবক

কারাগার থেকে মুক্তির একদিন পরই ফিলিস্তিনি বন্দী যুবক মাজদ বারবারকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেছে জালেম ইসরায়েল সেনাবাহিনী।

গত ২৯ মার্চ ২০ বছরের জেল খাটার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

খবরে বলা হয় দীর্ঘ ২০ বছর পর মুক্তি পাওয়ার আনন্দ অনুষ্ঠান করায় ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে তাঁকে আবারও ধরে নিয়ে যায় সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। এসময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেটও ছুড়ে দখলদার ইসরায়েল।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ৩০ মার্চ পূর্ব জেরুজালেম থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সন্ত্রাসী ইসরায়েল। ঐ সময় ইসরায়েল বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের ইস্তেশহাদী হামলায় ২৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ৪র্থ বারের মত আরো একটি শহিদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, এতে ১৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৯ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ এপ্রিল শনিবার, সোমালিয়ার রাজধানীতে ৪র্থ বারের মত ফের আরো একটি ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্র অনুযায়ী, দিনের ৪র্থ শহিদী হামলাটি চালানো হয়েছে রাজধানীর শঙ্গানীতে কথাত সুরক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরের নিকটে। যেখানে তাদের একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে এই শহিদী হামলাটি চালারো হয়েছে। এতে কমপক্ষে ১৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৯ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এদিন সোমালিয়ার রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানে ৪টি পৃথক শহিদী হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা। যার ফলে শতাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নাপাক সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার বরাতে জানা গেছে, গত ৩ এপ্রিল শনিবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দোসলি খাইসু সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। এতে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী এক হামলার দায় স্বীকার করে বলেন যে, হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন মুরতাদ বাহিনীর একটি পদাতিক দল সরঞ্জামাদি নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিল। ফলস্বরূপ গোলাম বাহিনীর ৩ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

সোমালিয়া | শাবাব কর্তৃক শহিদী হামলায় অন্তত ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, ২টি যান ধ্বংস

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন একজন মুজাহিদ। এতে ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হাওয়া-আবদী এলাকায় একটি গাড়ি বোমা হামলা চালানো হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, সোমালিয় মুরতাদ সারকারি বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলার উপর এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ গাড়িভর্তি বিস্ফোরক নিয়ে উক্ত শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন। যার ফলে ১০ মুরতাদ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছ, ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ও অনেক সরঞ্জামাদি।

একইদিন বে-বুকুল রাজ্যের বাইদাউয়ে শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো একটো অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

সোমালিয়া | তুর্কি প্রশিক্ষিত মুরতাদ বাহিনীর ২টি ঘাঁটি বিজয় করল আল-কায়েদা, হতাহত বহুসংখ্যক সেনা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দখলদার তুর্কি বাহিনীর প্রশিক্ষিত সোমালীয় স্পেশাল ফোর্সের ২টি ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের সূত্রে জানা গেছে, ৩ এপ্রিল শনিবার, রাজধানীর বারিরী এবং আওদাকলি শহরে অবস্থিত সোমালিয় স্পেশাল ফোর্সের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র দিয়ে প্রচন্ড হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। হামলার সময় ঘাঁটিতে তুরস্কের প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের সদস্য ও সম্প্রতি তুরস্কের সোমালিয়ায় পাঠানো যুদ্ধসরঞ্জাম মজুদ ছিল।

স্থানীয় সাংবাদিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক জানা গেছে, শাবাব মুজাহিদিনরা এদিন ভোরবেলায়, বারিরী এবং আওদাকলি শহরের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন। প্রথমেই ইনগ্বিমাসি মুজাহিদীনরা গাড়িভর্তি বিস্ফোরক দিয়ে ঘাঁটিগুলোর সম্মুখ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চুরমার করে দেন। সাথে সাথেই ভারী অস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদীনরা দলে দলে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন, এবং সেনা সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ঘাঁটিগুলো বিজয় করার পর মুজাহিদীনরা বিপুল সংখ্যক গণিমাহ লাভ করেন, যার মধ্যে রয়েছে সম্প্রতি তুরস্কের পাঠানো বিএমসি কিরপি মডেলের MRAP সাঁজোয়াযান, বিভিন্ন মডেলের অস্ত্র ও গুলি ইত্যাদি।

আল-শাবাবের হামলায় ভীত হয়ে বারিরী শহরজুড়ে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করছে জাতিসংঘের ক্রুসেডার ম ঘাঁটির সেনারা। এতে করে সিভিলিয়ানদের জানমাল হুমকির মুখে পড়ছে বলে জানা গেছে।

মুরতাদ বাহীনির উপর আল-শাবাবের এরূপ আক্রমণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের ছক এঁটে একেকটি ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, এতে করে মুরতাদ বাহীনি বিন্দুমাত্র অবকাশ পাচ্ছেনা। বারিরী এবং আওদেগেলি শহরের ঘাঁটি দুটিতে তুরস্কের প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের সদস্য থাকা স্বত্তেও তারা মুজাহিদীনদের হামলা সামনে টিকতে পারেনি। উপরন্ত মুজাহিদীনরা তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তুরস্ক সোমালি বাহীনিকে যে সাঁজোয়াযান পাঠিয়েছিল তাও জব্দ করে নিয়েছেন।

০৩রা এপ্রিল, ২০২১

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় মালাউন বাহিনীর সাথে স্বাধীনতাকামীদের লড়াই

কাশ্মীরের পুলওয়ামার কাকাপোরা এলাকায় আবার শুরু হয়েছে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর এনকাউন্টার। জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই চলছে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের। জম্মু কাশ্মীর পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এএনআই একথা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে সোমবার জঙ্গিরা হামলা করেছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বারমুল্লা জেলার সোপোর এলাকায় পৌরসভা কার্যালয়ের বাইরে। সেই হামলার ঘটনায় ব্লক ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলের এক সদস্য এবং তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আচমকা হামলার কারণে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গুরুতর আহত হন শামসুদ্দিন পীর নামে আর এক কাউন্সিলর। অবস্থা খারাপ হওয়ার তাঁকে শ্রীনগরে স্থানান্তর করা হয়।

ওই দিন সকালে সোপোর পুরসভায় একটি বৈঠক চলছিল। বৈঠকের জন্য কাউন্সিলররা সেখানে পৌঁছতেই আচমকা গুলি চালায় জঙ্গিরা। পুলিশের অনুমান, নির্দিষ্ট উদ্দেশেই খবর নিয়ে হামলার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলের আশেপাশেই গা ঢাকা দিয়েছিল তারা। দূর থেকে লোকজনকে আসতে দেখেই গুলি চালাতে শুরু করে তাঁরা।

এর আগে গত সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যাবেলা ফের সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। সেপিয়ানে এক জঙ্গিকে খতম করে নিরাপত্তারক্ষীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা। সোপিয়ানের ওয়াঙ্গাম এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। জওয়ানদের দেখে গুলির চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেন জওয়ানরাও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে তিন জওয়ান আহত হন। কিন্তু এক সন্ত্রাসবাদীকে খতম করতে সক্ষম হন জওয়ানেরা।

এরও একদিন আগে জম্মু ও কাশ্মীরে লাওয়াপোরাতে(Lawaypora) সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। শ্রীনগর-বারমুল্লা জাতীয় সড়কের উপর ৭৩ সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ানের কনভয় লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। ভারতীয় জওয়ানরাও তার কড়া জবাব দিতে শুরু করে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই। ঘটনার জেরে আহত হন বেশ কয়েকজন ভারতীয় জওয়ান। শহিদ হন দুজন সিআরপিএফ জওয়ান। গুরুতর আহত ৩ জন। এঘটনা উস্কে দেয় পুলওয়ামার রক্তাক্ত সেই স্মৃতি।

শ্বাসকষ্টে ভুগছে সাবেক ছাত্রলীগের গোলাম রাব্বানী

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার পর পরই ফলাফল পজিটিভ আসে তার। বুধবার (৩১ মার্চ) তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন।

শনিবার (০৩ এপ্রিল) রাব্বানী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে শারীরিক অবস্থা অবনতির কথা জানিয়ে লিখেছেন-

শনিবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে ডাকসুর সাবেক জিএস রাব্বানী লেখেন, জ্বর, সর্দিকাশি আর শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে গত দুদিন যাবত শ্বাসকষ্ট আর বুকে চাপ অনুভব করছি। গত রাতে কিছু সময়ের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারও ব্যবহার করতে হয়েছে।

কিছু যদি হয়ে যায়, যদি অকালে চলে যেতে হয়... এই আফসোস, হতাশা আর মনোকষ্ট নিয়েই যেতে হবে। যে আদর্শ আর দলের জন্য এতো ত্যাগ, জীবন-যৌবন,ক্যারিয়ার, স্বাদ-আহলাদ সব জলাঞ্জলি দিয়ে ইতিবাচক কাজ করতে চাইলাম, সেই দলেরই স্বার্থান্বেষী মহলের কাছ থেকেই মিথ্যা অপবাদ আর বিমাতৃসুলভ অন্যায় আচরণের শিকার হলাম! আত্মপক্ষ সমর্থন, সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই, তদন্ত এসবের নূন্যতম সুযোগও মিললো না, যা যে কোনো মানুষেরই প্রাপ্য অধিকার।'

চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগও উঠেছিল।

সামনে কী হবে, কে জানে!

দেখতে দেখতে ২০২১ সালের চতুর্থ মাস এসে গেল। সামনে পবিত্র রমজান শুরু হবে। কয়েকদিনের রাজনৈতিক খবর বাদে সব কাগজেই গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের খবর। পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে একশ্রেণির ব্যবসায়ী প্রায় সব ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

কোনো রাজনৈতিক দলও এখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আর আগের মতো প্রতিবাদ করে না। অবশ্য প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হয় না। তার মানে কী? সবাই কি ধরে নিয়েছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবেই? এর থেকে রেহাই নেই? প্রত্যেক বাজেটের সময়, পবিত্র রমজান ও কোরবানির ঈদের সময়, শীতকালে পিকনিকের সময়, বন্যা ও খরার সময়, সরবরাহ ঘাটতি ও উৎপাদন ঘাটতির সময়, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির সময়সহ নানা সময়ে নানা অজুহাতে ব্যবসায়ী ভাইয়েরা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবেন। নিয়মিতভাবে তা করবেন তারা। পবিত্র ধর্মীয় উৎসবে সাধারণ মুসল্লিদের কথাও চিন্তা করেন না। যদি করতেন তাহলে আর দুদিন বাদেই যখন পবিত্র রমজান মাস, তখন তারা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে একটু স্বস্তি দিতেন। না, তা হওয়ার নয়। বাজারে সব

ভোগ্যপণ্যের মূল্য ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। চাল, গম, আটাও বাদ নেই। সরকারের গুদামে ১৩-১৪ লাখ টনের স্থলে ৪-৫ লাখ টন চাল আছে-এ খবরের সুবাদে চালের মূল্য ব্যবসায়ীরা বাড়াচ্ছেন আজ দু-তিন মাস ধরে। চিনি, সয়াবিন তেল, ময়দা, ছোলা, খেজুর, মসলাপাতি, মুরগিসহ এমন কোনো দ্রব্য নেই, যার মূল্য বাড়েনি, বাড়ছে না। অথচ কেউ এখন আর প্রতিবাদ করছে না। মনে হয় সবাই ধরে নিয়েছেন এটাই নিয়তি, এর থেকে রেহাই নেই।

এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে: দ্রব্যমূল্য যখন বাড়বেই, তা যখন কমার কোনো কারণ নেই, তাহলে সেই অনুপাতে আয় বাড়ানো হোক, বেতনভাতা বাড়ানো হোক। অথবা আরেকটি বিকল্প হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহনীয় মূল্যে মানুষকে সরবরাহ করা হোক। অন্তত গরিব, মধ্যবিত্ত, বেওয়া-বিধবা, বেকার লোকজনদের মধ্যে যাতে তারা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। যেমন, প্রতিবেশী ভারতের কথা বলা যায়। সেখানে দুই ধরনের রেশন কার্ড আছে বলে শুনেছি। দারিদ্র্যসীমার ওপরে যারা তাদের এক ধরনের কার্ড এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা তারা সারা বছর ১-২ রুপিতে এক কেজি গম/চাল পায় বলে কাগজে দেখেছি। আমাদের এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

করোনাকালীন গত এক বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার ও কর্মহীন হয়েছে। কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। অগণিত মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। শহরের দারিদ্র্য গ্রামের চেয়ে বেশি বেড়েছে। মানুষের হাতে ‘ক্যাশ’ নেই, কাজ নেই। এখন নতুন করে করোনা-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে। বর্তমানের করোনা এক বছর আগের চেয়ে ভয়াবহ। প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। হাসপাতালে কোনো জায়গা নেই, রোগীদের অক্সিজেন নেই; যা-ও অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল তাতেও ছেদ পড়েছে। সামনে বাজেট। আর মাত্র দুই মাস বাকি। জুন মাসে বাজেট দেওয়া হবে। অর্থনীতির ‘পারফরমেন্স’ কী হবে, তা এখনই সঠিক বলা যাচ্ছে না। করোনার নতুন আঘাত অর্থনীতি কতটুকু সহ্য করতে পারবে তা অনিশ্চিত। রপ্তানি, আমদানি, রেমিটেন্স ও রাজস্ব ইত্যাদি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল; কিন্তু এসবেও অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। এর অর্থ রোজগারের বাজার আবারও অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা।

করোনা থেকে বাঁচার পথ গ্রহণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানুষের আয় কমে যাবে। এমনিতেই বাজার মন্দা। তাহলে মানুষের ভাতের ব্যবস্থা কী? আয়ের ব্যবস্থা না-থাকলে ভাতের ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হবে। এ দুয়ের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একশ্রেণির ব্যবসায়ী চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও মর্মান্তিক। সারা বিশ্বে যখন হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, লাখ লাখ লোক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে, যখন মানুষকে বাঁচানোর জন্য টিকার সরবরাহ প্রতুল, তখন বিশ্বের তাবৎ ধনীর সম্পদ ২০২০ সালে বেড়েছে। একই অবস্থা আমাদেরও। আমাদের ব্যবসায়ীরা কোনো সুযোগ ছাড়ছেন না। তারাও সামান্য অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা তো এখানেই, দ্রব্যমূল্য বাড়ছে অথচ মানুষের আয় নেই, আয় সেভাবে বাড়ছে না, অন্যদিকে ধনীদের-ব্যবসায়ীদের আয় স্ফীতি হচ্ছে। এ অবস্থায় সবার সামনেই প্রশ্ন: জীবন ও জীবিকার। জীবন বাঁচাতে রোগ থেকে যেমন রক্ষা পেতে হবে, তেমনি দরকার জীবিকা/আয় তথা ইনকাম। এর ব্যবস্থা কী? দৃশ্যত কোনো বিকল্প দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা ঠেকানো যেত, তাহলেও কিছুটা রক্ষা পাওয়া যেত। না, তা হওয়ার নয়।

শাকসবজি, মাছ-মাংস কোনোটারই দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। এভাবে প্রতিটি জিনিসের মূল্য বেড়ে চলেছে। অথচ আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা জিনিসপত্রের দাম কমবে না। বিপরীতে দেখা যাচ্ছে, মানুষের আয়ও সমানুপাতে বাড়ছে না। নতুন কর্মসংস্থাও সেভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। যাদের চাকরি আছে তাদের চাকরিও যাচ্ছে। সেদিনই খবর পেলাম একটা বড় গ্রুপের হিসাবরক্ষণ বিভাগে ৬০ জন কর্মচারী-কর্মকর্তা ছিল; ৩৫ জনকেই ছাঁটাই করা হয়েছে। সুতরাং সামনে কি হতে যাচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

যুগান্তর পত্রিকা থেকে কিঞ্চিত সংক্ষেপিত

সিলেটে দুই শিক্ষককে পাঞ্জাবি-টুপি পরে কলেজে আসতে নিষেধাজ্ঞা: বেতন ভাতা বন্ধ

পাঞ্জাবি-টুপি পরার বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দুই শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানে আসতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ম্যাগাজিন 'প্রোজ্জ্বল'-এর ছবি তোলার জন্য শিক্ষকদের পাঞ্জাবি-টুপি পরার পরিবর্তে শার্ট প্যান্ট পরতে আদেশ দেন অধ্যক্ষ লে. কর্ণেল কুদ্দুছুর রহমান পিএসসি। সেই আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান জেসিপিএসসির কলেজ পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক সিনিয়র প্রভাষক মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষক প্রভাষক মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম। এ আদেশ অমান্য করায় স্কুলে আসতে বারণ করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ রাতে প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মৌখিকভাবে তাদের ক্যাম্পাসে আসতে না করেন এবং সেই সাথে তাদের বেতন ভাতা বন্ধ হয়েছে বলে জানান।

গতবছর আগের অধ্যক্ষ লে. কর্ণেল সোহেল উদ্দিন পাঠান প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে নির্দেশ দেন কলেজে পাঞ্জাবি পরা যাবে না। পরবর্তীতে ১১ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির মিটিংয়ে বিষয়টি তুলে তা পুরোপুরি বাস্তবায়নে নির্দেশ প্রদান করেন। সবাইকে এই আদেশ মান্য করতে বলা হলে কলেজ শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুল হালিম, মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম এবং কবির হোসাইন প্রতিবাদ করেন। এবং নিজের দৃষ্টিকোন থেকে তারা নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকবেন বলে জানান।
এমতাবস্থায় ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তোলার দিন তারা পাঞ্জাবি পাজামা পরে আসায় প্রিন্সিপাল তাদের ছবি উঠাতে নিষেধ করেন। প্রিন্সিপাল আদেশ দেন, আদেশ অমান্যকারীরা যাতে স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে দেন নতুবা বরখাস্ত করা হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষক আবদুল হালিম দৈনিক জালালাবাদকে বলেন, চাকুরিতে যোগদানের সময় লিখিতভাবে পাঞ্জাবি পাজামার টুপি পরার অনুমতি নিয়েছি। এবং গত ১২ বছর ধরে এই পোশাক পরেই চাকুরী করে আসছি। গতবছর অধ্যক্ষ (সোহেল উদ্দিন পাঠান) স্যার আমাকে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার কথা বলে শার্ট প্যান্ট

পরে আসতে চাপ দিতে থাকেন। আমি আমার অবস্থানে অনড় থাকি। এজন্য আমাকে ৪/৫ বার শোকজও করা হয়েছে। ম্যাগাজিনের ছবি তোলার দিন একই প্রসঙ্গে চাপ প্রয়োগ করলে আমি মানতে অস্বীকৃতি জানাই। শেষমেশ গত ৩১ মার্চ রাতে আমাকে মৌখিকভাবে জানানো হয় প্রতিষ্ঠানে না আসার জন্য। সেই সাথে আমার বেতন ভাতাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মো. আরিফ সেলিম রেজা বলেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। তারা নীতিমালা ভঙ্গ করেছেন। তাই প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা মধ্য থেকেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এদিকে, এর প্রতিবাদে আজ শনিবার সকাল ১১টায় জেসিপিএসসি ফটকে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করবে বলে জানা গেছে।

শুধু পিলার দাড়িয়ে আছে ১৫ বছর...

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নে নির্মাণাধীন দুটি সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৫ বছর আগে। সেখানে পিলার (স্তম্ভ) নির্মাণ করা হয়। শুধু পিলার নির্মাণ করেই ফেলে রাখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

দীর্ঘ ১৫ বছর পরও মূলসেতুর নির্মাণ কাজ এখনো আলোর মুখ দেখেনি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সেতু নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে বেশি টাকা উত্তোলন করে লাপাত্তা হয়ে গেছে।

সেতু নির্মাণে কোটি টাকার কাজ এলাকার মানুষের কোন কাজে আসছে না। এতে পেকুয়া উপজেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ করিয়ারদিয়া ও মহেশখালী মাতারবাড়ীর সঙ্গে পেকুয়ার মূল ভূখণ্ডের সংযোগ স্থাপন যেন স্বপ্নই রয়ে গেল। এলাকাবাসীর ভোগান্তির কোনো শেষ নেই।

প্রত্যন্ত ও দুর্গম দ্বীপবাসীর খেয়া নৌকা করে পারাপারই একমাত্র ভরসা। স্থানীয়রা এই দুটি সেতুর নির্মাণ কাজ নতুন করে শুরু করার দাবি জানিয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, উজানটিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ পাশে সৈকতবাজার এলাকায় উজানটিয়া ও করিয়াদিয়ার মাঝখানে মাতামুহুরী নদীর বুকে নির্মাণ করা আটটি পিলার পানির উপরে উঁকি মারছে, কিন্তু সেতু নেই। পিলারের উপরের দিকে বেশ কিছু লোহার রড় দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়ে গেছে, নদীর লোনা পানিতে পিলারগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে।

এই নদীর এই শাখা দিয়ে চলাচল রত নৌকা সম্পানের ধাক্কায় কয়েকটি পিলার ইতোমধ্যে হেলে গেছে। ভাটির সময়ে পিলারগুলো উঁকি মারলেও জোয়ার সময়ে ডুব দেয়। পিলারগুলোর উপরিভাগে লোহার রড় বের হয়ে থাকায় নদীর এ রুটে নৌকা সাম্পান চলাচলও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এলাকাবাসী যাতায়াতের ক্ষেত্রে নদীর চরের হাঁটু পরিমাণ কাদা মাড়িয়ে খেয়া নৌকা করে নদী পার হতে হচ্ছে। ভোগান্তির যেন কোনো শেষ নেই।

এ নদীর সামান্য পশ্চিম পাশে উজানটিয়ার সঙ্গে মহেশখালী মাতারবাড়ির সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মাণাধীন আরও একটি সেতু অসমাপ্ত আছে। এই সেতুটিরও ১৫ বছর আগে পিলার নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু এখনো সেতু নির্মিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে ২০০৬ সালের মে মাসে উজানটিয়া-করিয়ারদিয়া সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের এ সেতুটি নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। একই সময়ে নির্মাণাধীন ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের উজানটিয়া-মাতারবাড়ি সংযোগ সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ৬ কোটি ৯৪ লাখ টাকা।

পেকুয়া উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল (এলজিইডি) অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এই দুইটি সেতুর নির্মাণ কাজের মেয়াদ ছিল ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। ওই সময়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স চকোরী কনস্ট্রাকশনের মালিক ঠিকাদার গিয়াস উদ্দিন নির্মাণাধীন সেতু দুইটি ৩০ ভাগ কাজও সম্পন্ন করতে পারেননি। অথচ এই দুই প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া বেশিরভাগ টাকা উত্তোলন করে নিয়ে ঠিকাদার গিয়াস উদ্দিন লাপাত্তা হয়ে গেছেন।

উজানটিয়া ইউনিয়নের করিয়ারদিয়ার চিংড়ি চাষী জিয়াবুল হক জিকু জানান, করিয়ারদিয়া পেকুয়া উপজেলা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে লবণ চাষ ও চিংড়ি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ একটি এলাকা। মাতামুহুরী নদীর উজানটিয়া অংশে সেতু নির্মাণ দ্বীপবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি।

অপরদিকে উজানটিয়া-মাতারবাড়ীর নির্মিতব্য সংযোগ সেতুসহ দুইটি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে লবণ, চিংড়ি পরিবহন ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের ভোগান্তির অবসান হয়ে যেত। তিনি এলাকাবাসীর পক্ষে নতুন করে ওই সেতু দুইটি নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন।

ফটো রিপোর্ট | কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর হল একদল তরুণ তালেবান মুজাহিদ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তরুণ মুজাহিদিনদের একটি দল খুস্ত প্রদেশের 'হযরত আম্মার বিন ইয়াসির' (রা) সামরিক ক্যাম্প থেকে কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর হয়েছেন।

তালেবানদের এই তরুণ কমান্ডো গ্রুপের নিবেদিত মুজাহিদিনদের সামরিক প্রশিক্ষণের সময় অস্ত্রের যথাযথ ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অস্ত্র চালানোর কৌশল, যুদ্ধ কৌশল, নিত্য-নতুন কৌশল নিয়ে অভিযান পরিচালনা, ভারী ও হালকা অস্ত্রের ব্যবহার, নাইট লেজার অপারেশনের কৌশল, শারীরিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিকতার পাঠ শেখানো হয়েছিল। এছাড়াও নিপীড়িত জাতির সাথে

কীভাবে ভাল আচরণ করা যায় এবং কিভাবে তাদের পাশে দাড়ানো যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের সামরিক ক্যাম্পের দক্ষ প্রশিক্ষকগণ নিবেদিত মুজাহিদীন স্নাতকদের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, তারা সামরিক ক্ষেত্রে চমৎকার প্রশিক্ষণ পেয়েছে, মহান রবের ইচ্ছায় তারা ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর রক্ষক হয়ে উঠবে।

https://alfirdaws.org/2021/04/03/48278/

মাসিক রিপোর্ট | পাক-তালিবানের হামলায় ৭৯ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বৃহত্তম জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল চ্যানেল এবং এর অধিভুক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অ্যাকাউন্টগুলিতে গত মার্চ মাসে সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত হামলার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযানের বর্ণনাটি আধুনিক নকশায় তৈরি একটি "ইনফোগ্রাফিক" আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আক্রমণগুলির প্রকৃতি অবস্থান এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেখানো হয়েছে।

বার্ণনা অনুযায়ী, মার্চ মাসে পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীগুলোর উপর মোট ২৯ টি হামলা চালিয়েছে টিটিপি, এরমধ্যে বাজোর এজেন্সিতেই সর্বাধিক সংখ্যক হামলা (১০) পরিচালনা করা হয়েছে, এমনিভাবে ডিআই খান, বান্নু, মাহমান্দ এজেন্সি এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ৩টি করে, অপরদিকে বেলুচিস্তানে ও লাকি মারওয়াতে ২টি করে হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়াও রাওয়ালপিন্ডিতে ২টি এবং ইসলামাবাদে ১টি আক্রমণ চালানো হয়েছে।

বিশদ মতে, টিটিপি পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে টার্গেট, সম্মুখ লড়াই, স্নাইপার, ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা বিস্ফোরণ সহ বিভিন্ন হামলা চালিয়েছে।

বর্ণনা অনুযায়ী, টিটিপির ২৯টি হামলায় সামরিক বাহিনীর ৪০ সদস্য নিহত এবং ৩৯ সড়স্য আহত হয়েছে, যার মধ্যে ৫৬ জনই ছল সেনা, ১৩ জন পুলিশ, ৫ জন এফসি কর্মী, ২ জন গোয়েন্দা কর্মী, এবং ১ জন কথিত শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক।

হামলার ফলে সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে পুলিশ বাহিনীর ২টি গাড়ি এবং ৫টি সামরিক স্থাপনা ধ্বংসসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেওয়া।

এটি লক্ষণীয় যে, ২০২১ সালের গত মাসেই টিটিপি অতীতের তুলনায় সবাচাইতে বেশি (২৯) হামলা চালিয়েছে। এর আগে দুই মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে ১৬টি এবং জানুয়ারিতে ১৭টি আক্রমণ চালিয়েছিল টিটিপি। এটা স্পস্ট যে, তেহরিক-ই-তালিবান প্রতি মাসে হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলছে।

মালি | মাকে হত্যার পর ৩ বছরের কন্যা শিশুকেও রক্তাত করল ক্রুসেডার ফ্রান্স

মালিতে দখলদার ফ্রান্সের সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক নিরপরাধ নারী, এসময় রক্তাক্ত করা হয়েছে তার ৩ বছরের কন্যা সন্তানকে।

গত পহেলা এপ্রিল বৃহস্পতিবার, মালির কাইদাল অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সেনারা এক নিরপরাধ নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। পাশাপাশি গুরুতর জখমের ফলে রক্তাক্ত হয়েছে উক্ত মহিলার ছোট কন্যা সন্তান।

মুজাহিদ সমর্থক সংবাদ সোর্সের ভিত্তিতে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ক্রুসেডার ফ্রান্সের সেনারা নিরপরাধ একজন নারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। এরপর ক্রুসেডার সৈন্যরা ঐ মহিলার নিষ্পাপ ৩ বছরের মেয়েকেও গুলি করে, যার ফলে ৩ বছরের শিশু মেয়েটিও রক্তাত হয়ে আহত অবস্থায় মায়ের পাশে পড়ে থাকে।

সাধারণ মানুষদের উপর ফ্রান্সের নৃশংসতা যেন শেষ নেই। চলিত বছরের ৩ জানুয়ারি, ক্রুসেডার ফ্রান্সের এই 'বারখান' ফোর্স বিমান হামলা চালিয়ে ২৯ জনের বেশি নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

মালি | আল-কায়েদার হামলায় জাতিসংঘের ৪ সৈন্য নিহত, আহত আরো ২

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালির পূর্বে কিদাল অঞ্চলে কুফফার জাতিসংঘের প্রজেক্ট MINUSMA এর একটি ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন আল কায়েদার শাখা জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর জানবায মুজাহিদীন। এতে ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিকদের রিপোর্ট ঘেঁটে জানা যায়, মালির কিদাল অঞ্চলের এগুয়েলহক গ্রামে অবস্থিত ক্রুসেডার জাতিসংঘের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদিন।

সূত্র থেকে জানা যায়, গত ২ এপ্রিল শুক্রবার সকালে ভারী অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন অল্প কয়েকজন ইনগিমাসী মুজাহিদ। তাদের আক্রমণ সুপরিকল্পিত হওয়ায় ভারী যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়েও ক্ষতির মুখে পড়ে কুফফার সংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। এতে কুফ্ফার জোটের ৪ সেনা ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং আরো ২ সেনা আহত হয়।

বীরত্বপূর্ণ এই আক্রমণ ফ্রান্স ও জাতিসংঘের বিরুদ্ধে জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের রণদক্ষতা ও পরিকল্পনার সুচারুতাকে নির্দেশ করে। আলহামদুলিল্লাহ্‌, মুজাহিদদের এরূপ গেরিলা আক্রমণ ক্রমেই এই অঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের কর্তৃত্ব হ্রাস করতে বড় ভূমিকা রাখছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর গাড়িতে পাক-তালেবানের হামলা, গাড়ি ধ্বংস ও ৩ সেনা নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, এতে ১টি গাড়ি ধ্বংস এবং ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত বুধবার পাকিস্তানে মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি বাজোর এজেন্সিতে ল্যান্ডমাইন দ্বারা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল। জানা যায় যে, জেলটির চরমং সীমান্তের মাতাক-সার এলাকায় এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। যেখানে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর তিন সদস্য নিহত এবং সেনাদের বহনকারী গাড়িটি ধ্বংস হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ এতটাই বিকট ছিল যে, যা দূর থেকে শোনা যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, এর কিছুক্ষণ পরে সামরিক বাহিনীর উদ্ধার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু ততক্ষণে হামলাকারী মুজাহিদগণ স্থান ছেড়ে গেছে।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এপ্রিল মাসে টিটিপি দ্বারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর এটিই প্রথম আক্রমণ।

০২রা এপ্রিল, ২০২১

খোরাসান | তালেবানের হামলায় ৩১ কাবুল সৈন্য নিহত, ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানের ময়দানে-ওয়ার্দাক প্রদেশে তালেবানের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের শিকার হয়েছে কাবুল বাহিনী। এতে ২২ সৈন্য নিহত ও ৯ সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে অনুযায়ী, গত ১লা মার্চ বৃহস্পতিবার, আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশে তালেবান নিয়ন্ত্রিত 'জলরেজ' অঞ্চলে অপারেশন চালানোর স্বপ্ন নিয়ে অঞ্চলটিতে প্রবেশ করেছিল মুরতাদ কাবুল মরকারের কমান্ডো ফোর্স। কাবুল বাহিনী জলরেজে ঢুকেই তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। হয়তো তাদের জানা ছিল না যে, তালেবান সার্বক্ষণিক তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য কঠোর ব্যাবস্থা করে রেখেছেন। এরপর যা হাবার তাই হল- তালেবান মুজাহিদিন বিভিন্ন দিক থেকে কাবুল বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালাতে শুরু করেন। এরফলে দিক হারিয়ে এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করে মুরতাদ সৈন্যরা।

ততক্ষণে তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত ও আহত হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে মুরতাদ বাহিনীর মৃত দেহগুলো।

তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ হামলার ফলে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর কমপক্ষে ২২ সৈন্য নিহত এবং আহত হয় আরো ৯ এরও অধিক। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া যান।

খোরাসান | ১৫টি গ্রামের প্রায় ২ হাজার পরিবারের তালেবানে যোগদান

আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের 'আনা' অঞ্চলের প্রায় ২ হাজার পরিবার একত্রে তালেবানের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

তালিবানরা বলেছে যে, আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের টিয়ারা জেলা হতে কয়েক ডজন কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবানের সামরিক বিভাগের মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, "গতকাল ঘোর প্রদেশের টিয়ারা জেলার 'আনা' অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ও কমান্ডার 'মোহাম্মদ' আমীরুল মু'মিনিনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সাহায্যে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনদের সাথে যোগ দিয়েছিল।" তার এই তালেবানে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে অঞ্চলটির উপর কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ পেয়েছেন।

কথিত আছে যে, "আনা" নামে অঞ্চলটিতে ১৫টি গ্রাম, ২টি শহরীয় বাজার রয়েছে এবং প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) পরিবার এতে বসবাস করছে। এই বিপুল সংখ্যক পরিবারের প্রধান নেতার তালেবানের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার সাথে সাথে তারাও এটি স্বীকার করে নিয়েছে। আর এর মাধ্যমে কোন যুদ্ধ ছাড়াই অঞ্চলটি পরিপূর্ণরূপে তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

পাকিস্তান | প্রতিটি বেসামরিক নাগরিক হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে- নূর ওয়ালী মেহসূদ

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আমির জানিয়েছেন যে, সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রতিজন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা ও তাদের উপর আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

টিটিপি আমীর মুফতি নূর ওয়ালি মেহসূদ হাফিজাহুল্লাহ্ সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে একটি নতুন অডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন। ৬ মিনিটেরও বেশি সময়ের এই বার্তাটি টিটিপির মিডিয়া শাখা "উমর মিডিয়া" কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

মুফতী নূর ওয়ালী মেহসূদ হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর ৬ মিনিটের এই বার্তায়, পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর হামলায় সম্প্রতি খায়বার অঞ্চলের জানি-খাইলে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর গুলিতে নিহত বেসামরিক নাগরিকদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর কর্তৃক বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার কথা ব্যক্ত করে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন যে, হে ওয়াজিরিস্তানের গাজী ও শহীদ উম্মাহ! নাপাক বাহিনী কর্তৃক এটা আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রথম বা শেষ শাহাদাতের ঘটনা না। আপনারা এধরণে প্রতিটি ঘটনারই সহাসী জবাব দিয়েছেন। যেই ধারাবাহিতা আপনার এখনো অব্যাহত রেখেছেন। নাপাক বাহিনীর এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, তারা ছোট ছোট এই নিষ্পাপ বাচ্ছাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করার মাধ্যমে ওয়াজিরিস্তানের গাজী ও মুজাহিদ উম্মাহকে ভয় পাইয়ে দিবে এবং দ্বীনের প্রতি তাদের দৃঢ়তা ও মনোবলকে ভেঙে দিবে, এটা কখনোই হতে পারেনা। ইনশাআল্লাহ্, আমরাও এই খবিস ফৌজ এবং তাদের গোলামদেরকে প্রত্যেক পদে পদে পরাজিত, লাঞ্চিত, অপমানিত ও অপদস্থ করে ছাড়বো এবং আমরা আমাদের শহিদ উম্মাহর প্রতিশোধ নিবো।

হে আমার সম্মানিত মুসলিম জাতি! এটা নিশ্চিত যে, আযাদী বড় বড় কুরবানি চায়, আলহামদুলিল্লাহ্ আপনাদের মুজাহিদ ভাইরা এই কুরবানি দিতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা এই উজ্জল স্বাক্ষ্য হয়ে রয়েছেন। আমরা এই ইসলামের দুশমন, জালিম ও দখলদার সামরিক বাহিনী থেকে এই ভূমীকে শীগ্রই পবিত্র করবো, আমরা এই বাহিনীর জুলুমের কথা কখনোই ভুলে যাবো না।

এভাবেই তিনি তাঁর পুরো বার্তা জুড়ে বেসামরিক নাগরিকদের উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি বর্বরোচিত হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও তিনি বার্তায় পাকিস্তানের উপজাতি নেতাদের এবং সম্মানিত আলিমদেরকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংগঠিত প্রতিটি অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সন্ত্রাসী নেতাকর্মীদের নিয়ে বিপাকে মাফিয়া আওয়ামী সরকার

জনগণের প্রাণের অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভ এবং তাদের ডাকা হরতালে পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে মাফিয়া সরকার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মাঠে থাকা নিয়ে দলের ভেতরেই কথা উঠেছে। ঢাকার বায়তুল মোকাররমসহ কোথাও কোথাও হেফাজতের কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা। এটাকে সংঘাতে উসকানি হিসেবেও দেখছেন সবাই।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে দলীয় কর্মীদের মাঠে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি, উল্টা উত্তেজনা ছড়িয়েছে—এমন আলোচনাও খোদ আওয়ামী লীগে রয়েছে। দেশে এতগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থাকার পরও পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন দলের কর্মীদের নামাতে হলো, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের কারও কারও মতে, নেতা-কর্মীদের এভাবে মাঠে নামানোর কারণে মনে হতে পারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর সরকার বা দলের পুরোপুরি আস্থা নেই। অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মানুষের মনে এ ধরনের ধারণা তৈরি হলে তা বিপজ্জনক হবে।

সসন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল একজন নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরবিরোধী বিক্ষোভ এবং এটাকে কেন্দ্র করে সংঘাত মোকাবিলা আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়। ফলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগের এখানে সারসরি সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতীতে বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঠে রাখার জোর চেষ্টা ছিল।

হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী মোদিবিরোধী কর্মসূচি ও হেফাজতের হরতালে সন্ত্রাসী যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীদের মাঠে নামাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাঠপর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার উৎসাহ ছিল বলেও জানা গেছে। এর মধ্যে যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মাঠে থাকার জন্য সংগঠনের শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দেশনা ছিল।

অন্যদিকে রাজনৈতিক অনেক মহল বলছে সরকার দলীয় কর্মীদের মাঠে নামিয়ে সংঘাতে উসকানি দিয়েছে।

অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামের নেতারা বলছেন, ২৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজের পর মোদিবিরোধী বিক্ষোভে সরকারি দল হামলা না করলে পরিস্থিতি সংঘাতময় হতো না। সংগঠনটির দাবি, মুসল্লিদের মিছিলে সরকারি দল হামলা করেছে, এই ভিডিও চিত্র দেখে হাটহাজারীতে মাদ্রাসার ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তাতে পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। সেখানে পুলিশের গুলিতে চারজন শহীদ হন। এর জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদ্রাসার ছাত্ররা মাঠে নামেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টানা তিন দিন আন্দোলনে নিহত হয়েছেন মোট ১২ জন।

বায়তুল মোকাররমে সংঘাতের ঘটনার ভিডিও ফুটেজে আওয়ামী গোলাম পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি অবস্থানে দেখা গেছে।

মোদিবিরোধী বিক্ষোভে এবার ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা প্রথম শক্তি দেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। গত ২৫ মার্চ রাতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ ব্যানারে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের মোদিবিরোধী বিক্ষোভে হামলা চালায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। ওই ঘটনায় কয়েকজন সাংবাদিকও আহত হন।

পরে রোববার হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ও ঢাকার বাইরেও সন্ত্রাসী দল আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঠে দেখা গেছে। অনেক জায়গায় তাঁদের হাতে লাঠিসোঁটাও ছিল। ওই দিন কয়েকটি স্থানে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হেফাজতের নেতা–কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাংসদ নূর মোহাম্মদ বলেছে বিরোধী পক্ষের কর্মসূচিতে সরকার–সমর্থক রাজনৈতিক নেতা–কর্মীরা মাঠে থাকার চেষ্টা করে, এটা অতীতেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে রাইড শেয়ারিং চালকদের বিক্ষোভ

করোনার খোড়া অজুহাতে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস সেবা বন্ধ করে দেয়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন পাঠাও ও উবারের চালকেরা! গতকাল দুপুর পোনে একটা ও দেড়টার মাফিয়া সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাহবাগ ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে হয় এই আন্দোলন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন চালকদের বিশাল এক অংশ।

মোটরসাইকেলে যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আসে গতকাল বুধবার। এ নিষেধাজ্ঞা আপাতত দুই সপ্তাহের জন্য বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এর আগে বাসে ৬০ শতাংশ বর্ধিত ভাড়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

এদিকে গতকাল নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর আজ সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মোটরসাইকেলচালকেরা বিক্ষোভ করেন। বেলা পৌনে একটার দিকে শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ করেন পাঠাও, উবারের চালকেরা।

বেলা পৌনে একটা থেকে একটা পর্যন্ত পাঠাও, উবারের চালকেরা শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় শাহবাগ মোড় দিয়ে সীমিত আকারে যান চলাচল করে।

এদিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুপুর দেড়টার দিকে জড়ো হন মোটারসাইকেল চালকেরা। তাঁরা সড়কে মোটরসাইকেল রেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন। দাবি আদায়ে তাঁরা স্লোগান দেন। তাঁরা রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বন্ধে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নির্দেশনার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বন্ধের প্রতিবাদে রাজধানী ধানমন্ডি ২৭, বাড্ডা এলাকাতেও মোটরসাইকেল চালকেরা বিক্ষোভ করেছেন। তাঁদের একটাই দাবি, রাইড শেয়ারিং চালু করা হোক।

যাঁরা নিয়মিত রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে যাতায়াত করেন, তাঁদের সবাই বিপদে পড়েছেন হঠাৎ করেই। মোটরসাইকেল রাইড সার্ভিস নিয়ে থাকেন তারা। কিন্তু হঠাৎ করে মাফিয়া সরকারের এরকম কান্ডজ্ঞানহীন আচরণ ক্ষুব্ধ করেছে এসকল যাত্রীদের।

হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এটাই উপার্জনের একমাত্র পথ। হঠাৎ এই সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেলে পরিবার নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে তাদের!

কিন্তু এসকল বিষয়ে কোন খেয়ালই যেন নেই রাতের ভোটে আসা এই সরকারের!

০১লা এপ্রিল, ২০২১

খোরাসান | তালেবানের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, ক্রুসহ ৪ সেনা সদস্য নিহত

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদীনদের হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ক্রুসহ কতক সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

তালেবানের সামরিক মুখপাত্র ক্বারি ইউসুফ আহমাদি হাফিযাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, ৩১ এপ্রিল বুধবার, মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি 'ব্ল্যাক হক' (UH-60 Black Hawk) হেলিকপ্টার মুজাহিদীনদের আক্রমণ করতে হেলমান্দ প্রদেশের ওয়াশির জেলায় প্রবেশ করে। তখন মুজাহিদীনরা এটিকে ভারী অস্ত্র দিয়ে টার্গেট করে হামলা চালান এবং এটিকে ভূপাতিত করেন।

সূত্র আরো জানায়, এসময় হেলিকপ্টারে থাকা মুহাম্মদ ওয়ালি হাকমান নামের মুরতাদ বাহিনীর এক কমান্ডার এবং ৪ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে পাইলট ও ক্রু সহ আরো কতক মুরতাদ সেনা সদস্য।

ভারতে মসজিদে ঢুকে ইমামের উপর হামলা

ভারতের একটি ভিডিও সামাজিক গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মসজিদের এক ইমামকে হেনস্থা করতে দেখা গেছে। ভারতের কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোর জেলার ফারাঙ্গিপেটে এলাকায় ঘটে ঘটনাটি। সেই সিসিটিভি ক্লিপটি প্রথমে টুইটারে শেয়ার করেন ইমরান খান নামে এক সাংবাদিক।

সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দু'জন লোক মসজিদের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেওয়াল টপকে নিচে নামে। পরে মুশতাক নামের ওই ইমামকে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফারাঙ্গিপেটের স্টেশন হাউজ আধিকারিক জানায়, ৪৪৮, ৩৪ ও ৩২২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনও পুলিশ অতর্কিতে আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করতে পারেননি।

মালি | বিয়ের অনুষ্ঠানে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বিমান হামলা, ১৯ জন বেসামরিক লোক নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়ে ছিল ক্রুসেডার ফ্রান্স। এতে ১৯ জনের বেশি বেসামরিক লোক নিহত হয়।

কুফফার জাতিসংঘের (ইউএন) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্রুসেডার ফ্রান্স কথিত ইসলামী মৌলবাদ নির্মূলের অজুহাতে এ বছরের ৩রা জানুয়ারী, মালির বাউন্টি অঞ্চলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালিয়েছিল। এতে ঘটনাস্থলেই ১৯ জন গ্রামবাসী নিহত হয়।

মালিস্থ জাতিসংঘের মানবাধিকার শাখা জানায়, তারা জানুয়ারির ৩রা তারিখে ফরাসি বাহিনীর হামলাকৃত বাউন্টি গ্রাম পরিদর্শন করে চার শতেরও অধিক লোকের সাথে কথা বলেছেন। এবং স্যাটেলাইটে ধারণকৃত চিত্রের বিশ্লেষণ করেছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ জানায়, তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, ফরাসি বিমান হামলার স্থানটিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ১০০ এরও অধিক বেসামরিক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘ আরো জানায়, আয়োজিত এই বিয়ের অনুষ্ঠানে ফরাসি বাহিনীর বর্বরোচিত বিমান হামলায় ৩ জন গার্ডসহ ১৬ জন নিরস্ত্র গ্রামবাসী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। এছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরো ৩ জন বিয়ের অতিথি।

অন্যদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্স জাতিসংঘের এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে যে, তারা বিমান হামলা চালায়নি যাতে বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিল। অথচ ফ্রান্স জানুয়ারিতে এই হামলার ব্যাপারে খুব গর্বের সাথে বলেছিল যে, তারা আল-কায়েদা যোদ্ধাদের একটি উপস্থিতি কেন্দ্রতে সফল হামলা চালিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে এই নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের কয়েকদিনের মধ্যেই আল-কায়েদা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একটি বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন আল-কায়েদা। তখনও ক্রুসেডার ফ্রান্স বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করে। এভাবেই কুফ্ফার বিশ্ব সত্যকে অস্বীকার করে সাধারণণ মানুষকে প্রতারিত করে চলছে।

https://ibb.co/d2Vcz2n

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদিন। এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ মার্চ বুধবার সকালে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর লোই মুম্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত নাপাক সেনাবাহিনীর পোস্ট এবং স্কাউটগুলিতে বড়ধরণের সফল আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

দেশটির শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র, মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই অভিযানে মুজাহিদগণ 82mm অস্ত্রসহ হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক কমপ্লেক্সে বেশ কয়েকটি সামরিক পোস্ট ধ্বংস এবং কয়েকটি সামরিক কাঠামোও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ছে। অপরদিকে অভিযান শেষে মুজাহিদগণ পুরোপুরি নিরাপদে ফিরে আসেন।

আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে সমস্ত নিউজিল্যান্ড সেনা

দীর্ঘ ২০ বছর আফগান যুদ্ধের তিক্ততা নিয়ে অবশেষ আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে সমস্ত নিউজিল্যান্ড সেনা।

নিউজিল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, আফগানিস্তান থেকে তারা নিজেদের সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। গত ৩১ মার্চ দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, দু'দশক পরে আফগানিস্তানে সেনা মিশনের সমাপ্তি টেনে দেশটি থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিগত ২০ বছর যাবৎ নিউজিল্যান্ডের ৩,৫০০ সেনা ক্রুসেডার ন্যাটো নেতৃত্বাধীন জোটের হয়ে আফগানিস্তানে লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালিয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর দাবি অনুযায়ী, এই যুদ্ধে তাদের ২০ সেনা নিহত হয়েছে। যদিও বাস্তবে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

নিউজিল্যান্ডের ক্রুসেডার সৈন্যরা শেষ বছরগুলোতে মুরতাদ কাবুল সরকারি সেনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল এবং নজরদারির কাজ করেছে।

তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, সমস্ত বিদেশী সেনা অবশ্যই চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হবে।

গত সপ্তাহে কাবুলের জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের উপদেষ্টা হামদুল্লাহ মহিব বলেছিল যে, মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলে এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এই মহুর্তে আশরাফ গনিসহ অনেক সরকারী কর্মকর্তা আশাবাদী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো আফগানিস্তান দ্রুত ছাড়বে না।

এদিকে তালেবান হুমকিও দিয়ে রেখেছে যে, মার্কিন সেনারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে না গেলে, কঠিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

রমজানের আগেই সয়াবিন তেল, চিনি, পেঁয়াজের দাম বাড়াল টিসিবি

রমজানের আগে সয়াবিন তেলের সঙ্গে চিনি ও পেঁয়াজের দাম বাড়িয়েছে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এর মধ্য সয়াবিন তেল ১০, চিনি ও পেঁয়াজের দাম পাঁচ টাকা করে বাড়ানো হয়।

গত জানুয়ারিতে সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি ১০ টাকা বাড়িয়ে ৯০ টাকা করেছিল টিসিবি। বুধবার এ দাম আবার ১০ টাকা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে। কেজিতে পাঁচ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে চিনি ও পেঁয়াজের দাম।

বৃহস্পতিবার থেকে কেজি প্রতি চিনি ৫৫ টাকা এবং পেঁয়াজ ২০ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া কেজি প্রতি ৫৫ টাকা দরে ছোলা ও ৮০ টাকা দরে খেজুর বিক্রি শুরু করবে টিসিবি।

বুধবার কারওয়ান বাজার ও খামারবাড়ি এলাকায় টিসিবির ট্রাকে প্রচুড় ভির দেখা গেছে। অনেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পণ্য কিনলেও বেশিরভাগই এর ধার ধরছেন না। ওই দুই ট্রাকের ডিলার জানিয়েছেন, নিয়মিতিই এখানে মানুষের ভিড় থাকে। টিসিবির ট্রাকে ৯০ টাকা লিটার প্রতি ২ লিটার বোতলের সয়াবিন তেল, ১৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ, ৫৫ টাকায় মসুর ডাল এবং ৫০ টাকা দরে চিনি বিক্রি হয়ে আসছিল। শিগগিরই এসব ট্রাকে খেজুর ও ছোলা বিক্রি হবে বলে জানিয়েছেন টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার আরিফুল হাসান।

বৃহস্পতিবার থেকে একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ ৪ কেজি চিনি, ৩ কেজি ছোলা, ২ কেজি মসুর ডাল ও ৫ লিটার সয়াবিন তেল কিনতে পারবেন। অনলাইনের মাধ্যমে মিলবে পেঁয়াজ।

সংস্থাটি জানিয়েছে, রাজধানীতে ১০০টি এবং চট্টগ্রামে ২০টিসহ সারাদেশে ৫০০টি ট্রাকের মাধ্যমে সব জেলা ও উপজেলা শহরে এই বিক্রি কার্যক্রম শুরু চলবে। প্রতিটি ট্রাকে ৮০০-১ ২০০ কেজি চিনি, ৬০০-৭৫০ কেজি মসুর ডাল, ১২০০-১৫০০ লিটার সয়াবিন তেল, ৩০০-১০০ কেজি পেঁয়াজ, ৪০০-১০০০ কেজি ছোলা ও ১০০ কেজি খেজুর বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, খুচরা বাজারে সব জিনিসের দাম টিসিবির দাম থেকে আরো অনেক বেশি। ফলে জনসাধারণ চরম দুর্ভোগে রয়েছে।

কীর্তনে বাধা দিলো না, ওয়াজ কেন বন্ধ করল?

ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জা বুসরহাট পৌরসভা এলাকায় ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করায় প্রশ্ন রেখে বলেছেন, কীর্তন হলো সেখানে বাধা দিল না,ওয়াজ কেন বন্ধ করল?

তিনি বলেন, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ক্ষীরত মাজন বাড়িতে আয়োজিত কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি, পরিদর্শন করেছি। সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা কীর্তন করেছে। আর গতকালকে আমি বসুর পৌরসভা ৭নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওয়াজ মাহফিল করার জন্য পারমিশন দিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি কেন পারমিশন দিলাম- এ কারণে আজকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না। আমি বসুরহাট পৌরসভার মেয়র। কিন্তু আজকে সাধারণ পুলিশ অফিসার দিয়ে আমাকে অপমান করাচ্ছে। নানাভাবে লাঞ্ছিত করছে। বুধবার সকাল ১১টায় বসুরহাট বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, তারা আজকে কেন ওয়াজ বন্ধ করেছে? আপনারা এলাকার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হোন। কী জন্য ওয়াজ বন্ধ করেছে জবাব দিতে হবে। কেন তারা ওয়াজ বন্ধ করল? কীর্তনের দিন কীর্তন হলো, আমি সেখানে গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ ছিলাম। কিন্তু সেখানে বাধা দিলো না। ওয়াজ কেন বন্ধ করল? শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এটা করেছে। এভাবে নানা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন।

আজকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য তারা এই কাজ করছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিচার একদিন কোম্পানীগঞ্জের মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ একদিন করবে, আল্লাহ একদিন করবে। আল্লাহর বিচার বড় বিচার।

উল্লেখ, কাদের মির্জা মুরতাদ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

এবার শ্রমিক লীগ নেতার হোটেলে ক্যাসিনো সরঞ্জাম

রাজধানীর উত্তরায় শ্রমিক লীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সহসভাপতি মাজেদ খানের মালিকানাধীন একটি হোটেলে অভিযান চালিয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। রাজধানীর উত্তরার ১০নং সেক্টরের 'রিভার ওয়েভ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে' গত রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত এ অভিযান চলে। এ সময় সেখান থেকে নগদ টাকা, মাদক এবং ক্যাসিনো সরঞ্জামসহ ৩১ জনকে আটক করে করা হয়।

জানা যায়, উত্তরার ১০নং সেক্টর রানাভোলা এভিনিউ সড়কের ২২১ নং হাউসের, ২৩/২৪ নং রোডসংলগ্ন 'রিভার ওয়েভ' হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। এ সময় নগদ টাকা, মাদক এবং ক্যাসিনো সরঞ্জামসহ ৩১ নারী-পুরুষকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে পাঁচজন তরুণী এবং ২৬ জন পুরুষ। এর মধ্যে বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। আমাদের সময়

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ২৭ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ২৭ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-ইমারাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার রাতে ঘড়ির কাঁটা প্রায় ৮ টার সময়, হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ শহরের কয়েকটি এলাকায় একজোগে পুতুল সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। মুজাহিদদের এই আক্রমণে ১১ (এগারো) এরও অধিক সেনা নিহত ও আহত হয় এবং গাড়িসহ সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

একইদিন সকালে, হেরত প্রদেশের গরিয়ান জেলায় কাবুল বাহিনীর উপর বোমা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। বোমা বিস্ফোরণে ১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা এক কমান্ডারসহ ৩ সেনা নিহত এবং আরো ৩ সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে, জাবুল প্রদেশের সাফা জেলার হাজারতাক এলাকায় কাবুল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়।

একইভাবে সোমবার ঘোর প্রদেশের দৌলতীয়া জেলায় তালেবান মুজাহিদদের লাগানো বোমা বিস্ফোরণে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে ৫ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।